প্রণয় পরিণাম।

সামাজিক উপন্যাস

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।

কলিকাতা।

২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরী
হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

২৩ নং পঞ্চাননতলা লেন, পটলডাঙ্গা
নিউ ক্যানিং প্রেস হইতে
শ্রীসেখ রাসেদ আলি দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রণয় পরিণাম।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভালবাসা কয় প্রকার?

ভাগীরথী তীরে এক সুন্দর পুষ্পোদ্যানে একজন যুবক স্থির-ভাবে বসিয়া আছেন। তখন বেলা ছয়টা বাজিয়াছিল, কিন্তু জ্যৈষ্ঠমাস বলিয়া সন্ধ্যা হইবার অনেক বিলম্ব ছিল। ভাগীরথীর জল অবিরল চলিতেছে—ছুটিতেছে—নাচিতেছে, তাহাতে এক-প্রকার শ্রুতি-সুখকর জল-কল্লোল উত্থিত হইতেছে, কিন্তু যুবক তাহাতে কর্ণপাত করিতেছেন না। সন্ধ্যার প্রাক্‌কাল-সমীরণ আসিয়া কতক পুষ্পকে বৃন্তচ্যুত করিতেছে—আবার কলিকা-গুলিকে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিতা করিতেছে। সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে, কিন্তু যুবক তাহার কিছুই ঘ্রাণ পাইতেছেন না। সম্মুখে মধুকরগণ গুণ গুণ রবে মধুপান করিয়া বেড়াই-তেছে। প্রজাপতি বড় বাবুলোক! একবার এ-ফুলে বসিতেছে, মুহূর্ত্ত পরে সে ফুল ত্যাগ করিয়া অন্য ফুলে যাইতেছে। এইরূপ নানা ফুলে বেড়াইয়া কোনটীই মনোনীত হইতেছে না—দেখিলে

বোধ হয় যেন কোন প্রিয় বস্তুর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে এবং নিরাশ হইয়া ফুলে ফুলে ঘুরিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক কিছুই অন্বেষণ করিতেছে না—মধুকরের ন্যায় কিছুই সঞ্চয় করিতেছে না, কেবল আপনার বাবুগিরিতে আপনিই উন্মত্ত। যুবক তাহার কিছুই দেখিতেছিলেন না, কেবল করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া বসিয়া আছেন, এবং মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন।

যুবকের নাম সুরেন্দ্র, বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর, তিনি কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। মাথার উপরে পুষ্পোদ্যান কাঁপাইয়া পাপিয়া ডাকিয়া গেল। সুরেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন—কি যেন মনে পড়িল,—এক দৃষ্টে সম্মুখস্থ অট্টালিকা পানে চাহিয়া রহিলেন, আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—" কি সরলতাপূর্ণ মুখখানি! কি মধুময় বাক্যগুলি! একাধারে এত গুণ অসম্ভব। এমন অমূল্যরত্ন কোথায় পাইলে জিজ্ঞাসা করাতে, প্রবোধ বাবু বলিলেন —তাঁহার স্বর্গীয় পিতার কোন কর্ম্মচারীর বিধবা স্ত্রী মৃত্যুকালে তাঁহাকে ঐ কন্যারত্ন দিয়া গিয়াছেন। প্রবোধ বাবু সেই অবধি তাহাকে ভগ্নির ন্যায় লালন পালন করিতেছেন, আর উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষাও দিয়াছেন। প্রবোধ বাবু আপনার ভগ্নির ন্যায় লালন পালন করিতেছেন, তবে আমার আশা নাই কেন? সৌভাগ্যক্রমে আমি সে দিন গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, সেই কারণ এই স্বর্ণ-প্রতিমা খানি অকাল-বিসর্জ্জন হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। যখন জল হইতে সেই অজ্ঞান অবস্থায় তুলিলাম, তখনও কি আশ্চর্য্যরূপ! সেরূপ কি এ জীবনে কখন ভুলিতে পারিব? তাহার পর যতবার দেখিয়াছি, তত অধিক

ভাল বাসিয়াছি। আজ তাহার হৃদয় পরীক্ষা করিব—কৈ, এখনও আসিল না কেন ?”

এই সময় এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। বালিকা যদিও এখন সম্পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করে নাই, তত্রাচ এই বয়সেই ইনি বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! যেন উদ্যানের অধিষ্ঠাত্রীদেবী! বালিকার নাম কুসুম। বালিকা ধীরে ধীরে সুরেন্দ্রকে কহিল—“আপনি কি জন্য আমায় এখানে আসিতে বলিয়াছেন? আপনি আমার জীবনরক্ষক; সেদিন আপনি রক্ষা না করিলে আমি গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতাম। সেই জন্যই আপনার আদেশমত এমন নির্জ্জন স্থানে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলাম। অন্য কেহ ডাকিলে আসিতাম না।”

সুরেন্দ্র নীরবে কুসুমের মুখপানে চাহিয়াছিলেন। চাহিয়া চাহিয়া বালিকার সেই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-চক্ষের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিলেন, হঠাৎ কি মনে করিয়া একবার সেই নানা জাতীয় ফুলে সুশোভিত ফুলগাছ গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। আবার তৎক্ষণাৎ সেই দৃষ্টি বালিকার মুখপানে ফিরিল, প্রশ্নের আর কোন উত্তর করা হইল না।

কুসুম আবার বলিল—“আপনি কি জন্য আমায় ডাকিয়াছেন?”

এবার সুরেন্দ্রের চৈতন্য হইল। উত্তর করিলেন—“কুসুম, তোমার নিকট আমার একটী ভিক্ষা আছে।”

কুসুম। আমার নিকট আপনার আবার ভিক্ষা কি? দেখুন এ জীবন আপনি রক্ষা করিয়াছেন, এ জীবন দিলে যদি আপনার কোন উপকার হয়, তাহাতে আমি প্রস্তুত আছি।

সুরেন্দ্র। আমি তোমার জীবন লইতে আসি নাই। নিজের জীবন তোমায় দিয়াছি, তাহা গ্রাহ্য হইল কি না জানিতে আসিয়াছি—এই আমার ভিক্ষা।

কুসুম। আজ আপনি এরূপ কথা বলিতেছেন কেন? আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

সুরেন্দ্র। কুসুম! আজ তোমার নিকট আমার মনের কথা বলিব। আমি আর গোপন করিয়া রাখিতে পারি না। যেদিন তোমায় প্রথম দেখিয়াছি, সেই দিন হইতে তোমায় ভাল বাসিয়াছি। আমি তোমার পবিত্র প্রণয়াকাঙ্ক্ষী।

কুসুম এই কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে লজ্জিতভাবে বলিল—"আপনি সচ্চরিত্র, বিদ্বান আর অতুল ধনের অধিকারী। এরূপ স্বামীলাভ করা স্ত্রীলোকের সৌভাগ্য; কিন্তু আমায় ক্ষমা করুন, আমার নিকট ও কথা আর কখন বলিবেন না।"

কথা শুনিয়া সুরেন্দ্র আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন। চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। পৃথিবী তাহার চক্ষে যেন শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন—"কুসুম, আমার ধন, মান এবং জীবনের সমস্ত সুখ এখন তোমার উপর নির্ভর করিতেছে। ভালবাসিলে ভালবাসিতে হয়, এই ত স্বাভাবিক নিয়ম। আমি তোমায় হৃদয়ের সহিত ভাল বাসি; আর আমার এখনও বিশ্বাস আছে যে তুমিও আমায় হৃদয়ের সহিত ভালবাস, সে বিশ্বাস কি আমার তবে ভ্রম?"

কুসুম উত্তর করিল—"সে বিশ্বাস ভ্রম নয়, আমিও আপনাকে

ভালবাসি। কিন্তু ভগ্নী ভ্রাতাকে যেরূপ ভালবাসে, আমার এ ভালবাসা সেই রূপ।”

সুরেন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন—“তোমার ব্যবহারে আমার হৃদয়ে আশা হইয়াছিল।—আজ আমার তবে সমস্ত আশাই ফুরাইল।”

কুসুম। আমি আপনাকে সেরূপ আশা কিছুই দিই নাই?

সুরেন্দ্র। আশা দাও নাই বা কিরূপে বলি, তুমি আমায় এই মাত্র বলিলে ‘এ জীবন দিলে যদি আপনার কোন উপকার হয়, তাহাতে প্রস্তুত আছি।’ কুসুম, এরূপ কথায় কাহার হৃদয়ে না আশা হয়?

কুসুম ঈষৎ হাসিল. ক্ষুদ্রবুদ্ধি বালিকা সুশিক্ষিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যুবকের প্রণয়োন্মাদ দেখিয়া হাসিল। তাহার পর বলিল— “আমি এখনও তাহা অস্বীকার করি না। কেবল এ জীবন কি? যদি এরূপ শত সহস্র জীবন দিলে আপনার কিছু মাত্র উপকার হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু এ হৃদয় দিতে পারি না, এ হস্ত দিতে পারি না। আর শুনুন—এ হৃদয় আমার নয়, ইহাতে আমার কোন অধিকার নাই।”

সুরেন্দ্র অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। বালিকার মুখে এরূপ কথা শুনিলে কে না আশ্চর্য্য হয়? কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—“বুঝিয়াছি, তুমি অন্য কাহার অনুরাগিণী। কিন্তু সে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে—জানিতে পারি না কি?”

কুসুম। এ জীবনে তাহা কাহার নিকট প্রকাশ করিব না।

সুরেন্দ্র। প্রকাশ করায় ক্ষতি কি?

কুসুম। যাহাকে এ জীবনে পাইব না, তাহার বিষয় প্রকাশ

করিয়া লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইবার আবশ্যক কি? এখন আমি বিদায় হই।

এই বলিয়া কুসুম চলিয়া গেল। সুরেন্দ্র অধিকতর আশ্চর্য্য হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"ভালবাসা কয় প্রকার?"

—*—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রণয়—না বিষ?

" সন্ধ্যা হইল। দেখিতে দেখিতে অনন্ত-বিস্তারিণী নীলবর্ণ আকাশে দুই একটি করিয়া বহুসংখ্যক তারা দেখা দিল। চন্দ্রমাও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইল; কিন্তু আজ চতুর্থীর চন্দ্রমা,—তাহার সে লাবণ্য, সে জ্যোতিঃ আজ নাই। কবিগণ সুন্দরীর মুখের সহিত যে রূপের তুলনা করেন, তাহার সে ভুবন-মোহিনী রূপও আজ নাই। আকাশও মেঘ শূন্য নয়, তাহাতে ছিন্ন ভিন্ন মেঘ সকল বায়ুভরে ভাসিতেছে—চলিতেছে—ছুটিতেছে। ভাসিয়া ভাসিয়া চন্দ্রের এই ক্ষীণ জ্যোতিঃকে একবার আচ্ছন্ন করিতেছে, আবার কি ভাবিয়া ছাড়িয়া দিতেছে, চন্দ্রমাও যেন তাহাতে মুচকিয়া মুচকিয়া হাসিতেছে; মেঘ সকল চলিয়া চলিয়া অন্য মেঘের সহিত দল বাঁধিতেছে; ছুটিয়া ছুটিয়া আবার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে। চন্দ্র মেঘের সহিত কিছুক্ষণ লীলা-খেলা করিয়া নিবিয়া গেল,—সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারময় হইল, সে অন্ধকার গাঢ়, অনন্ত, সর্ব্বাবরণকারী—তাহার শেষ নাই—

সীমা নাই—অন্ত নাই। যে দিকে চাও, সেই দিকে অনন্ত গাঢ় অন্ধকার বিরাজমান।

এই অন্ধকার ভেদ করিয়া ভাগীরথী তীরস্থ প্রশস্ত পথ দিয়া সুরেন্দ্র ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। কোথায় যাইতেছেন—কেন যাইতেছেন, কিছুই স্থির নাই—তিনি নিজেও তাহা জানেন না। কিছু দূর গিয়া এক বিস্তীর্ণ শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় এক অশ্বথ বৃক্ষের তলায় উপবেশন করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

শ্মশানের দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর। স্থানে স্থানে অঙ্গারে অর্দ্ধ-পূরিত চুলী, তাহার চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধদগ্ধ বংশ খণ্ড সকল পড়িয়া রহিয়াছে। অর্দ্ধ ভগ্ন, অল্প ভগ্ন, সছিদ্র, অছিদ্র মৃৎকলস ও কত গড়াগড়ি যাই-তেছে। কোন কোনটার ভিতরে বাতাস প্রবেশ করাতে, প্রেত-যোনির বিকট হাস্যের "হো হো" শব্দের ন্যায় শুনা যাইতেছে, তাহাতে সেই নিস্তব্ধ ভীষণ শ্মশানকে ভীষণতর করিয়া তুলিতেছে। সুরেন্দ্রের হৃদয়ও ইহা অপেক্ষা ভীষণ অন্ধকারময় শ্মশান। এ শ্মশা-নের অন্ধকার নাশ করিতে খদ্যোৎমালা ঝোপে ঝোপে হীরক-খণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছিল; কিন্তু তাঁহার হৃদয় শ্মশানে একটি খদ্যোতও নাই—তাহা গাঢ়তর অন্ধকারে আবৃত।

এই ভয়ঙ্কর প্রেত ভূমিতে আসিয়াও তাঁহার মনে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চার হয় নাই, কারণ তিনি যে এরূপ স্থানে আসিয়াছেন তাহা নিজে জ্ঞাত নহেন। একটী দীর্ঘাকার কৃষ্ণবর্ণ কুকুর আসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তাঁহাকে জীবিত কি মৃত কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুরেন্দ্র অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"প্রণয়—না বিষ!" তৎক্ষণাৎ অতি ভীষণ স্বরে পশ্চাৎ হইতে কে যেন উত্তর করিল—"বিষ!" সেই স্বর শুনিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, কি ভয়ানক স্থানে আসিয়াছেন তখন জানিতে পারিলেন। একবার সেই প্রেত-ভূমিরদিকে চাহিয়া ভয়ে বিস্ময়ে অধীর হইয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে পশ্চাৎদিকে চাহিলেন, কিন্তু যাহা দেখিলেন তাহাতে অধিকতর ভীত হইলেন। দেখিলেন অদূরে একটী দীর্ঘাকার মনুষ্য মূর্ত্তি অন্ধকার ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে!! হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল—"কে তুমি?"

মনুষ্য-মূর্ত্তি উত্তর করিল—"নিরাশপ্রণয়ি! ভয় নাই—শ্মশানে বন্ধু ভিন্ন আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয় না।"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া সুরেন্দ্র কহিলেন—"আপনি কি অন্তর্যামী দেবতা?"

মূর্ত্তি উত্তর করিল—"আমি দেবতা নই! গোপনে তোমাদের সমস্ত কথা শুনিয়াছি।"

কিছুক্ষণ উভয়েই নিরব। তাহার পর মূর্ত্তি গম্ভির স্বরে পুনরায়-বলিতে লাগিল—"যুবক, প্রণয়ের যে কি বিষময় ফল তাহা তুমি জান না। যে প্রণয়-কুহকে পড়িয়া রাবণ সবংশে নিধন হইল, চিতোর চিতায় পরিণত হইল, ট্রয় নগর ভস্মীভূত হইল, এন্‌টনির জীবনের শেষ অঙ্ক অতি শোকাবহ হইল; আর যে প্রণয়-কুহকে পড়িয়া আজ দশবৎসর কাল আত্মীয় স্বজন গৃহ-সম্পত্তি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বনে বনে, শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, তুমি পতঙ্গবৎ সেই প্রণয়-বহ্নিতে ঝাঁপ

দিয়া কেন পুড়িয়া মরিবে? আমার কথা অগ্রাহ্য করিও না। তোমার ন্যায় যুবকের নিকট সমাজ অনেক আশা করে। কার্য্য-ক্ষেত্র ও প্রস্তুত রহিয়াছে, তাহাতে মনোনিবেশ কর। এ জীবনে প্রণয়ের নাম করিও না। প্রণয় নিদ্রিতের স্বপ্ন মাত্র।"

এই সকল কথা শুনিয়া সুরেন্দ্র, অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—"আপনি বন্ধুর ন্যায় উপদেশ দিতেছেন, আপনার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি।"

মনুষ্য-মূর্ত্তি কহিল—"আমার পরিচয় আমি জানি না,—সকলে আমায় "রমা পাগল" বলিয়া ডাকিয়া থাকে।"

সুরেন্দ্র বুঝিলেন যে ইনি প্রণয়ে নিরাশ হইয়া এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি এই রাত্রে শ্মশানে কেন? আর আমিও যে কি প্রকারে এখানে আসিল স্মরণ হইতেছে না।"

রমা উত্তর করিল—"শ্মশানে আসিলে আমার মন বড় ভাল থাকে, পাগলামী কিছুই থাকে না, তাই আজ বৈকালে এই দিকে আসিতেছিলাম, পথের নিকটবর্ত্তী এক উদ্যানে তোমাকে আর এক যুবতী স্ত্রীলোককে কথোপকথন করিতে দেখিয়া গোপনে তোমাদের সমস্ত কথা শুনিয়াছি এবং তোমার মঙ্গলের জন্য সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছি। তুমি প্রণয়ে নিরাশ হইয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়াছিলে, সেই কারণ কিরূপে আসিলে স্মরণ নাই।"

সুরেন্দ্র। আপনি আমাদের সমস্ত কথা শুনিয়াছেন, আপনি বলিতে পারেন, প্রণয়ের গতি এরূপ বিচিত্র কেন? এক জন একজনকে ভাল বাসিলে সে তাহার প্রতিদান না পাইয়া অন্যে পায় কেন?

ঈষৎ হাস্য করিয়া পাগল বলিল—"ঐ যে ভাগীরথী কুল কল শব্দে বহিয়া যাইতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, যে আরব্য সাগরের সহিত মিলিত না হইয়া বঙ্গ সাগরের সহিত মিলিত হইল কেন?"

সুরেন্দ্র। আপনার উত্তর কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

রমা। প্রণয়ের গতি নদীর স্রোতের ন্যায়, সে গতি কেহ রোধ করিতে পারে না। নদী যেমন কোন বাধা না মানিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট সাগরের সহিত মিলিত হয়; প্রণয়ণীর প্রণয়ও সেইরূপ সকল বাধা অতিক্রম করিয়া অবশেষে তাহার নির্দ্দিষ্ট প্রণয় পাত্রের সহিত মিলিত হয়।

সুরেন্দ্র। আপনার কথা এখন বুঝিলাম। কিন্তু যাহাকে একবার হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিয়াছি তাহাকে ভুলিব কি প্রকারে জানি না। আপনি কি প্রকারে আপনার প্রণয়িণীকে ভুলিয়াছেন বলিতে পারেন?

যুবকের এই প্রশ্ন শুনিয়া রমার চক্ষে জল আসিল। উন্মত্ততার সহিত বিকট স্বরে বলিল— কি? ভুলিয়াছি! কাহাকে ভুলিয়াছি? জগতের সমস্ত প্রিয় বস্তু একে একে ভুলিতে পারি, আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিতে পারি, কিন্তু সে প্রণয়ের এক বিন্দুও ভুলিতে পারি না, ইচ্ছা থাকিলেও ভুলিতে আমার ক্ষমতা নাই। যে পাষাণ হৃদয়ে সে মূর্ত্তি একবার খোদিত হইয়াছে—সে হৃদয় চূর্ণ না হইলে, সে মূর্ত্তি ভুলিতে পারিব না।"

সুরেন্দ্র। আপনি ভুলিতে পারেন নাই, তবে অন্যকে ভুলিতে উপদেশ দেন কেন!

রমা। ভুলিতে পারি নাই বলিয়াই আজ আমার এই দশা

রমেশবাবু আজ সেই জন্য রমা পাগল! সুশোভিত অট্টালিকার, পরিবর্ত্তে শ্মশান আজ তাহার শয়ন মন্দির।—পাগল আরো কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ যেন সে সকল কথা সামলাইয়া লইয়া বলিল—"যুবক! আমার অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় তাহা তোমায় আর কি বলিব? এখানে আসিয়া আমি এখন প্রকৃতিস্থ আছি। কিন্তু সময়ে সময়ে আমার উন্মত্ততা এত বৃদ্ধি হয় যে, আমি জ্ঞান শূন্য হইয়া যাই। আমার কথা শুন, প্রণয় বিস্মৃত হও, শ্মশানে থাকিবার আর প্রয়োজন নাই; আমার সঙ্গে এস, আমি তোমায় গৃহে রাখিয়া আসিব।"

এই বলিয়া রমা সুরেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া চলিল। সুরেন্দ্র কোন কথা কহিতে পারিলেন না, অগত্যা তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

—•—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ে আত্ম বিসর্জ্জন।

একটী নিভৃত গৃহে এক জন যুবক পাঠে নিমগ্ন রহিয়াছেন। অদূরেই একটী বালিকা বসিয়া কারপেট বুনিতেছে। যুবকের বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর, কিন্তু দেখিলে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বলিয়া বোধ হয়। যুবকের নাম প্রবোধচন্দ্র, আর বালিকা আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিতা কুসুম। ইহাঁরা যে গৃহে বসিয়া আছেন, সে গৃহটী উত্তমরূপে সুসজ্জিত। ইহা প্রবোধচন্দ্রের শয়ন গৃহ।

কুসুমের কারপেট বোনা হইতেছে না,—কোথায় ফাঁস তুলিতে কোথায় তুলিতেছে। মধ্যে মধ্যে সতর্কভাবে সতৃষ্ণনয়নে প্রবোধের-

দিকে চাহিতেছে—চক্ষু ফিরিতেছে না, তথাপি বলপূর্ব্বক ফিরাইয়া আবার কারপেট বুনিতে চেষ্টা করিতেছে। হৃদয়ে কত প্রকার ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হইয়া ঘাত-প্রতিঘাত হইতেছে, আবার ধীরে ধীরে তাহাদের বেগ মন্দীভূত হইয়া হৃদয় মধ্যেই লীন হইতেছে। অনেকক্ষণ পরে প্রবোধের পাঠ সমাপ্ত হইল,—তিনি মস্তক তুলিলেন। কুসুম তখন তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল, এক্ষণে অপ্রস্তুত হইয়া নিজ কার্য্যে ব্যস্ত হইল। এক জনকে কেবল চক্ষে দেখিলে মনে কি আনন্দ হয় জানি না, কিন্তু প্রবোধকে তাঁহার অজ্ঞাতে দেখিয়া কুসুম অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। হঠাৎ সে সুখে ব্যাঘাত হইল দেখিয়া মনে মনে ক্ষুণ্ণা হইল। প্রবোধ তাহার মনের সে ভাব কিছুই জানিতে পারিলেন না। তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"কুসুম, তুমি পূর্ব্বের ন্যায় আমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহ না কেন? আমার নিকট এখন আর তুমি পড়িতে ভালবাস না। আমি কি তোমায় কোন মন্দ কথা বলিয়াছি? সেই জন্যই কি তুমি আমার উপর অভিমান করিয়াছ—না, অন্য কোন কারণ আছে?"

কুসুম প্রবোধের স্নেহপূর্ণ বাক্য শুনিয়া মোহিতা হইল, কি উত্তর দিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। প্রবোধ পুনরায় বলিলেন,—'যদি অজ্ঞাতে কোন দোষ করিয়া থাকি—"

হঠাৎ সে কথায় বাধা দিয়া কুসুম বলিল—"আপনার দোষের মধ্যে আপনি এক জন নিরাশ্রয়া বালিকাকে আশ্রয় দান করিয়াছেন।"

প্রবোধ। আমি তোমায় পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি যে, তুমি আমার কাছে ও কথা কখনও মুখে আনিও না। তুমি

কি জান না যে, তুমি আমার স্নেহময়ী ভগ্নী। আমি সরমা আর তোমকে একই চক্ষে দেখি।

মুহূর্ত্ত মধ্যে কুসুমের কি যেন হঠাৎ স্মরণ হইয়া সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। হস্তস্থিত কারপেট ভূমিতে পড়িয়া গেল। মুখ বিবর্ণ হইল। প্রাণের ভিতর একটা অবর্ণনীয় যন্ত্রণা অনুভব হইতে লাগিল। কিন্তু বালিকা হৃদয়কে অস্থির হইতে দিল না, ধীরে ধীরে আপনার হৃদয়ের বেগ স্থির করিল। বালিকার ক্ষমতা অসাধারণ! তখনি সহাস্য বদনে বলিল—"আপনার স্নেহ ও দয়া এ জন্মে কখন ভুলিতে পারিব না।"

প্রবোধ আত্ম-প্রশংসা শুনিতে ভাল বাসিতেন না। কিন্তু এ পৃথিবীতে আরএকজন ছিল, যাহার প্রশংসা শুনিলে প্রবোধ অসীম আনন্দ উপভোগ করিতেন। কুসুমের মুখে তাহার প্রশংসা শুনিবার জন্য প্রবোধ এখন তাহার কথাই পাড়িল। বলিলেন—"তুমি যে, সে দিন বিরাজকে দেখিতে গিয়াছিলে, তাহার সহিত তোমার কি কথা হইয়াছিল, কুসুম?"

কুসুম। আমি যতক্ষণ ছিলাম কেবল আপনার কথাই হইয়াছিল।

প্রবোধ। আমার কথা?

কুসুম। হাঁ—আপনার অশেষ গুণের কথা।

প্রবোধ। আমার গুণের কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি না. যাহাকে দেখিতে গিয়াছিলে, তাহার কোন গুণ আছে দেখিলে কি?

কুসুম। তিনিও অশেষ গুণে গুণবতী। আমি সে গুণের পরিচয় কিরূপে দিব? তবে এই মাত্র বলিতে

পারি যে বিরাজমোহিনী প্রবোধচন্দ্রের উপযুক্ত পাত্রী বটে।

প্রবোধ। আজ আর তবে তোমার নিকট কোন কথা গোপন করিবনা। আমি বিরাজকে ভালবাসি। যখন বিরাজ আমাদের বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িত, আমি সেই সময় বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান এবং বালিকাগণের পরীক্ষা করিতাম। সেই সময়েই আমি সেই ক্ষুদ্র বালিকার রূপে ও গুণে মোহিত হইয়াছিলাম। আমাদের বিবাহের কথাও উত্থাপন হইয়াছিল, কিন্তু অনাথা বিধবার কন্যার সহিত পিতা আমার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন না। পিতার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে আমিও সাহসী ছিলাম না। এখন আমার পিতা নাই, আমি ইচ্ছা করিলেই বিবাহ করিতে পারি। কিন্তু বিরাজ এখন আর ক্ষুদ্র বালিকা নয়, সে এ বিবাহে সুখী হইবে কি না—না জানিয়া আমি বিবাহ করিতে পারি না। কুসুম, তুমি চেষ্টা করিলে বোধ হয়, তাহার মনের কথা জানিতে পার, আর তুমি ভিন্ন একার্য্যে আমার কাহাকেও বিশ্বাস হয় না।

কুসুম প্রবোধের সমস্ত কথা স্থির হইয়া শুনিল। আবার হৃদয়ে কিসের তরঙ্গ উঠিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পুনরায় সে হৃদয় স্থির হইল। মনে মনে একবার কি ভাবিল। তাহার পর বলিল—"আপনি বিরাজমোহিনীকে কিরূপ ভালবাসেন জানিতে পারিলে আমি এই কার্য্যের ভার লইতে পারি।"

প্রবোধ বালিকার মুখের দিকে একবার চাহিল, তৎক্ষণাৎ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—"তুমি বালিকা, সে ভালবাসা কিরূপে বুঝিবে?

কুসুম মস্তক নত করিয়া বলিল—"কেন আমি কি আপনাকে ভালবাসি না?" কথা কয়েকটী উচ্চারণ করিতে কুসুমের হৃদয় একবার কাঁপিয়া উঠিল।

প্রবোধ পুনরায় ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—"তুমিও আমায় ভালবাস সত্য, কিন্তু আমি যে ভালবাসার কথা বলিতেছি, তাহা তুমি হৃদয়ে ধারণাও করিতে পার না।"

কথা কয়েকটী কুসুমের হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে স্পর্শ করিল। প্রবোধের অজ্ঞাতসারে দুই বিন্দু অশ্রু কুসুমের গণ্ডস্থল গড়াইয়া পড়িল। প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন কাহাকে বলে এই বয়সেই বালিকা তাহা জানিত। কুসুম মনে মনে কি একটী প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রকাশ্যে বলিল—"আমি অদ্যই সন্ধ্যার সময় এই উদ্দেশে বিরাজের নিকট যাইব।"

প্রবোধ কুসুমের কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইল। প্রবোধ সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ন্যায়, দর্শন সমস্তই পড়িয়াছিল; কিন্তু রমণী হৃদয় কখনও পাঠ করে নাই!

তাহার পর কি ভাবিয়া কুসুম তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে উঠিয়া গৃহান্তরে চলিল। যাইবার সময় পুনরায় কোথা হইতে তাহার চক্ষে অশ্রুজল দেখা দিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে অশ্রু মোচন করিয়া কুসুম মনে মনে ভাবিয়া স্থির করিল যে, এই তাহার শেষ অশ্রু বিমোচন, ইহার পর এই কারণে যদি তাহাকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হয়, তবে তাহার পূর্ব্বে সে আপনার জীবন বিসর্জ্জন করিবে।

—•—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দানপত্র।

কুসুম গৃহান্তরে আসিবামাত্র একজন পরিচারিকা তাহার হস্তে একখানি পত্র দিয়া চলিয়া গেল। কুসুম কোন অপরিচিতের হস্তাক্ষরে শিরোনামায় তাহার নাম লিখিত দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কে তাহাকে এই পত্র লিখিল এবং এই পত্রের মধ্যেই বা কি লেখা আছে কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। পরিচারিকা তথায় ছিল না। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে পত্রখানি খুলিল। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল—

কুসুম, সে দিবস তোমার নিকট আমার হৃদয়ের কথা প্রকাশ করিয়া তোমার সরল মনে বড় ব্যথা দিয়াছি; আজ সেই অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনার নিমিত্ত আমি উপস্থিত। গত এক মাস কাল হৃদয়ের সহিত যে কত যুদ্ধ করিয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি, তাহা আর তোমার জানিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু ক্ষত বিক্ষত হইয়াও যে জয়ী হইয়াছি, শুনিলে তুমি আহ্লাদিতা হইবে। এখন আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এখন হইতে আমিও তোমায় ভগ্নীভাবে দেখিব। আর তোমার নিকট আমার একটি অনুরোধ আছে—তুমি আমার সহিত কথা কহিতে লজ্জা করিও না। ভগ্নী যেমন ভ্রাতার নিকট অনায়াসে কথা কহিতে পারে, তুমিও সেইরূপ আমার সহিত কথা কহিলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব। ঈশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া বলিতেছি—আমার মনে অন্য কোনরূপ কু-অভিপ্রায় নাই

তোমার কোনরূপ কষ্ট হইলে আমায় জানাইও, আমার জীবন দিয়াও যদি তোমায় সুখী করিতে পারি, আমার সে মরণেও সুখ আছে। তোমাকে যদি কখন সুখী করিতে পারি, তবে আমিও সুখী হইব, নচেৎ এ হতভাগার অদৃষ্টে সুখ নাই। তুমি আমার নিকট তোমার কোন কথা গোপন করিও না। তুমি কাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী জানিতে পারিলে আমি তোমাদের উভয়ের বিবাহ দিবার প্রতিজ্ঞা করিলাম। অনাথিনী বলিয়া তোমায় বিবাহ করিতে কেহ অস্বীকার করিবে না; কারণ আজ হইতে আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমার হইল। এই পত্রের মধ্যে দান পত্রখানি পাঠাইয়া দিলাম, যত্ন করিয়া রাখিও। আমায় সংবাদ দিলেই তাহা রেজেষ্টারি করিয়া দিব। আমিও তোমার নিকট আমার কোন কথা গোপন করিব না। এখন হইতে যত কাল বাঁচিব, আমার এ জীবন পরোপকারের জন্য উৎসর্গ করিয়াছি;—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কখন বিবাহ করিব না। বিবাহ যদি না করিলাম—সংসারী যদি না হইলাম, তবে এই সম্পত্তি লইয়া কি করিব? অর্থ থাকিলে ভোগাভিলাষ দিন দিন বৃদ্ধি হয়—দেশের কোন হিতকর কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারা যায় না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া যে দেশের কোন হিতকর কার্য্য করিতে না পারিল, তাহার জন্মই বৃথা। কোন সৎকর্ম্ম করিলে যে বিপুল আনন্দ উপভোগ করা যায়, স্বার্থের জন্য ভোগাভিলাষ চরিতার্থ করিয়া তাহার শতাংশের এক অংশও লাভ করিতে পারা যায় না। সেই বিপুল আনন্দ উপভোগের কণ্টকোদ্ধার করিবার নিমিত্ত আমি তোমার হস্তে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া সুখী হইলাম। আর আমি ভোগ করিলে

যে সন্তোষ লাভ করিতাম তোমায় দান করিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক সন্তোষ লাভ করিব, সুতরাং তুমি এই দানপত্র গ্রহণ না করিলে মনে বড় ব্যথা পাইব। আমার নিজের ভরণপোষণের জন্য কিছু না রাখিয়া যে তোমায় সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া দিলাম, তাহার কারণ এই যে আমি যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে জগদীশ্বর আমার সহায় হইবেন। আমায় তাহার জন্য কোন চিন্তা করিতে হইবে না। আবার বলিতেছি, তুমি কাহার অনুগামিনী আমায় জানাইতে লজ্জা করিও না। তিনি যেই হউন,—তোমার ন্যায় অমূল্য রত্ন ও আমার এই সমস্ত সম্পত্তি লাভ করিতে কখনই অস্বীকার করিবেন না।" আমি তোমাদের উভয়ের বিবাহ দিব, এবং উভয়কে সুখী দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিব।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
ভ্রাতা
সুরেন্দ্রনাথ।

কুসুম ধীরে ধীরে পত্রখানির সমস্ত পাঠ করিয়া বিস্ময়ে, আহ্লাদে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল; প্রথমে মনে মনে সুরেন্দ্রকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার উদ্দেশে বলিল—"ভাই সুরেন্দ্র! তুমি মনুষ্য নও, নিশ্চয় কোন দেবপুরুষ হইবে; কারণ এরূপ উদার মন মনুষ্য মধ্যে অসম্ভব এবং দেবতাদের মধ্যেও দুর্লভ।" পরে দেখিল যে, সত্যই একখানি দানপত্র পত্রের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে। ধীরে ধীরে দানপত্র খানি পড়িতে আরম্ভ করিল। সেখানা এই মর্ম্মে লিখিত—"আমার সমস্ত পৈত্রিক এবং স্বোপার্জ্জিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি স্বইচ্ছায় এবং সুস্থ শরীরে

শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবীকে দান করিলাম; আমি কিম্বা আমার উত্তরাধিকারীগণের তাহাতে কোন দাবি রহিল না।"
দানপত্রখানি পাঠ করিয়া কি জানি কেন কুসুমের অধরপ্রান্তে বিদ্যুতের ন্যায় ঈষৎ হাসি দেখা দিল। কুসুম তৎক্ষণাৎ অগ্নি জ্বালিয়া কি জানি কি ভাবিয়া দান পত্রখানি ভস্মীভূত করিল। পরে কাগজ কলম ইত্যাদি লইয়া পত্রের উত্তর লিখিতে বসিল। উত্তর এইরূপ লেখা হইল—

মহাত্মন্,

আপনার পত্র পড়িয়া আহ্লাদিত ও দুঃখিত হইলাম। আহ্লাদের কারণ আপনার ন্যায় ভ্রাতৃলাভ এবং দুঃখের কারণ আপনার সংসারে বিরাগ। আপনার পত্রের প্রথমাংশ পাঠ করিয়া যেরূপ আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইয়াছিলাম, শেষ অংশ পড়িয়া ততোধিক বিষাদ সাগরে মগ্ন হইয়াছি। আপনি অতুল ধনের অধিকারী—এই অল্প বয়সে সে সমস্ত পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। আপনি আপনার পিতার একমাত্র পুত্র, সুতরাং বিবাহ না করিলে আপনার স্বর্গীয় পিতার বংশলোপ হইবার সম্ভাবনা। বিবাহ করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়া ভাল করেন নাই। আপনার হৃদয়ের যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আমি তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছি। আপনার ন্যায় সরলস্বভাব ব্যক্তির উপর কি কখন অবিশ্বাস হইতে পারে? প্রবঞ্চনা, মিথ্যা কথা কি আপনার ন্যায় নির্ম্মল হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে?

আপনি আমার বিবাহ দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; কিন্তু শুনিলে দুঃখিত হইবেন যে বিবাহ আমার অদৃষ্টে বিধাতা লেখেন

নাই—আপনি কেন বৃথা চেষ্টা করিবেন ? আমায় সুখী করিবার জন্য আপনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, কিন্তু শুনিলে দুঃখিত হইবেন যে সার্দ্ধতিনহস্ত-পরিমিত-ভূমি-খণ্ডোপরি জ্বলন্তচিতায় শয়ন না করিলে আমার অদৃষ্টে সুখ নাই। আমায় অনাথিনী ভাবিয়া আপনার সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া দিয়া আপনার উদার মনের পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু আপনি যখন পরোপকার-ব্রত ধারণ করিয়াছেন, তখন অর্থ না থাকিলে যথার্থ পরোপকার কি প্রকারে করিবেন ? আর আপনার এই বিপুল অর্থ লইয়া আমিই বা কি করিব ? আমার কোন অর্থের প্রয়োজন না থাকায় আমি আপনার দানপত্রখানি অগ্নিতে ভস্মসাৎ করিয়াছি, ভরসা করি, আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

আপনার স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী—

ভগ্নী

কুসুমকুমারী।

পুঃ। বিশেষ অনুরোধ, এই সমস্ত কথা গোপন রাখিবেন।

পত্র লেখা শেষ হইলে কুসুম পত্রখানি তৎক্ষণাৎ [illegible] ঠিকানায় পাঠাইয়া দিল। তাহার পর সেইদিন সন্ধ্যার সময় বিরাজ-মোহিনীকে দেখিতে যাইতেও তাহার ভুল হয় নাই। বিরাজ-মোহিনীর সেই গ্রামেই বাস, কুসুম যাইবার সময় কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইল না।

—৪—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিরাজ-মোহিনী কে?

সন্ধ্যার নীল আকাশে দুই একটী করিয়া বহুসংখ্যক তারা ফুটিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে তাহাদের মধ্যে সৌন্দর্য্য-গর্ব্বিতা সুন্দরী বঙ্গমহিলার ন্যায় ক্ষীণপ্রভা-তারাদলকে দেখিয়া ঘৃণা-সূচক হাসি হাসিতে পূর্ণিমার পূর্ণশশী আপনার রূপের আলো ছড়াইতে বসিল। পৃথিবীও সেই আলোয় যেন হাসিতে লাগিল। আজ পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাময়ী রজনী—হঠাৎ দিন বলিয়া ভ্রম হয়। কাক প্রভৃতি পক্ষিগণ নিশাচর পক্ষীর সহিত মিলিয়া মনের আনন্দে কলরব করিতে করিতে আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে। সন্ধ্যা-সমীরণের মৃদু মৃদু সঞ্চালনে বৃক্ষের পত্রসকল পট্ পট্ করিয়া পড়িতেছে। ক্ষুদ্র ফুলগাছের ফুলসহিত ক্ষুদ্র শাখা গুলি যেন হাসিয়া হাসিয়া ভূমিতে ঢলিয়া পড়িতেছে। ভাগীরথীর জল, তর তর বেগে ছুটিতেছে। রসিক সন্ধ্যাসমীরণ রহিয়া রহিয়া ভাগীরথীতীরস্থ সোপানোপরি উপবিষ্টা কোন সুন্দরী বালিকার কখন অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছে, কখন তাহার কেশরাশি সরাইয়া তাহার সুন্দর মুখখানি দেখিতেছে—পাছে অন্য কেহ দেখিতে পায় ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ আবার তাহাকে কেশরাশি দ্বারা ঢাকিতেছে, —যেন ছিন্ন ভিন্ন মেঘের মধ্যে পূর্ণিমার শশধর লুকোচুরি খেলিতেছে।

ভাগীরথী বক্ষে অসংখ্য পোত পালভরে ছুটিতেছে। নাবি-কেরা "পতিতপাবনী ওমা গঙ্গে গো—" বলিয়া সারিগান ধরি-য়াছে। বালিকা কখন সেই সকল নৌকা দেখিতেছে,—নাবিকের

সারিগান শুনিতেছে, আবার কখন অন্যমনস্ক হইয়া সেই পূর্ণ শশধর পানে একদৃষ্টে চাহিতেছে, যেন দেখিয়া আশা মেটে না। রমণী যে ঘাটে বসিয়া রহিয়াছে,সেই ঘাটের উপরেই একটি উদ্যান। ঘাট হইতে উদ্যানের মধ্য দিয়া প্রশস্ত পথ বাগানের অপরাংশের প্রবেশদ্বার সহিত মিলিত হইয়াছে, পথের দুই ধারে দেশীয় বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলগাছগুলি নানাবর্ণের ফুলে সুশোভিত রহিয়াছে,তাহার পর অপেক্ষাকৃত বড় বড় ফুলগাছশ্রেণী সাজান রহিয়াছে, ইহা শেষ হইলেই দুই দিকে দুইটী অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত রাস্তা। রাস্তার উভয় পার্শ্বে নানাবিধ ফুলের গাছ, তাহাও ক্ষুদ্র বৃক্ষের সারির পর অপেক্ষাকৃত বড় বৃক্ষের সারি এই নিয়মানুসারে সুন্দররূপে সাজান রহিয়াছে। চারি ধারে বড় বড় নারিকেল ও তালগাছ সকল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উদ্যানটি দেখিলেই যেন কোন চিত্রকর আপনার অসাধারণ চিত্র নৈপুণ্য দেখাইবার নিমিত্ত একটী উদ্যানের চিত্র চিত্রিত করিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, নাবিকেরা দাঁড় ছাড়িয়া যে যাহার রন্ধনে ব্যস্ত হইল। সমস্ত পৃথিবী যেন নিস্তব্ধ, বালিকা তখনও সেই খানে বসিয়া রহিয়াছে। ঘাট ও সোপানগুলি সুন্দর শ্বেতপাথরে নির্ম্মিত, তাহাতে চন্দ্রের জ্যোৎস্না পড়িয়া এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। তাহার মধ্যে বালিকার রূপের শোভা কতটুকু ছিল, তাহা আমরা ঠিক পরিমাণ করিতে পারি নাই, কিন্তু শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, বালিকা তথায় না থাকিলে কেবল চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় ঘাটের তত শোভা হইত না। বালিকার এখন যৌবনে পদার্পণ করিতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর। এই অল্প বয়সেই রূপ যেন আর শরীরে ধরে না। মুখখানি দেখিলেই সারল্যের আবাসভূমি বলিয়া বোধ হয়। সংসার কাহাকে বলে বালিকা আজও জানে না। অল্পবয়সে পিতৃহীনা বলিয়া বিধবা মাতা অতি যত্নে লালন পালন করিয়াছেন। শৈশবাবস্থা হইতে ফুল বড় ভাল বাসিত বলিয়া এই উদ্যান বহুবিধ ফুলগাছে সুশোভিত হইয়াছে। দাসদাসী কেহ না থাকিলেও বালিকা স্বয়ং তাহাদের জল সেচন করিত এবং ভাই কিম্বা ভগ্নী না থাকিলেও ফুলগাছ গুলিকে ভাইভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিতে বালিকা জানিত। সর্ব্বদাই ফুল লইয়া খেলা করিত, কখন মালা গাঁথিয়া নিজের গলায় পরিত, কখন বা একটী একটী করিয়া গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিত।

বিরাজমোহিনীর যখন মাত্র তিন বৎসর বয়স তখন তাঁহার পিতা শশিভূষণের মৃত্যু হয়। শশিভূষণের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে কোন আত্মীয়ের সহিত মকর্দ্দমা করিয়া তিনি সর্ব্বস্বান্ত হন। সুতরাং মৃত্যুকালে এমন কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, যাহাতে বিধবা স্ত্রী এবং কন্যার লালন পালন হয়। বিরাজের জননীর কতকগুলিন অলঙ্কার মাত্র ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া বিধবা কোন প্রকারে নিজের ও কন্যার লালন পালন করিতে লাগিল, আর তাঁহার এক ভগ্নীও সময়ে সময়ে তাহাকে বিশেষ সাহায্য করিতেন। বিধবা স্বামীর ভদ্রাসন বাটী আর তৎসংলগ্ন এই উদ্যান ব্যতীত আর কিছুরই উত্তরাধিকারিণী হয় নাই। অনেকেই এই সুন্দর উদ্যান বিক্রয় করিতে বিধবাকে পরামর্শ দিয়াছিল, কিন্তু কন্যার মুখ চাহিয়া বিধবা তাহাতে সম্মত হন নাই।

বিরাজ শৈশবাবস্থা হইতেই অতি ধীর ও শান্ত ছিল, কোন বালক বালিকার সহিত এপর্য্যন্ত বিরাজের কখন কোন কলহ হয় নাই। কেহ কখন তাহার মুখে উচ্চকথা শোনে নাই। পঞ্চম বৎসরের বালিকা অন্য খেলা না করিয়া ক্ষুদ্র কলসী কক্ষে গঙ্গা হইতে জল আনিয়া উদ্যানের বৃক্ষে বৃক্ষে জল সেচন করিয়া বেড়াইত। কোন বৃক্ষের ফল বা ফুল হইতে দেখিলে বালিকার আর আহ্লাদের সীমা থাকিত না। শকুন্তলার ন্যায় যদিও বালিকা মাধবীলতার সহিত সহকারতরুর বিবাহ দিতে জানিত না, কিন্তু বালিকা এই উদ্যানের অনেক বৃক্ষলতাকে ভাই ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিতে জানিত, অনেক সময় সে ক্ষুদ্র হৃদয় তাহার স্বহস্তে বর্দ্ধিত গাছগুলির ফুল বা ফল হইতে দেখিলে আহ্লাদে উথলিয়া উঠিত। এ পৃথিবীতে একজন ছিল, যাহাকে এই সকল ফুল ও ফল দেখাইবার জন্য বালিকা বড়ই ব্যগ্র হইত। সে আর কেহ নহে—আমাদের প্রবোধচন্দ্র। প্রবোধ অনেক সময়ে বায়ু সেবন উদ্দেশে এই উদ্যানে বেড়াইতে আসিতেন, অনেক সময় এই উদ্যানের ফুল ও ফলের প্রশংসা করিয়া বালিকাকে অপার আনন্দসাগরে ভাসাইত। একদিন দ্বাদশ বৎসরের বালিকা এই উদ্যানে বাছিয়া বাছিয়া বড় বড় গোলাপ, বেল, যুঁই, প্রভৃতি ফুল তুলিয়া প্রবোধকে দিতেছে, সেই সময় প্রবোধ তাঁহার হৃদয়ের কোন গোপনীয় কথা বালিকাকে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল, বালিকার আর ফুল তুলিয়া দেওয়া হইল না, হাতের ফুল হাতেই রহিল, বালিকা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পালাইয়া গেল।

এই ঘটনার দুইদিবস পরে প্রবোধ পুনরায় এই উদ্যানে বেড়াইতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার আসিবার সংবাদ পাইয়া

বালিকা আর পূর্ব্বের ন্যায় ফুল তুলিয়া দিতে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসে নাই। তাহার পর এপর্য্যন্ত আজ প্রায় একবৎসর হইল, প্রবোধও আর এই উদ্যানে বেড়াইতে আসিত না। এই এক বৎসর কাল বালিকার হৃদয়েরও অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, এখন কোন সুন্দর ফুল দেখিলে বালিকা আহ্লাদিত না হইয়া বরং অন্যমনস্ক হইত, এবং কখন কখন কি জানি কেন দুই এক বিন্দু অশ্রুজল তাহার গণ্ডস্থল গড়াইয়া পড়িত। বালিকা একটা কিসের অভাব বুঝিত, কিন্তু কি করিলে সে অভাব মোচন হয়, তাহা বুঝিতে পারিত না। অনেক সময় নির্জ্জনে থাকিতে ভাল বাসিত। যে দিন কুসুমের সহিত বালিকার অনেক কথা হইয়াছিল, সেইদিন হইতে বালিকা বড়ই অন্যমনস্ক। সেইদিন বালিকা আপনার অভাব বুঝিতে পারিয়াছিল। আজ সেইজন্য সন্ধ্যা অতীত হইলেও বালিকা ভাগীরথী তীরে বসিয়া রহিয়াছে।

অধিকক্ষণ বিরাজকে এই অবস্থায় বসিয়া থাকিতে হইল না। অকস্মাৎ কে একজন আসিয়া পশ্চাৎ হইতে বিরাজের গাত্রস্পর্শ করিল, বিরাজ চমকিয়া উঠিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, কিন্তু আগন্তুককে দেখিয়া ভীতা না হইয়া বরং আহ্লাদিতা হইল। তাহার পর তাহাকে বিশেষ যত্নের সহিত সঙ্গে করিয়া গৃহে লইয়া চলিল। উদ্যান পার হইয়াই এক পুরাতন ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহে উভয়ে প্রবেশ করিল। উভয়ে এক শয্যায় সে রাত্রি যাপন করিল। আগন্তুক অন্য কেহ নহে—সে কুসুম। পরদিন কি হইল তাহা পরে বলিতেছি।

—•—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রণয় পরীক্ষা।

বেলা পাঁচটা বাজিয়াছে। সূর্য্যদেবের সে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ আর নাই, তাহার কিরণের তেজ এখন হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। পক্ষীগণ যাহারা এতক্ষণ নীরব হইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে তাহাদেরও কণ্ঠরব শুনা যাইতেছে। স্ত্রীলোকেরা দলে দলে জল আনিতে চলিয়াছে। প্রৌঢ়ারা যাইতে যাইতে কেহ প্রতিবেশীনীর নিন্দা করিতেছে, কেহ বা আপনার সন্তানের সুখ্যাতি করিতেছে। নবীনা রসবতীরা রসের হাসি হাসিতে হাসিতে পূর্ব্বরাত্রে পতির সহিত যে রসের কথা হইয়াছিল তাহা সমবয়স্কা নবীনা যুবতীর কানে কানে নানারূপ অলঙ্কার সহিত আহ্লাদে ঢালিয়া দিয়া তাহার গায়-ঢলিয়া পড়িতেছে। দুই একটী কুকুর সে সকল সহ্য করিতে না পারিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাহাদের পশ্চাতে চলিয়াছে।

এমন সময় কোন ছাদের উপর একটি বালিকা বসিয়া একদৃষ্টে সেই সকল দেখিতেছিল। দেখিয়া বোধ হয় বালিকা যেন কোন গুরুতর চিন্তা হইতে মনকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য রাস্তার ঐ সকল ঘটনা দেখিতে চেষ্টা করিতেছিল। বালিকা আমাদের কুসুম, প্রবোধের অনুরোধে বিরাজের নিকট আসিয়াছে। কিন্তু এখানে আসিয়া অবধি মনে সুখ নাই, কারণ যে মুখখানি দেখিয়া কুসুম সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারিত, প্রবোধের সেই মুখখানি আজ আর দেখিতে পাইতেছে না। কুসুম জানিত যে, প্রবোধ তাহার হইবে না, কুসুম জানিত সে আশা তাহার পক্ষে দুরাশা মাত্র। কুসুম জানিত যে প্রবোধ তাহার সে ভালবাসার প্রতিদান করে

না, কিন্তু তবুও কেন সে মুখখানি দেখিলে এত আহ্লাদ হয় তাহা বুঝিতে পারিত না। কুসুম এক একবার ভাবিত এখানে আসিয়া আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিতেছে. আবার তখনি সে ভাব হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিয়া মনে মনে ভাবিত—"প্রবোধের সুখেই আমার সুখ। তিনি যাহাতে সুখী হন, তাহাতে আমার অনিষ্ট হইলেও আমি তাহা করিব। যেমন করিয়া পারি প্রবোধের সহিত বিরাজের বিবাহ দিব। যদি ইহাতে আমার মনে কষ্ট হয়, তাহা হইলে আমি প্রবোধকে ভালবাসি কৈ? প্রবোধকে ভালবাসিয়াই আমার সুখ, যতদিন বাঁচিব, প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিব। তিনি ও আমায় ভাল বাসেন সত্য, কিন্তু কেন সে ভালবাসায় মন তৃপ্তি হয় না তাহা জানি না।"

এখানে আসিয়া বিরাজের সহিত একরাত্রি বাস করিয়া তাহার মনের ভাব কুসুমের জানিতে বাকি ছিল না। প্রবোধের প্রতি বিরাজের ভালবাসা যে প্রগাঢ়, তাহা কুসুম তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিল। অতি প্রত্যুষেই এই মর্ম্মে একখানি পত্রও প্রবোধকে লিখিয়া পাঠান হইয়াছিল। বিরাজ কুসুমের নিকট প্রবোধের কথা শুনিতে বড়ই ভালবাসিত। কুসুম প্রবোধের নিকট হইতে আসিয়াছে বলিয়া তাহাকে বড় যত্ন করিতে লাগিল—পূর্ব্বের ন্যায় এখন বিরাজ আর অধিকক্ষণ অন্যমনস্ক থাকিত না। কুসুম এই সকল চিহ্ন দেখিয়াই বিরাজের মনের ভাব জানিতে পারিয়াছিল, নচেৎ বিরাজ তাহাকে এখনও মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলে নাই, কুসুমেরও সে কথা জানিবার ও বড় আবশ্যক ছিল না। তত্রাচ কুসুম বিরাজের মনের কথা তাহারই মুখে কিরূপে জানিবে ভাবিতেছে, এমন সময় বিরাজ ছাদের উপর আসিল। কুসুম

একমনে ভাবিতেছিল, সুতরাং তাহা জানিতে পারিল না। বিরাজ কুসুমকে অন্যমনস্ক দেখিয়া বলিল—' তুমি ভাই, একলা এখানে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছ?" কুসুম কিছু অপ্রস্তুত হইয়া উত্তর করিল—' আমি ঐ গরুটিকে দেখিতেছি।"

সরলা বিরাজমোহিনী তাহাই বিশ্বাস করিয়া বলিল—"এখন যেন তুমি গরু দেখিতেছ, কিন্তু ভাই অনেক সময় তুমি যেন কি ভাব? আমাদের বাড়িতে থাকিতে তোমার কি কষ্ট হয়? তুমি আসা অবধি আমি যে কি সুখে আছি, তাহা তোমায় আর কি জানাইব?"

কুসুম। আমার এখানে কোন কষ্ট নাই; কিন্তু বাড়ি যাইবার জন্য বড় অস্থির হইয়াছি, এবং যাইবার ও বিশেষ কারণ আছে।

বিরাজ। বিশেষ কারণ কি?

কুসুম। বাড়িতে বিবাহ।

বিরাজ। কাহার বিবাহ?

কুসুম। প্রবোধ বাবুর।

এই কথা শুনিয়া বিরাজের যেন হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। প্রাণের ভিতর যেন এক ভয়ানক যাতনা আসিয়া উপস্থিত হইল। মুখের সে প্রফুল্লতা—সে লাবণ্যতা আর রহিল না। আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু কথা কহিতে পারিল না—কে যেন গলা চাপিয়া ধরিল। অনেক চেষ্টার পর একটী মাত্র কথা মুখ হইতে বাহির হইল—"কোথায়?"

কুসুম। এই নল্‌তেপুরেই একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিয়া প্রবোধ বাবু মোহিত হইয়াছেন।

বিরাজ আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। কুসুম

তাহাকে সান্ত্বনা করিতে গিয়া নিজে কাঁদিতে লাগিল। বিরাজকে কাঁদাইয়াছে ভাবিয়া কুসুমের মনে বড় কষ্ট হইল। মনে মনে বলিল—"প্রবোধের ভাবী পত্নীর কান্না স্বচক্ষে দেখিতে পারিব না।" প্রকাশ্যে বলিল—"বিরাজ, আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমার প্রণয় পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মিথ্যা কথা বলিয়াছি; সে কথা যথার্থ নয়—প্রবোধ বিরাজমোহিনী ভিন্ন অন্য কাহার হইবে না।"

বিরাজ এই কথা শুনিয়া কুসুমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অন্য কেহ হইলে কি করিত জানি না, কিন্তু বিরাজ একথাও বিশ্বাস করিল,—কারণ সে সরল মনে অবিশ্বাস স্থান পায় না। বিরাজের আবার ঐ কথাগুলি শুনিবার নিমিত্ত বড় ইচ্ছা হইল, যেন সেই কথার উপর তাহার জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে। কুসুম মনে করিল তাহার কথায় বিরাজের বিশ্বাস হইল না, তাহার বিশ্বাস হইবার জন্য বলিল—"তুমি প্রবোধকে যে হৃদয়ের সহিত ভাল বাস আমি সেই মর্ম্মে একখানি পত্র তাহাকে লিখিয়াছি, তিনিও তোমার জন্য অধীর হইয়াছেন—এখনই তোমায় দেখিতে আসিবেন।"

বিরাজ।—অনেক দিন হইল তিনি আসেন নাই।

এই সময় একজন আসিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইল, বিরাজ চাহিয়া দেখিল—প্রবোধচন্দ্র! হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—মাথা ঘুরিয়া গেল। আর সেদিকে চাহিতে পারিল না, লজ্জায় জড়সড় হইয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

—•—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মুখ ফুটিল।

যে বিরাজ কখন কাহার কথা অবিশ্বাস করিত না, এখন সে নিজের চক্ষুকে অবিশ্বাস করিল। বিরাজ ভাবিল যে সে স্বপ্ন দেখিতেছে, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য প্রবোধচন্দ্র যে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে সে বিশ্বাস মনে স্থান পাইল না, অথচ লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া রহিল। একবার ভাবিল—"স্বপ্নে দেখিতে লজ্জা কি? আমি একবার প্রাণ ভরিয়া প্রবোধকে দেখিয়া লই।" চেষ্টাও করিল কিন্তু পারিল না, আবার মাথা ঘুরিয়া গেল,—বিরাজ একগা ঘামিয়া উঠিল। কুসুম ভাবিল যে সে নিকটে আছে বলিয়া বিরাজের লজ্জা হইতেছে, সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাকে সে স্থান হইতে চলিয়া যাইতে হইল—যাইবার সময় একবার সতৃষ্ণ নয়নে প্রবোধকে দেখিয়া লইল।

কুসুম চলিয়া গেলে প্রবোধ বিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিরাজ, তুমি কেমন আছ?"

বিরাজ অনেক দিন সেই মধুর স্বর শুনে নাই, স্বপ্ন বলিয়া যে ভ্রম ছিল তাহা দূর হইল। আবার সেই মধুর স্বর শুনিতে ইচ্ছা হইল—লজ্জাবশতঃ কোন উত্তর দিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া প্রবোধ আবার বলিলেন—"আমার সহিত কথা কহিবে না?"

বিরাজ এতক্ষণ প্রবোধের মধুরস্বরে মোহিত হইয়াছিল। আবার সেই স্বর কর্ণে প্রবেশ করিল. কিন্তু এবার ইহার ফল ভিন্নরূপ হইল—বিরাজের জ্ঞান হইল। বিরাজ ভাবিল—"একবার কথা না কহিয়া আমি প্রবোধকে একপ্রকার হারাইয়াছিলাম, তাহার

জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়া তবে পাইয়াছি। এবার আবার নিজের দোষে হারাইব না, আমি হৃদয়ের কপাট খুলিব—মনের কথা স্পষ্ট করিয়া বলিব।” বালিকার মুখ ফুটিল—“তুমি এত দিন আস নাই কেন?”

প্রবোধ। আমি আসি নাই বলিয়া কি তোমার কষ্ট হইয়াছিল?

বিরাজ উত্তর দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু লজ্জা আসিয়া আবার তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। প্রবোধ বলিলেন—“আমি কুসুমের পত্রে তোমার সকল বিষয় জানিয়াছি, আমি এখানে এতদিন না আসিয়া তোমার মনে বড় কষ্ট দিয়াছি। তুমি আমায় এত দূর ভালবাস তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। তুমিও আমায় এত দিন কোন কথা প্রকাশ করিয়া বল নাই।”

বালিকা এবার অনেক কষ্টে সেইরূপ হেঁট মুখেই ধীরে ধীরে বলিল—“মুখে না বলিলে কি—”। বালিকা আর বলিতে পারিল না, প্রবোধ কিন্তু সকল কথা বুঝিল।

প্রবোধ। তোমার প্রণয় যে অন্তঃসলিলা তাহা আমি জানিতাম না।

এই কথায় বালিকার চক্ষের জল দেখা দিল—ধীরে ধীরে সে চক্ষের জল মুছিয়া বিরাজ ব্যথিত হৃদয়ে এইবার অনেক কষ্টে বলিল—“ভালবাসিলে কিরূপে তাহা প্রকাশ করিয়া জানাইতে হয়, তাহা আমি জানি না। তোমায় না দেখিলে যে কি কষ্ট হয়, তাহা বিশেষরূপ জানি, হৃদয় দেখাইবার নয়, মনের দুঃখ মনেই রহিল।”

বিরাজের চক্ষে জল দেখিয়া এবং তাহার কথা শুনিয়া প্রবো-

ধের মনে বড় কষ্ট হইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রবোধ দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য অলঙ্কার প্রভৃতি সমস্তই পড়িয়াছিল, কিন্তু রমণীহৃদয় ভাল করিয়া পড়ে নাই। স্ত্রীলোকের ভালবাসা যে বাহ্যিক আকারে জানিতে হয়, প্রবোধ তাহা জানিত না। প্রবোধ প্রণয়পূর্ণ কথা শুনিবার নিমিত্ত বড় ব্যাকুল হইত, কিন্তু বিরাজমোহিনী হইতে তাহার সে সাধ মেটে নাই, সেই জন্যেই প্রবোধের বিরাজের প্রণয়ের প্রতি সন্দেহ জন্মিয়াছিল। এখন সে সন্দেহ দূর হইল; বলিল—"বিরাজ, আমায় ক্ষমা কর। আমি না বুঝিয়া তোমার মনে কষ্ট দিয়াছি।"

বিরাজ। আমি ক্ষমা করিব কি? আমায় ক্ষমা করিলেন আমি কৃতার্থ হইলাম।

প্রবোধ। আমি আর কখন তোমার প্রণয়ে সন্দেহ করিব না। শীঘ্রই তোমায় বিবাহ করিয়া এ জীবন চরিতার্থ করিব।

বিরাজ মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"এত সুখ কি আমার অদৃষ্টে হইবে?"

—*—

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিশেষ কথা।

এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ড শেষ করিবার পূর্ব্বেই "বিশেষ কথার" আবশ্যক বোধ হইল, সেই কারণ এইখানেই বিশেষ কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

উপন্যাসের কোন কোন চরিত্র বর্ণনায় আমাদের সামাজিক প্রথার নিয়ম অতিক্রম করা হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ

তীব্র সমালোচনা করিতে পারেন, যেমন যৌবনোন্মুখ কুসুমকে এরূপ লজ্জাহীনা ও স্বেচ্ছাচারিণী দেখিয়া অনেকেই মনে করিবেন; যে এই উপন্যাস কোন ইংরাজী নভেলের চরিত্রের অনুকরণ কিম্বা ইংরাজীশিক্ষিত বিকৃতরুচি গ্রন্থকারের ইংরাজী শিক্ষার ফল ; কিন্তু একটু ধৈর্য্য হইয়া স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে গ্রন্থকারের এই দোষ মার্জ্জনীয় হইতে পারে। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের শিক্ষিত সমাজের যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার হইতে পারিবেন না. আর আমাদের শিক্ষিত সমাজ যে দিন দিন ইংরাজী রীতি নীতি এবং আচার ব্যবহার অনুকরণের পক্ষপাতী এ কথাইবা'কে অস্বীকার করিতে সাহসী হইবেন ? সেই বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের প্রকৃত চিত্র অঙ্কিত করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার যদি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন তবে কোন সমালোচকের তীব্র সমালোচনায় ভীত না হইয়া আপনার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিবে।

এই উপন্যাসের প্রবোধচন্দ্রের চরিত্রের বিষয় দুই এক কথা বলিব, প্রবোধ একজন মধ্যবিৎ জমীদারের পুত্র, অল্প বয়সেই পিতৃ মাতৃ হীন হইয়া পিতার বিষয়ে অধিকারী হইয়াছেন, গৃহে অন্য কোন অভিভাবক কিম্বা আত্মীয় স্বজন নাই। আজ ৭।৮ বৎসর হইল প্রবোধের পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকিতেই তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী সুরমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। অতি শৈশবাবস্থাতেই কোন জমীদারের পুত্রের সহিত সরমার বিবাহ হইয়া ছিল, সরমা সেই অবধিই শ্বশুরালয়েই থাকিত। সুতরাং এক আশ্রিতা বালিকা কুসুম ভিন্ন প্রবোধের অন্তঃপুর মধ্যে আর কেহই ছিল না। প্রবোধ কুসুমকে আপনার ভগ্নীর ন্যায় দেখিত,

নিজে বাল্য-বিবাহ প্রথার বিপক্ষ বলিয়া এতদিন তাহার বিবাহ হয় নাই। প্রবোধ সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, দয়ালু, পরোপকারী, এবং স্বদেশহিতৈষী। এরূপ অবস্থায় প্রবোধের কুসুমের সহিত সরল-ভাবে আপনার বিবাহের বিষয় আলোচনায় আমাদের নায়কের চরিত্রে কতদূর দোষ স্পর্শ করিয়াছে, তাহা পাঠক পাঠিকাগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। সত্যের অনুরোধে আমরা কোন কথাই গোপন রাখিতে পারিলাম না।

এইখানেই আমাদের বিশেষ কথা শেষ হইল, আবশ্যক হইলে পুনরায় বিশেষ কথা শুনাইবার ইচ্ছা রহিল।

—•—

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মৃত্যুশয্যায়।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, জনমানবের আর সাড়া শব্দ নাই, কিন্তু আকাশে গুড় গুড় শব্দে মধ্যে মধ্যে মেঘ-ধ্বনি শোনা যাইতেছে, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি-পতনের শব্দও হইতেছিল। সকলেই গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন, কেবল এক দ্বিতল অট্টালিকার এক বৃহৎ প্রকোষ্ঠে এক বৃদ্ধ রোগের যন্ত্রণায় শয্যায় ছট্ ফট্ করিতেছে, নিকটে এক যুবক ও এক যুবতী বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছে। গৃহমধ্যে আরো ৩।৪ জন দাস দাসী বসিয়াছিল। বৃদ্ধের রোগের যন্ত্রণা ক্রমে বড়ই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, যুবক তাহা দেখিয়া বড়ই ভীত হইল, এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধকে বলিল—"বাবা, আপনার পীড়ার যন্ত্রণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে দেখিতেছি, আমি উদয় ডাক্তারকে আনিতে লোক পাঠাই।" বৃদ্ধ পুত্রের কথা শুনিয়া ত্রস্তভাবে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"না, না, না, ইহার জন্য আর ডাক্তার আনিতে হইবে না, আমার এরূপ যন্ত্রণা মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে, আপনা হই-তেই আরাম হইয়া যায়।"

এই সময় যুবতী চক্ষের জল্ মুছিতে মুছিতে যুবকের কানে কানে কি বলিল, যুবক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় পিতাকে বলিল—"আপনার নিশ্বাসের টানটা ক্রমেই যেন বৃদ্ধি হইতেছে, ডাক্তার আসিয়া ঔষধ দিলেই যন্ত্রণা অনেক কমিয়া যাইবে।"

বৃদ্ধ সেইরূপ ভাবে পুনরায় বলিল—"বাবা, যন্ত্রণাত কমিয়া যাইবে জানি, কিন্তু এই দুর্যোগ রাত্রে উদয় ডাক্তার যে দশ টাকার এক পয়সা কমে আসিতে স্বীকার হইবে না তাহার কি? দশ দশ টাকা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া অপেক্ষা একটু যন্ত্রণা সহ্য করা ভাল নয় কি? আবার ঔষধের দরূণ কোন্ না দুই টাকা দিতে হইবে?"

যুবক পুনরায় বলিল—"আপনার জীবনই যদি নষ্ট হইয়া যায়, তবে টাকা লইয়াই বা কি হইবে? আপনার টাকার ত কিছুই অভাব নাই।"

বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া বলিল—"আঃ—তুমি আমার—কু-সন্তান জন্মিয়াছ, তোমায় যে সকল উপদেশ দিয়াছি, সমস্তই বৃথা হইয়াছে। আরে পাজি—টাকা যে কি পদার্থ তাহা আজও চিনিতে পারিলি না?"

যুবক আর দ্বিরুক্তি করিল না, মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিল। কিছুক্ষণ গৃহ নিস্তব্ধ হইল, কেবল বৃদ্ধের নিশ্বাসের টানের শব্দ স্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল, আর মধ্যে মধ্যে যুবতীর অস্পষ্ট মৃদু ক্রন্দনের ধ্বনিও তাহার সহিত মিশিতেছিল। পরে আর এক ব্যক্তি বলিল—"কর্ত্তামহাশয়, এবারে আপনার রোগ সহজ নহে—সময় থাকিতে চিকিৎসা করান ভাল।"

বক্তার নাম রামদাস, রামদাস এই সংসারের একজন বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্য। রামদাসের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ বলিল—"রামদাস তো'র যদি আফিনের ঝিমুনী ধ'রে থাকে, তবে অন্য ঘরে গিয়া ঘুমাইতে পারিস্।"

রামদাস বৃদ্ধ বয়সে অহিফেণ ধরিয়াছিল, কর্ত্তা এই অন্যায় বাজে খরচের জন্য সর্ব্বদাই তাহাকে তিরস্কার করিত, সুতরাং কর্ত্তার এই তিরস্কারে রামদাস নিরস্ত হইল না। পুনরায় বলিল—"টাকার জন্য প্রাণটা হারাইবেন না, বেঁচে থাকিলে অনেক টাকা হইবে।"

এই সময় বৃদ্ধের যন্ত্রণা ও বৃদ্ধি হইতেছিল, সুতরাং বৃদ্ধ আর কোন উত্তর করিল না। যুবক রামদাসের নিকট আসিয়া কানে কানে শীঘ্র ডাক্তার আনিতে বলিল। রামদাস তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তখনি বৃদ্ধ তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া বলিল—"রামদাস, আমার বিছানার এই নূতন তোষকখানা আর চাদর খানা সরাইয়া লও, আর গায়ের জামাটাও খুলিয়া লও, এটাও নূতন, কি জানি শরীরের ভদ্রাভদ্রের কথাত বলা যায় না।"

কিন্তু রামদাস সে কথায় কর্ণপাত করিল না, শীঘ্র সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। বৃদ্ধ রামদাসের উপর বড়ই বিরক্ত হইল, কষ্টকষ্টে আপনার অঙ্গের জামা নিজেই খুলিয়া দূরে ফেলিয়া দিল, কিন্তু বিছানার তোষক আর চাদর সরাইতে পারিল না। শরীরের নাড়াচাড়া হইবার দরুণ বৃদ্ধের রোগের যন্ত্রণা এখন আরো বৃদ্ধি হইতে লাগিল, বৃদ্ধ তখন আপনার যে অন্তিমকাল উপস্থিত তাহা মনে মনে কতক বুঝিতে পারিল। পুত্রকে বলিল—"বাবা হরদয়াল, আমি বোধ হয় এ যাত্রা আর রক্ষা পাইব না, অধিক কথা বলিবার ক্ষমতাও আমার নাই। আমার এই শেষ কথা চিরদিন স্মরণ রাখিও। আমি বহুকষ্টে যে টাকা তোমার জন্য রাখিয়া গেলাম, তাহা নষ্ট করিও না। আমার অবর্ত্তমানে তুমি

বিশেষ সাবধান হইয়া চলিবে। আর গৃহে যে লক্ষ্মী রহিল,—” এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ সজল নয়নে যুবতীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। বৃদ্ধের মুখে আর বাক্য বাহির হইল না, যুবতী বৃদ্ধের চক্ষের জল মুছাইয়া দিল। অনেক কষ্টে পুনরায় বৃদ্ধ বলিল—“মা সরমা, তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিলাম।” পুনরায় বৃদ্ধের কণ্ঠরোধ হইল।

যুবতী অন্য কেহ নহে, প্রবোধের ভগ্নী সরমা। সরমা এইবার কাঁদিয়া আকুল হইল। স্বামীর চরণে লুটাইয়া পড়িল। হরদয়াল পিতার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বড়ই ব্যাকুল হইল, ডাক্তারের জন্য পুনরায় এক ব্যক্তিকে পাঠাইয়া ভার্য্যা সরমাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। এই সময় বৃদ্ধের নিশ্বাস জোরে পড়িতে লাগিল, কিছুক্ষণ পরে গলা ঘড় ঘড় করিতে লাগিল। সরমা তাড়াতাড়ি বৃদ্ধের মস্তক আপন উরুতে রাখিয়া গঙ্গাজল মুখে তুলিয়া দিল। কিন্তু সে জল মুখ হইতে গড়াইয়া পড়িল। সকলে আসিয়া দেখিল যে বৃদ্ধের প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছে।

* * * * *

হরদয়ালের পিতৃশ্রাদ্ধের পর একদিন বৈকালে সরমা বিষণ্ন মনে বসিয়া কতই চিন্তা করিতেছে, এমন সময় হরদয়াল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সরমার মুখখানি বিষণ্ন দেখিয়া হরদয়াল ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“সর, তোমার মুখ আজ বিষণ্ন কেন?”

সরমার মুখ আর বিষণ্ন থাকিতে পারিল না,—সরমা হাসিয়া বলিল—“একটা কথা ভাবিতেছিলাম।”

হর। কি ভাবিতেছ সর আমায় বলিবে না ?

সর। তোমায় বলিব না এমন কথা কি আমার থাকিতে পারে ? কি ভাবিতেছিলাম শোন। এখন আমাদের উপর এই সংসারের সমস্ত ভার পড়িল, আমরা সংসারের কি বুঝি ? তোমার মাথার উপর কেহ অভিভাবক নাই, কোন বিষয় পরামর্শ দেয় এমন কেহ নিকটে নাই। আমি এই সকল কথা ভাবিতেছিলাম।

হর। সরমা, সে বিষয়ে তোমার কোন চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই। তোমার ন্যায় লক্ষ্মীস্বরূপা স্ত্রী যাহার গৃহে সে অন্য কাহার পরামর্শ ইচ্ছা করে না। আবশ্যক হইলে আমি তোমারই নিকট পরামর্শ লইয়া চলিব।

সরমা আর উত্তর দিতে পারিল না। ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিয়া রহিল, কারণ তখন তাহার দেহের মধ্যে যেন একটা তাড়িত প্রবাহ ছুটিতেছিল। চক্ষু মুদিয়া সরমা মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"আমার অপেক্ষা সুখী কে ?"

—*—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাবুগিরী।

এজগতে অর্থের যে একটা মোহিনী শক্তি আছে; তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এমন কর্ম্ম নাই যাহা অর্থের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। এই মোহিনী শক্তি দ্বারা সম্ভব অসম্ভব হয়, অসম্ভবও সম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস—অর্থ না থাকিলে লোকে সুখী হইতে পারে না, অর্থই

সকল সুখের মূল। কিন্তু আমরা অর্থের সঙ্গে যে সুখের কোন সম্পর্ক আছে তাহা স্বীকার করি না। বরং অর্থই যে অনেক সময় অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়ায় একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকি। অর্থের ন্যায় বন্ধু নাই সত্য বটে, কিন্তু এমন শত্রুও বুঝি আর জগতে নাই।

হরদয়াল এখন পিতার বিপুল অর্থের একমাত্র অধিকারী হইয়াছেন, পিতা বর্ত্তমান থাকিতে হরদয়াল কখন ভাল কাপড় পরিতে পায় নাই। সামান্য আহারে, সামান্য পরিচ্ছদে দিন কাটাইয়াছে। মনে কোনরূপ বাবুগিরীর উদয় হইলে পিতার ভয়ে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার ক্ষমতা পর্য্যন্তও হরদয়ালের ছিল না। পিতার অবর্ত্তমানে এখন হরদয়াল ভাবিল যে, অর্থ যদি খরচ না করিব, তবে অর্থেরই বা অন্য প্রয়োজন কি? এই ভাবিয়া হরদয়াল পিতার ন্যায় কৃপণ স্বভাব না হইয়া অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে আহারের উত্তমরূপ বন্দোবস্ত হইল, তখন পোলাও কালিয়ার ধুম পড়িয়া গেল। তাহার পর সেই পুরাতন ফ্যাসানের গৃহ হরদয়ালের আর ভাল লাগিল না। তখন সেই পুরাতন গৃহ ভাঙ্গিয়া নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করা স্থির হইল। কলিকাতার একজন বিখ্যাত কণ্ট্রাক্টর আসিয়া নূতন ফ্যাসানে গৃহ নির্ম্মাণ করিল। এখন গৃহ নির্ম্মাণ হইল বটে, কিন্তু সে গৃহ সুসজ্জিত করিবার দ্রব্যাদির অভাব হইল। এখন সকলেই বলিতে লাগিল, যে এ গৃহোপযুক্ত কিছুই আসবাব্ নাই, সুতরাং এগৃহের সেরূপ শোভা হইয়াছে না, যে টাকা খরচ হইয়াছে, তাহা বৃথা হইয়াছে! সুতরাং গৃহের আস্‌বাবের জন্য হরদয়ালের মন বড়ই ব্যাকুল হইল কিন্তু এই সকল মনোমত দ্রব্য ক্রয়

করিবার জন্য হরদয়াল নিজে কলিকাতায় না যাইলেও হয় না। এদিকে হরদয়াল কখন বিদেশে যায় নাই, ভার্য্যা সরমাকে একাকী রাখিয়া কিরূপে বিদেশে যাইবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

অনেক চিন্তার পর শেষে সরমাকে গৃহে রাখিয়া কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় যাওয়াই স্থির হইল। এখন সরমার নিকট একথা উত্থাপন করিবার জন্য হরদয়াল সুযোগ দেখিতে লাগিল, আজ কাল করিয়া দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল, তখনও একথা উত্থাপন করা হইল না। শেষে হরদয়ালের বন্ধু বান্ধবগণ কতই গঞ্জনা দিতে আরম্ভ করিল। অনেক গঞ্জনার পর হরদয়াল একদিন সরমার নিকট আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিল। সরমা এতদিন স্বামীর বিপক্ষে কোন কথাই বলে নাই। হরদয়াল যে হঠাৎ এতদূর খরচপত্রের ধুম লাগাইয়াছিল, তাহা সরমার মনোমত না হইলেও পাছে স্বামী অসন্তুষ্ট হন, পাছে তিনি মনে করেন যে সরমা আমার সুখের কণ্টক, সেই ভয়ে এপর্য্যন্ত কোন কথাই সরমা স্বামীকে বলে নাই। কিন্তু আজ তাহাকে একাকিনী ফেলিয়া হরদয়াল যে কলিকাতায় চলিয়া যাইবে, এ বিষয় সরমা কোনক্রমেই মত দিতে পারিল না। হরদয়াল কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল—

"তবে কি আমার কলিকাতায় যাওয়া হইবে না—?"

সরমা। না।

হর। সর, তুমি বড় নির্ব্বোধ, বিশেষ আবশ্যক বলিয়াই যাইতেছি। দেখ, নিজের চক্ষে না দেখিয়া কোন জিনিষ কিনিলে কি সে জিনিষ মনোমত হয়?

সরমা। হয় না তাহা জানি, কিন্তু তোমার যাওয়া হইবে না।

এবার বড়ই ব্যগ্র হইয়া হরদয়াল বলিল—"কেন সর, তুমি অমত কর ?"

সরমা। তোমায় কোথাও পাঠাইতে আমার মন সরে না।

হর। সর, তোমার জন্য কত ভাল ভাল জিনিষ আনিব, আর তোমার কি কি জিনিষ চাই একটা আমাকে ফর্দ্দ করিয়া দাও।

সরমা এবার একটু হাসিয়া বলিল—"আমার যখন কোন জিনিষ কলিকাতা হইতে আনিতে আবশ্যক হইবে, তখন তোমায় কলিকাতায় পাঠাইয়া দিব। এখন তোমার যাইবার আবশ্যক নাই।"

হর। তুমি যে সেদিন হার আর চুড়ি চাহিয়াছিলে ? আমি তোমার হার আর চুড়ি আনিতে কলিকাতায় যাইব।

সরমা। তুমি আমার হার—আর তুমিই আমার চুড়ি, আমি পোড়ারমুখী, তাই অন্য হার চুড়ি চাহিয়াছিলাম। আর কখন সে হার চুড়ির নামও করিব না।

হরদয়াল কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন —"সর, কি করিলে কলিকাতায় যাওয়া হয় বল দেখি।"

সরমা টিপি টিপি হাসিয়া বলিল—" যাওয়া হয়, যদি আমায় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও।"

হর। এখন তোমার অমতের কারণ বুঝিয়াছি, কিন্তু ছি! সর, আমায় অবিশ্বাস!

সরমা এবার গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—" তোমায় অবিশ্বাস! তেমন মন আমি রাখি না। আমি অহঙ্কার করিয়া বলিতেছি, যদি আমার যথার্থ পতিভক্তি থাকে, আর যথার্থ যদি তোমায় হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিয়া থাকি,তবে তুমি অনন্তকাল আমারই থাকিবে,

আমার নিকট হইতে তোমায় কাড়িয়া লইতে কাহার সাধ্য হইবে না। আর নিষেধ করিব না, কিন্তু তুমি অধিক বিলম্ব করিও না, আমি তোমার জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিব।"

হরদয়াল পত্নীর কথায় বড়ই সন্তোষ হইয়া সাদরে মুখচুম্বন করিলেন।

পরদিন হরদয়াল অনেক দাসদাসী সঙ্গে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক বন্ধুবান্ধবও জুটিয়াছিল, এখন হরদয়ালের বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না। সকলের ফিরিয়া আসিতে এক মাসেরও অধিককাল বিলম্ব হইয়াছিল। আর গ্রাম হইতে যে কয়েকজন হরদয়ালের সহিত বাহির হইয়া গিয়াছিল, গ্রামে প্রবেশ করিবার সময় সে সংখ্যার একজন অতিরিক্ত হইল। সে অতিরিক্ত ব্যক্তি সাধারণ নহে, শ্বেতাঙ্গ,—নাম ম্যাকিণ্টস।

—*—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ম্যাকিণ্টসের পরিচয়।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে ম্যাকিণ্টসের নাম উল্লেখ করা গেল একক্ষণে তাঁহার পরিচয় নিম্নে লিখিত হইল।

ম্যাকিণ্টস ইংলণ্ডের নটিংহাম সায়ারের যে পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে পল্লীর নাম আমাদের স্মরণ নাই। তাঁহার বংশের পরিচয় না দেওয়াই ভাল, কিন্তু সত্যের অনুরোধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে তাঁহার পিতা একজন কসাই ছিলেন। গ্রামে এইরূপ অপবাদ ছিল যে, বাল্যকালে ম্যাকিণ্টস একটী ফ্রিস্কুলে পড়িতেন, কিন্তু আমরা কোন বিশ্বাসী বন্ধুর মুখে শুনি-

য়াছি যে ম্যাকিণ্টসের বাল্যাবস্থার প্রায় সমস্ত সময় তাঁহার পিতার শুকর চরাইতে কাটিয়াছিল। তাঁহার বাল্যজীবনের আরও দুই একটী ইহা অপেক্ষা বিস্ময়-জনক ঘটনা ছিল, কিন্তু সে সকল আর এখানে উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। তিনি পঁচিশ বৎসর বয়সে একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজের ভৃত্য (কুক্) হইয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। আসিয়া দেখিলেন যে শ্বেতচর্ম্ম এদেশে কুকের কিম্বা অন্য কোনরূপ নীচ কর্ম্ম করে না, সুতরাং এক সপ্তাহের মধ্যে সে কর্ম্মে জবাব দিলেন। সম্ভ্রান্ত সাহেব তাঁহাকে ৫ পাউণ্ড বেতনে আনিয়াছিলেন, কিন্তু এখানে ১০ টাকা বেতনে ম্যাকিণ্টস অপেক্ষা উত্তম কুক পাওয়া যায় দেখিয়া কোন আপত্তি করিলেন না। কলিকাতার রাস্তায় বাহির হইয়া ম্যাকিণ্টস দেখিল যে,উড়ে বেহারা, গাড়োয়ান,এমন কি ভদ্র বাঙ্গালী পর্য্যন্ত দুই হাতে সেলাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইত। প্রথম প্রথম সে সকলের অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিত না, পরে একজন স্বদেশীয়ের নিকট জানিল যে শ্বেত চর্ম্ম হইলেই এদেশের রাজা হইল, দেশীয় লোকেরা তাঁহাদের ভৃত্য স্বরূপ—সুতরাং তাহাদের প্রতি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারা যায়। এক বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল, তখন তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন যে এই সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহার বিলাসভূমি, আর তাঁহারাই পৌত্তলিক বাঙ্গালীর প্রধান উপাস্য দেবতা, তাঁহাদিগকে পূজা করাই বাঙ্গালীর প্রধান দেবপূজা।

এইসময় হরদয়াল ঘোষের সহিত কলিকাতায় ম্যাকিণ্টসের আলাপ হইল। প্রথম কলিকাতায় আসিয়া হরদয়াল বাবু বড় ধুম ধাম্ করিয়াছিলেন। হ্যামিণ্টন,অসলার, কুক প্রভৃতি সওদাগরেরা

এই সুযোগে বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জন করিয়াছিল। ম্যাকি-ণ্টস এ সুযোগ ছাড়িলেন না, একজন ভক্ত দেখিয়া সদয় হইয়া একদিন দর্শন দিলেন। একজন শ্বেতাঙ্গ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, দেখিয়া হরদয়াল বাবু কৃতার্থ হইলেন এবং মনে মনে আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিলেন। এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে একপ্রকার বন্ধুত্ব হইল এই অসাধারণ বন্ধুরত্ন পাইয়া হরদয়াল বাবুর আনন্দের সীমা রহিল না, এবং মনে মনে কিছু অহঙ্কারও হইল। দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় বন্ধু বিয়োগ অসহ্য বোধ করিয়া ম্যাকিণ্টসকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। ম্যাকিণ্টসও উপযুক্ত সেবক দেখিয়া কোন আপত্তি করিল না।

তিন চারিমাস বসন্তপুরে থাকিয়া হরদয়াল বাবুকে পরামর্শ দিয়া এবং তাঁহার মস্তকে হস্ত বুলাইয়া ম্যাকিণ্টস বসন্তপুর গ্রামে গঙ্গার ধারে এক রেশমের কুটি খুলিল। লক্ষ্মী ইংরাজের প্রতি সর্ব্বদাই প্রসন্না, সুতরাং তিন চারি বৎসরের মধ্যে রেশমের ব্যবসায় বিলক্ষণ লাভ হইল। হরদয়াল বাবু সে লাভের এক কপর্দ্দকও পাইলেন না, এবং তাহার প্রত্যাশীও নহেন। একজন ইংরাজ যে তাঁহার বন্ধু এই অহঙ্কারেই উন্মত্ত।

কিছুদিন পরে ম্যাকিণ্টস মেরী নাম্নী এক ইংরাজ মহিলাকে বিবাহ করিলেন। পূর্ব্বে মেরীর দুইটি বিবাহ হইয়াছিল—প্রথম স্বামীর নামে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া তাঁহাকে ডাইভোরস্ করা হয়। দ্বিতীয়টিকে সুশ্রী ও অল্প বয়স্ক দেখিয়া মেরী বিবাহ করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অল্পদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার পর মেরী এক বৎসর কলিকাতায় অনেক লীলা খেলা করেন, কিন্তু সে সকল বিষয় অতি গোপনীয়, সুতরাং আমাদের প্রকাশ

করিবার কোন অধিকার নাই। খৃষ্টম্যাসের সময় ম্যাকিণ্টস এক-বার কলিকাতা দেখিতে আসেন, এই সময় মেরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ম্যাকিণ্টসকে ধনবান্ শুনিয়া মেরীর বিরহানল একেবারে প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। একমাস কাল কোর্টসিপের পর উভয়ের বিবাহ হইয়া যায়। ম্যাকিণ্টস ইংরাজ তাঁহার মন উন্নত, সুতরাং দুইবার পরিণীতা মেরীর প্রণয় তাঁহার চক্ষে বড় পবিত্র বলিয়া বোধ হইল। "হনিমুন্" কলিতায় না হইয়া বসন্ত-পুরে অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। হরদয়াল বাবু এই উপলক্ষে অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন এবং একজন শ্বেতা-ঙ্গিণীর সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব হওয়ায় তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। আমরা ম্যাকিণ্টস পত্নিকে মেরী বলিয়াই ডাকিব।

রেশমের কুঠি ব্যতীত ম্যাকিণ্টসের আর একটি কর্ম্ম ছিল, তিনি হরদয়াল বাবুর জমীদারীর তত্ত্বাবধান করিতেন। এই কর্ম্মেও তাঁহাব বিলক্ষণ উপার্জ্জন হইত, ইহা ছাড়া পুরস্কার স্বরূপ হর-দয়াল বাবুর দুইখানি জমিদারীও আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তিনি জমিদারীর আস্বাদ পাইয়া নিকটবর্ত্তী একজন জমীদারের সর্ব্বনাশ করিয়া ৩।৪ খানি জমিদারী বিনা মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যয়ও যথেষ্ট ছিল, এত আয়েও খরচ কুলান হইত না; আমরা এরূপ শুনিয়াছি যে কোন কৃষকের গৃহে সুন্দরী কন্যা থাকিলে তাহার অন্নকষ্ট মোচন করিবার নিমিত্ত দয়ালু সাহেব তাহাকে অর্থসাহায্য করিতেন। পোষাকে, সুরায় ও খাদ্যে অনেক অর্থ ব্যয় হইত। বলা বাহুল্য যে হরদয়াল বাবুও তাঁহার সংসর্গে বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হরদয়াল বাবুর চরিত্র প্রথম বড় ভাল ছিল, তাঁহার পিতা তাঁহাকে বড় সাবধানে রাখিছিলেন এবং তাঁহার চরিত্রের প্রতিও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি কোনরূপ বাবুগিরি ভাল বাসিতেন না, এমন কি কোন কর্ম্মচারিকে ভাল কাপড় পরিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার বেতন কমাইয়া দিতেন, এবং অনেক ভৎসনা করিতেন। হরদয়াল বাল্যকালে এরূপ নম্র ও পিতার বাধ্য ছিলেন, যে পিতা অসন্তুষ্ট হইবার ভয়ে কখন কোন ভাল কাপড় পরিতেন না। তখন তাহাকে দেখিলেই বোধ হইত যে তিনি ভবিষ্যতে পিতার ন্যায় কৃপণ-স্বভাব হইবেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সকলি বিপরীত হইল। এতদিন পিতার ভয়ে হরদয়ালের মনের কুপ্রবৃত্তি গোপন ছিল, সে ভয় আর নাই দেখিয়া অনেক অসৎ লোকের সহিত বন্ধুত্ব হইল। ঐ সকল সঙ্গদোষে কুপ্রবৃত্তি সকল ক্রমে ক্রমে দেখা দিল। পূর্ব্বে হরদয়াল তাঁহার পরিণীতা ভার্য্যা সরমাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিত; একদণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারিত না; কিন্তু এইসকল কুসংসর্গে সে ভালবাসা ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। তাহার পর সুহৃদবর ম্যাকিণ্টসের সহবাসে হরদয়ালের পত্নিপ্রেমের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল, তাহা পরে প্রকাশ করিব।

—•—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অধঃপতন।

ঢুং ঢুং ঢুং করিয়া দেয়ালের ঘড়িতে সাতটা বাজিয়া গেল, সস্ত্রীক ম্যাকিণ্টসের তখনও চা খাওয়া শেষ হয় নাই, ভৃত্যেরা

তখনও নিশ্চিন্ত হয় নাই, সকলেই আগ্রহের সহিত দরজার নিকট দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় বাহিরে কাহার পদধ্বনি হইল, ম্যাকিণ্টস তৎক্ষণাৎ মেরীকে কি ইঙ্গিত করিল, চতুরা মেরী তাহা বুঝিল, কিন্তু তাহার উত্তরে কেবল একটু রসের হাসি হাসিল ; এই সময় গৃহে একটী "বাবু" প্রবেশ করিল, বাবু আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত হরদয়াল ঘোষ।

মেরী দৌড়িয়া গিয়া হরদয়াল বাবুর হস্তধারণ করিয়া তাঁহাকে বসাইল। তিনি একখানি চেয়ারে উপবেশন করিয়া অতি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"মেম সাহেবের নাকি অসুখ করিয়াছে ?"

প্রশ্ন হইবামাত্র ম্যাকিণ্টস উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, মেরিও সেই হাস্যের সহিত যোগ দিল। বাবু কিছু বুঝিলেন না, কেবল একবার সাহেবের ও একবার মেরীর মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। তখন মেরী হাসিতে হাসিতে হেলিয়া দুলিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—"বাবু, আমার অসুখ করে নাই ; আপনি আমায় কিরূপ ভাল বাসেন তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ঐরূপ সংবাদ পাঠান হইয়াছিল। আপনি ভাল আছেন ত ?"

হর। আমি ভাল আছি, আপনার পীড়ার কথা শুনিয়া গাড়ি প্রস্তুত করিতে বিলম্ব হইবে বলিয়া দৌড়িয়া আসিয়াছি।

মেরী তখন আবার মোহিনী মূর্ত্তি ধরিল, হেলিয়া দুলিয়া এক কটাক্ষ বাণ ছাড়িল। ম্যাকিণ্টস এই সময় "আমায় বাহিরে যাইতে দাও" এই বলিয়া চলিয়া গেল।

রমণীর কটাক্ষবাণ যদিও আমরা অব্যর্থ বলিয়া স্বীকার করি, কিন্তু এস্থলে মেরীর মনস্কাম কেন সিদ্ধ হইল না, তাহা

আমরা নিশ্চয় বলিতে পারিলাম না, বোধ হয় হরদয়ালের হৃদয় সরোবরে উদ্বেলিত তরঙ্গের সহিত কোন অভাগিনীর প্রতিবিম্ব তখন ও খেলা করিতেছিল। সে প্রতিবিম্ব একবার ছিন্নভিন্ন হইতে ছিল, আবার স্থিরভাবে নিজ আকার ধারণ করিতেছিল। মেরী যুদ্ধে ভঙ্গ দিল না, বাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া সকটাক্ষে বলিল—"তবে আপনি আমায় ভাল বাসেন ?"

হরদয়াল মাথা হেঁট করিল, কোন উত্তর দিতে পারিল না, তখন তাঁহার বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস শব্দ হইতেছিল, সেখানে যেন কাহার সঙ্গে একটী তুমুল যুদ্ধ হইতেছে। মেরী দূরে থাকিয়া কার্য্য সিদ্ধ হইবে না বুঝিয়া ধীরে ধীরে আপনার চেয়ার টানিল। সেই অপ্সরানিন্দিত শ্বেতাঙ্গিনীর কোমলাঙ্গ ঘৃণিত কৃষ্ণবর্ণ বাঙ্গালী বাবুর অঙ্গ স্পর্শ করিল। হঠাৎ হরদয়ালের সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চ হইল। মেরী বাবুকে বলিল—"আপনার এই অঙ্গুরীয়টি বড় সুন্দর, এইরূপ অঙ্গুরীয় আমি বড় ভালবাসি, দেখি, আমার অঙ্গুলিতে কিরূপ দেখায়।"

তাহার পর কুসুম সদৃশ কোমল ও সুন্দর একখানি ক্ষুদ্র হস্ত হরদয়াল বাবুর হস্ত স্পর্শ করিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার সর্ব্বশরীরে যেন তাড়িত প্রবাহ বহিয়া গেল, তিনি কাঁপিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া মেরীর দিকে চাহিলেন। আবার উপর্য্যুপরি বাণ নিক্ষেপ হইল; সে বাণে তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে অভাগিনীর প্রতিবিম্ব এতক্ষণ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিল, তাহা একেবারে অদৃশ্য হইল।

রণচতুরা মেরী তখন শত্রুর অবস্থা বুঝিল; অনেক দিনের পর তাহার কার্য্য সিদ্ধ হইল—হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

তখন মেরী একে একে ইংরাজমহিলা-সুলভ রণচাতুরী সকল দেখাইতে লাগিল। হরদয়াল ভীরু বাঙ্গালী—আর কত সহ্য করিবে? আবার একবার সেই সুন্দর মুখখানি দেখিল,—প্রাতঃসমীরণে আলুলায়িত কুণ্ডলাকার কেশরাশিগুলি কখন সেই মুখখানি ঢাকিতেছিল, কখন বা ইতঃস্তত খেলিয়া বেড়াইতেছিল। ক্রমে ক্রমে তিনি মন্ত্রবশীকৃত সর্পের ন্যায় একেবারে নির্জীব হইয়া পড়িলেন। এই সময় একজন খানসামা লালজলীয়পূর্ণ একটি ডিক্যাণ্টার আর দুই তিনটি গ্লাস দিয়া চলিয়া গেল।

মেরী ধীরে ধীরে একটি গ্লাসে সুরা ঢালিল, পরে সেই গ্লাস বাবুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, মেরী কটাক্ষের সহিত কি ইঙ্গিত করিয়া হাসিয়া বাবুর গায়ে ঢলিয়া পড়িল,—গ্লাসস্থ সুরা নাচিতে লাগিল। হরদয়াল বাবু সে ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিল—হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বলিল—"আমি কখন খাই নাই।"

মেরী। কখন না খাইলে কি খাইতে নাই?

হর। আমায় ক্ষমা করুন, আমি খাইব না।

মেরী। আমার অনুরোধ রাখিবেন না? আর আমাদের সঙ্গে একজন পুরুষ পান না করিলে আমরা পান করি না।

হর। তবে সাহেবকে ডাকুন।

মেরী। ছি! ইহার জন্য আবার সাহেবকে ডাকিতে হইবে। আমি যে সাহেব অপেক্ষা তোমায় অধিক ভালবাসি, তাহা কি তুমি জান না?

কথা শুনিয়া এবার বাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—"আপনি অগ্রে পান করুন।"

"একসঙ্গে পান করিতে হইবে"—বলিয়া মেরী অপর এক

গ্লাসে সুরা ঢালিয়া একত্রে দুইজনে পান করিল। হরদয়াল বাবু অল্প পান করিয়াছিলেন, মনে স্ফূর্ত্তি হইল। হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তখন মেরীর সহিত আমোদ করিতে মনে আর কোনরূপ দ্বিধা হইল না। অনেক প্রকার আমোদ আহ্লাদ চলিল। সেই দিন হইতে হরদয়াল বাবুর প্রকৃত অধঃপতন আরম্ভ হইল। হায়! শ্বেতাঙ্গিনীর কুহকে পড়িয়া হরদয়াল আপনার সেই দুর্লভ নির্ম্মল চরিত্র হারাইল।

কিছুক্ষণ পরে ম্যাকিণ্টস এক দীর্ঘাকার দৈনিক সংবাদ পত্র হস্তে রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সাহেবের সেই লালমূর্ত্তি দেখিয়া হরদয়াল বাবু ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন—পাপীর মন অল্পেই ভীত হয়। সাহেব বলিল—"বাবু আমার বিপক্ষে কে correspondence লিখিয়াছে; সে শত্রুকে জানিতে বাকি নাই, আমি তাহার সমুচিত শাস্তি দিব। তোমায় সাহায্য করিতে হইবে।" তাহার পর সাহেব কানে কানে তাহাকে কি বলিল।

হরদয়াল বাবু সাহেবের রাগের অন্য কোন কারণ মনে করিয়া ভীত হইয়াছিলেন, এখন তাহার সে ভয় দূর হইল; তিনি কলিকাতায় একদিন এক প্রসিদ্ধ বক্তার বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, আজ অল্প নেশার ঝোঁকে সেই বক্তা সরস্বতী ঘাড়ে চাপিল, তখন হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া কতক ইংরাজী কতক বাঙ্গালা ভাষায় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, সাহেবের শত্রু দমন করিবার নিমিত্ত তিনি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।

তাহার পর বাড়ী ফিরিয়া আসিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময় মেরী আবার সেই মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে কানে

কানে কি মহামন্ত্র ছাড়িয়া দিল এবং বিস্মৃতিক্রমে সেই মূল্যবান হীরক অঙ্গুরীয় প্রত্যার্পণ করিতে ভুলিয়া গেল। বাবুর একবা'র অঙ্গুরীয়েরদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছিল, কিন্তু চাহিতে সাহস হইল না। মনে মনে ভাবিলেন—উহা ঐ অঙ্গুলেরই উপযুক্ত!

—*—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রশ্নোত্তরে।

হরদয়াল ধীরে ধীরে গৃহে চলিল। ম্যাকিণ্টসের কুঠি হইতে হরদয়ালের গৃহ প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূর। বেলা তখন দশটা বাজিয়াছিল, সূর্য্যের কিরণও তখন প্রখর হইয়াছিল। হরদয়াল একাকী পদব্রজেই চলিল, সঙ্গে একটি ছাতি পর্য্যন্ত ছিল না। তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে যে রাস্তা দিয়া হরদয়াল দৌড়িয়া আসিয়াছিল, এখন সেই রাস্তা দিয়া দ্রুতবেগে যাইতে হরদয়ালের আর ক্ষমতা নাই। হরদয়াল ধীরে ধীরে চলিয়াছে, আর সেই শুভ্রকান্তি কোমলাঙ্গিনীর মুখারবিন্দের বিষয় ভাবিতেতেছে। আজ সেই বিড়ালাক্ষির অব্যর্থ সন্ধানে হরদয়ালের হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়াছে, বিম্বাধরের সেই বৈদ্যুতিক হাসি আজ তাহার হৃদয়মন্দির আলোকিত করিয়াছে। হরদয়াল ভাবিতেছে এমন রূপ ত কখন দেখি নাই। সেই কটাক্ষ, সেই ভ্রুভঙ্গি, সেই হাবভাবযুক্ত অঙ্গভঙ্গি, সেই বঙ্কিম গ্রীবার সঞ্চালন, একে একে সকল বিষয়ই এখন হরদয়ালের মনে উদয় হইতে লাগিল। সুতরাং হরদয়ালের পা আর উঠিল না, হরদয়াল রাস্তায় থমকিয়া দাঁড়াইল। পুনরায় মেরীকে দেখিবার জন্য তাহার মন বড়ই ব্যাকুল

হইল। গৃহের দিকে আর যাওয়া হইল না, হরদয়াল পুনরায় ফিরিয়া চলিল। কিন্তু কিছু দূর গিয়া কি মনে করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, অনেকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া মনে মনে কি ভাবিল, পুনরায় গৃহাভিমুখেই চলিল।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় হরদয়াল এই অর্দ্ধ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া গৃহে আসিয়া পৌছিল। এত বেলা পর্য্যন্ত হরদয়ালের স্নানাহার হয় নাই, সরলা ইহারই মধ্যে দুই তিনবার লোক পাঠাইয়া বাবুর সংবাদ লইয়াছিল। বাবু আসিয়া পৌছিল, রামদাস তাড়াতাড়ি বাবুকে তেল মাখাইতে গেল, কিন্তু বাবুর মুখেরদিকে চাহিয়া দেখিয়া রামদাস আজ বিস্মিত হইল। তখনও হরদয়ালের অল্প অল্প নেশা ছিল, তখনও সেই শ্রীমুখনিস্সৃত উকাণ্টারবাহিনার সোগন্ধে চারিদিক আমোদিত হইতেছিল। রামদাস বাবুর অবস্থা বুঝিল, তেল মাখাইতে গিয়া তাহার হস্ত কাঁপিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নিরবে থাকিয়া রামদাস জিজ্ঞাসা করিল—"এত বেলা পর্য্যন্ত কোথায় ছিলেন?"

প্রথমে এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া গেল না, হরদয়াল আজ বড়ই অন্যমনস্ক। পুনরায় ঐ প্রশ্ন হইল। হরদয়াল এবার উত্তর করিলেন—"কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে গিয়াছিলাম, কার্য্য শেষ করিতে বিলম্ব হইয়াছে।"

রামদাস ভৃত্য হইলেও পূর্ব্বে তাহার হরদয়ালের উপরও প্রভুত্ব চলিত, কিন্তু কর্ত্তার মৃত্যু হওয়া পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে রামদাস সে প্রভুত্ব হারাইয়াছে, সুতরাং রামদাস আর কোন প্রশ্ন করিল না। প্রশ্ন করিল না বটে, কিন্তু এই সময় তিন চারি বিন্দু চক্ষের জল রামদাসের গণ্ডস্থল গড়াইয়া পড়িল। তাহার

পর বাবুর স্নান হইয়া গেলে রামদাস হরদয়ালকে বলিল—"আপনি শীঘ্র অন্দরে যান, মাঠাকুরুণ দুই তিনবার আপনার সংবাদ লইয়াছিলেন, এখনও তাঁহার স্নানাহ্নিক পর্য্যন্ত হয় নাই।"

তখন এই "মাঠাকুরুণ" কথাটা হরদয়ালের মনে বড়ই আঘাত করিল। এতক্ষণ পরে সরমার কথা পুনরায় হরদয়ালের মনে উদয় হইল। হরদয়াল এতক্ষণ কল্পনায় মেরীর সহিত যে সুখ উপভোগ করিতেছিল, এইবার তাহার সেই সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। ধীরে ধীরে আবার সেই সরমামূর্ত্তি হরদয়ালের মন অধিকার করিল। কিন্তু পূর্ব্বে সরমার বিষয় মনে হইলে হরদয়াল যেরূপ অসীম আনন্দ অনুভব করিত, এবার সেরূপ কোন আনন্দ অনুভব না করিয়া বরং যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। সেই পতিপরায়ণা, নিষ্কলঙ্ক প্রেমমূর্ত্তির সম্মুখে হরদয়ালের কলঙ্কিত পাপহৃদয় ভীত ও আকুলিত হইল। তখন সরমার নিকট সে মুখ দেখাইতে হরদয়ালের আর সাহস হইল না। হরদয়াল ধীরে ধীরে বলিল——"সকলকে আহার করিতে বল, আমি এখন আহার করিতে অন্দরে যাইব না।"

রাম। সকলে আহার করিবে, কিন্তু আপনি আহার না করিলে'ত মাঠাকুরুণ আহার করিবে না।

রামদাসের এই কথাও হরদয়ালের হৃদয়ে আর একঘা আঘাত করিল। হরদয়াল একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল—"আমার এখন ক্ষুধা নাই, এবেলা আর আহার করিব না, তাহাকে আহার করিতে বলিয়া আইস, আর আমার জন্য বৃথা অপেক্ষা করিতে হইবে না।"

রাম। আপনি কি আজ নূতন হইলেন নাকি, এ বেলা

যদি আপনার আহার করা না হয়, তবে এমন কোন বেটা নেই যে তাঁহাকে আহার করাইতে পারে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া হরদয়াল পুনরায় বলিল—"তুমি অন্দরে গিয়া সংবাদ দিয়া আইস যে, আমার শরীর বড়ই অসুস্থ, সুতরাং আজ আর আহার করিব না। আমি বাহিরেই শুইয়া রহিলাম।"

রামদাস ধীরে ধীরে সে সংবাদ অন্দরে গিয়া দিল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"যদি শরীর অসুস্থ হইয়া থাকে তবে মাঠাকুরুণ আপনাকে অন্দরে যাইতে বলিতেছেন। আপনাকে অন্দরে গিয়া শুইতে হইবে।"

হরদয়াল ইহাতে রাজি হইল না। বলিল—"রামদাস, তুমি অন্দরে গিয়া বল, যে বাবু ঘুমাইয়াছে, এখন আর তাঁহাকে জাগাইব না।"

এবার রামদাস অন্দরে গিয়া সেরূপ কোন মিথ্যা কথা বলিল না বটে, কিন্তু অনেক কষ্টে কোনরূপে বাবুর এখন অন্দরে না আসিবার কারণ সরমাকে বুঝাইল। হরদয়াল তখন গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শয়ন করিল, কিন্তু শয়ন করিয়া হরদয়াল সুস্থির হইতে পারিল না, তখন স্নানের পর সে গোলাপী নেশা হরদয়ালের আর ছিল না। হরদয়ালের হৃদয়ে তখন কেবল একবার সরমা আর মেরী আবার পুনরায় মেরী আর সরমার কথা উদয় হইয়া তাহাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। মেরীর কথা মনে উদয় হইলে হৃদয়ে যে আনন্দ হইত, তখনি সরমার কথা মনে জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে ও আতঙ্কে হৃদয় আকুলিত করিত। হরদয়াল তখন মনে মনে স্থির করিল, এখন কিছুক্ষণ কেবল মেরীর

কথাই ভাবিব, সরমার কথা ততক্ষণ আর মনে স্থান দিব না, কিন্তু কি জানি কেন মেরীর কথা ভাবিতে গেলেই ধীরে ধীরে সরমার কথা যেন মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। হরদয়াল পুনরায় আকুল হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ এইরূপ ঘটনার পর হরদয়ালের মনোমধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তর হইতে লাগিল।

প্রশ্ন। আচ্ছা, সরমা কি সুন্দরী নয়?

উত্তর। সরমাও সুন্দরী বটে, কিন্তু—এ্যাঁ—কি বলিতেছিলাম,—হাঁ,সেই শ্বেতাঙ্গিনী মেরীর নিকট কি দাঁড়াইতে পারে?

প্র। তবে মেরী সরমা অপেক্ষাও সুন্দরী?

উ। তাহা না হইলে মেরীর রূপে মন মোহিত হইবে কেন?

প্র। আচ্ছা, সরমা কি আমায় প্রাণের সহিত ভালবাসে না?

উ। সরমা যথার্থ ভালবাসে—প্রাণের সহিতই ভাল বাসে, কিন্তু সে যে বিবাহিতা স্ত্রী, স্বামীকে ভালবাসা ভিন্ন তাহার আর অন্য উপায় কি?

প্র। মেরী কি আমায় সেরূপ ভালবাসে?

উ। মেরী সরমার ন্যায় ভালবাসে না সত্য, কিন্তু সে একেত পরস্ত্রী তাহার উপর আবার ইংরাজ মহিলা, সুতরাং তাহার সেই একটু আধটু অনুগ্রহই কি আমার পক্ষে যথেষ্ট নয়?

প্র। সরমা আমায় যেরূপ প্রাণের সহিত ভালবাসে, আমি কি সে ভালবাসার প্রতিদান করি?

উ। (অনেকক্ষণ পরে) না।

প্র। বিবাহিত স্ত্রীর যেমন স্বামীকে ভালবাসা কর্ত্তব্য বিবাহিত স্বামীরও কি স্ত্রীর প্রতি সেরূপ ভালবাসা কর্ত্তব্য নয়?

উ। হাঁ—তা—তা—তা— বটে—।

এই সময় হরদয়ালের মুখ শুকাইয়া গেল, অপরাধীকে তাহার অপরাধের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিলে, তাহার মনের অবস্থা যেরূপ হয়, হরদয়ালও এখন সেইরূপ অবস্থাপন্ন। এই সময় কে আসিয়া দরজায় ধীরে ধীরে আঘাত করিল, সে আঘাতে হরদয়ালের মনে অধিকতর ভয়সঞ্চার হইল। তাহার পর কে যেন বাহির হইতে অতি ক্ষীণ মিহি স্বরে ডাকিল—'বাবু—বাবু—বাবু'। স্বর শুনিয়া হরদয়ালের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, কম্পিত হৃদয়ে কম্পিত হস্তে হরদয়াল উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ মেরী হাসিতে হাসিতে গৃহে প্রবেশ করিল। পূর্ব্বেই মেরীর আজ্ঞায় গাড়ি প্রস্তুত হইয়াছিল। "আইস আমরা সন্ধ্যা সমীরণ সেবন করিতে যাই।"—এই বলিয়া মেরী হরদয়ালের হস্ত ধরিয়া লইয়া চলিল। মন্ত্রবশীকৃত সর্পের ন্যায় হরদয়াল সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বেলা তখন ছয়টা বাজিয়াছিল, তখন পর্য্যন্ত সে দিবস হরদয়াল আহার করে নাই।

পরদিবস প্রাতে প্রাতঃসমীরণ সেবন করিতে করিতে হরদয়াল গৃহে ফিরিয়া আসিল। সে দিবসও তাহার মনে অনেক প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল, কিন্তু শেষ সিদ্ধান্ত এই হইল যে, সরমা বিবাহিত স্ত্রী, সুতরাং অন্নবস্ত্র দ্বারা অবশ্য পালনীয়া, সে বিষয়ে হরদয়ালের পক্ষে কোন ত্রুটী হইবে না। ইহার অধিক সরমা আর কি প্রত্যাশা করিতে পারে? পাপী প্রথম পাপকর্ম্মে রত হইলে এইরূপেই মনকে প্রবোধ দিয়া থাকে।

—•—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উদ্দেশে।

প্রবোধচন্দ্রের যে গ্রামে বাস ছিল, তাহার নাম ললিতপুর, কিন্তু সচরাচর লোকে তাহাকে নল্‌তেপুর বলিয়া ডাকিত। ললিতপুর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে শ্যামনগর নামে আর একটি গ্রাম আছে। সে গ্রামটি ললিতপুর হইতে অনেক অংশে ভাল ছিল। যদিও ললিতপুরের ন্যায় ইহা ভাগীরথীর তীরে নয়, কিন্তু শ্যামনগর বেষ্টন করিয়া রেখাবতী নামে একটি নদী ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছিল; সুতরাং শ্যামনগর গঙ্গার উপর না হইলেও এ অঞ্চলের পক্ষে ইহা সহর তুল্য ছিল, এবং এখানে বাণিজ্য ব্যবসাও একরূপ চলিত। এই গ্রামের মধ্য দিয়া একটি প্রশস্ত রাস্তা আছে; রাস্তার দুই পার্শ্বে কিছু দূরে দূরে নানা রকমের দোকান—কেবল একস্থানে একত্রে অনেকগুলি দোকান ছিল। ঐ স্থলে প্রাতঃকালে বাজার বসিত এবং বৈকালে গ্রামের অকর্ম্মণ্য লোকের আড্ডা ছিল, অনেক তাস পাশা পড়িত এবং তামাকু পুড়িত। দোকানদারেরা বিরক্ত হইত, কিন্তু "ঠাকুর মহাশয়দিগের" ভয়ে কিছু বলিতে পারিত না।

একদিন বৈকালে ঐ স্থানে খুব ধুম্‌ধাম্‌ লাগিয়া গিয়াছে, "কচেবারো" ও "ছক্কা" প্রভৃতির সহিত হাস্য ও জয়ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া মধ্যে মধ্যে ভয়ানক কোলাহল উঠিতেছে, এমন সময় অকস্মাৎ আর একটি শব্দ দূর হইতে শুনা যাইতে লাগিল। একখানি পাল্কি রাস্তা দিয়া বাজারের দিগে আসিতেছিল, বেহারাদিগের গলার শব্দ চতুর্দ্দিক কম্পিত করিতেছিল। রাস্তা দিয়া গুটিকতক স্ত্রীলোক কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল, দূর

হইতে পাল্কি দেখিয়া আর পা উঠিল না, রাস্তার এক ধারে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পাল্কি নিকটে আসিলে সকলে আগ্রহের সহিত আরোহীকে দেখিতে লাগিল, এবং চলিয়া গেলে একজন অপর জনের গা টিপিয়া অনুচ্চ স্বরে কি বলিয়া হাসিয়া উঠিল, সঙ্গিনীরা সকলে সেই হাসির সহিত যোগ দিল। নিকটে একটি গরু বাঁধা ছিল, তাহাদের রকমসকম দেখিয়া দড়ি ছিঁড়িয়া দৌড় দিল। দুই চারিটি এইরূপ ঘটনার পর পাল্কিখানি বাজারে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সকল লোকের মন পাল্কির দিকে আকৃষ্ট হইল, সকলে তাস্ পাশা ফেলিয়া পাল্কির নিকট আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল। সকলেই আরোহীকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইল। বেহারাগণ পাল্কি নামাইয়া কোমর হইতে গামছা খুলিয়া ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে লাগিল, কেহ বা তামাকের জন্য দোকানদারদিগের নিকট উমেদারী করিতে লাগিল। আরোহী আমাদের প্রবোধ-চন্দ্র। তিনি পাল্কি হইতে নামিলেন একজন দোকানদার তাড়াতাড়ি একখানি চৌকি আনিয়া বসিতে দিল। বসিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল —"মহাশয়, আপনি কি নল্‌তেপুরের জমীদার পীতাম্বর বসুর পৌত্র এবং নীলমণি বসুর পুত্র আর আপনার নাম কি প্রবোধ বাবু?" প্রশ্ন শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া অতি বিনীতভাবে প্রবোধ উত্তর করিলেন "আজ্ঞা হঁা।" প্রবোধের বিষয় বৃদ্ধ ভাল জানিতেন, পুনরায়, জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি আপনার বন্ধু সুরেন্দ্র বাবুর বাড়ী যাইতেছেন?" পুনরায় প্রবোধ উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা হঁা"। বৃদ্ধ বলিল—"আপনি আর তবে এখানে বিলম্ব করিবেন না, বাবু আপনাকে পাইলে কত আহ্লাদিত হইবেন।"

প্রবোধ। বাবুর বাড়ি এখান হইতে কত দূর?

বৃদ্ধ। অধিক দূর নয় এখান হইতে রসি পাঁচ ছয় হইবে।

প্রবোধ। কোন দিক দিয়া যাইতে হয় বলিতে পারেন?

বৃদ্ধ। চলুন, আপনার সঙ্গেই যাইতেছি।

বেহারাদিগকে সেইখানে বিশ্রাম করিতে বলিয়া প্রবোধচন্দ্র পদব্রজে বৃদ্ধের সহিত সুরেন্দ্রের বাটীর দিকে চলিলেন। অনেক নিষ্কর্ম্মা লোক তত বেলা থাকিতে খেলা ভঙ্গ হইয়া গেল, সুতরাং এখন কি করিবে ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

এই অবসরে আমরা পাঠকগণকে সুরেন্দ্রনাথের বিষয় কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। সুরেন্দ্রনাথের পিতার অবস্থা প্রথমে বড় ভাল ছিল না। তিনি তাঁহার মাতুলের মৃত্যুর পর কিছু বিষয় পাইয়াছিলেন, পরে ওকালতি করিয়া এবং অনেক রকম কৌশলে বিস্তর জমিদারী খরিদ করেন; তাঁহার মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয়ের আয় প্রায় একলক্ষ টাকা ছিল। প্রথমে পিতার অবস্থা ভাল না থাকায় সুরেন্দ্র বাল্যকালে ললিতপুরে মাতুলালয়ে থাকিতেন, পরে বড় হইলে ও ঐস্থানের মায়া ভুলিতে পারেন নাই,—সর্ব্বদাই ললিতপুরে যাইতেন এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকিতেন। সেইজন্য প্রবোধচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। ইদানী কুসুমের প্রণয়ে নৈরাশ হওয়া পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ মাতুলালয়ে বড় যাইতেন না, সুতরাং প্রবোধের সহিত তাঁহার অনেক দিন পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই।

প্রবোধ কিছুদূর গিয়া সম্মুখে একটী গেট্ দেখিতে পাইলেন। গেটের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন পথের দুইধারে নানা জাতীয় ফুলগাছ সকল নানা রকমের ফুলে আলো করিয়া রহি-

য়াছে এবং দুই ধারেই দুইটী বড় বড় পুষ্করিণীও রহিয়াছে। সদর-দরজায় প্রবেশ করিলেন—তথায় দুইজন হিন্দুস্থানী খাটীয়ার উপর শয়ন করিয়া নাকিস্থরে তুলসীদাসের গীত গাইতেছিল, একজন বাবু আসিয়াছেন দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া লম্বা ছেলাম দিল। সম্মুখেই বিস্তৃত উঠান; তাহার পূর্ব্বদিকে একটি বড় পূজার দালান—চারিধারে চক্ মিলান। দালানে একজন গুরুমহাশয় কতকগুলি ছাত্রকে লেখাইতেছিল, একজন সম্ভ্রান্ত আগন্তককে দেখিয়া পাঠশালার ইন্‌স্পেক্টর বাবু মনে করিয়া তাড়াতাড়ি ছাত্রদিগকে ছুটি দিয়া বাড়ির ভিতর গিয়া লুকাইল। একজন সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মচারী প্রবোধকে সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া চলিলেন, অন্যান্য লোকেরা কেহ বৈঠকখানায় কেহ কাছারি ঘরে যাহার যেখানে পশার, গিয়া গুলজার করিতে লাগিলেন।

—*—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অন্তর্প্রকৃতি।

কুসুমের প্রণয়ে নিরাশ হইয়া সুরেন্দ্রনাথকে আমরা উন্মত্তপ্রায় হইতে দেখিয়াছি, তাহার পর কুসুমকে যে পত্র লেখা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার হৃদয় পরিবর্ত্তনের পরিচয়ও পাইয়াছি। এক্ষণে এত অল্প দিনের মধ্যে ধীরে ধীরে কিরূপে এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল, অগ্রে সেই বিষয়ে দুই এক কথা বলিব।

সুরেন্দ্র পূর্ব্বে অনেকবার প্রবোধের বাড়িতে কুসুমকে দেখিয়াছিল, কখন কুসুমের জন্য তাঁহার হৃদয় চঞ্চল হয় নাই, কিন্তু

যে দিন তিনি কুসুমকে জলমগ্ন হইতে উদ্ধার করিলেন, সেই দিন কুসুমের সেই অচৈতন্যাবস্থার অপূর্ব্ব রূপমাধুরী ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। হঠাৎ সেই দিন কুসুমের রূপে সুরেন্দ্রের হৃদয় ভরিয়া গেল। সুরেন্দ্র দেখিল যে সে রূপ অতুলনীয়, এবং তাহাতে স্বর্গীয় পবিত্রতা বিরাজমান। কেন যে এত দিন সে রূপ চক্ষে লাগে নাই, সে কথাও তখন সুরেন্দ্রের মনে হইয়াছিল। তাহার পর অনেক যত্নে স্বহস্তে সেই বালিকাকে অচৈতন্যাবস্থায় সুরেন্দ্র প্রবোধের গৃহে আনিল। সেই দিন সমস্ত রাত্রি শুশ্রূষা করিয়া সুরেন্দ্র কুসুমের জীবনদান করিল। সে রাত্রি প্রবোধও সুরেন্দ্রের সাহায্য করিয়াছিল। এই বালিকা সম্বন্ধে উভয়ের অনেক কথা হইয়াছিল, প্রবোধের মুখে সুরেন্দ্র বালিকার অসাধারণ গুণের পরিচয় পাইল, তখন সুরেন্দ্রের হৃদয় মধ্যে একটী ভয়ানক আন্দোলন হইতে লাগিল। তাহার পর সুরেন্দ্র প্রবোধের মুখে কুসুমের সমস্ত পরিচয় পাইল। কুসুমকে ব্রাহ্মণ কুমারী শুনিয়া সুরেন্দ্রের হৃদয়ে বিশেষ আনন্দ হইল। সুরেন্দ্র ললিতপুরে দুই এক দিনের অধিক থাকিতেন না, কিন্তু এবার তাঁহাকে কিছু অধিক দিন থাকিতে হইল, মাতৃলালয়ে না থাকিয়া সর্ব্বদাই প্রবোধের গৃহে থাকিতেন, আর কুসুমকে দেখিয়া এবং তাহার সহিত কথা কহিয়া অসীম আনন্দ উপভোগ করিতেন। এইরূপে সুরেন্দ্রের প্রণয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

তাহার পর সুরেন্দ্র আর কুসুমের সহিত পুষ্পোদ্যানে যে কথা হয়, তাহা পাঠকপাঠিকাগণের অবিদিত নাই। তখন কুসুমের প্রণয়ে নিরাশ হইয়া সুরেন্দ্র হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইলেন, কারণ তিনি ইহার জন্য কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না।

সুরেন্দ্র কুসুমকে বিবাহ করিতে চাহিলে যে কুসুম সম্মত হইবে না, একথা তখন পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথের মনে একবারও উদয় হয় নাই। এই নিরাশপ্রণয়ের পরিণাম বড়ই শোচনীয় হইত, যদি সেই দিন শ্মশানে রমা পাগলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ না হইত। যে প্রণয়-স্রোত ভীষণবেগে তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছিল, হঠাৎ রমা পাগল সেই স্রোতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই স্রোতের গতিরোধ করিল—রমা পাগলের প্রণয়-পরিণাম দেখিয়া সুরেন্দ্র-নাথের চৈতন্য হইল! সে প্রণয়-স্রোত আর তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারিল না বটে, কিন্তু গভীরতায় বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে তাহা অতলস্পর্শ হইল।

তাহার পর কুসুমকে যে পত্র লেখা হয়,তাহা পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে। সে পত্রের যে উত্তর আসিল, তাহাতে সুরেন্দ্রও বিস্মিত হইল। কাহাকে কোন কথা প্রকাশ করিল না, সুরেন্দ্র আপনার নবজীবন আরম্ভ করিল; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সুরেন্দ্র আপনার হৃদয় নিজে বিশ্বাস করিতে পারে নাই, সেই কারণ এখনও ললিতপুরে গিয়া কুসুমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহসী হয় নাই, এখন ও কুসুমকে সুখী করিয়া নিজে সুখী হইতে পারে নাই।

* * * * *

আজ সুরেন্দ্র একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছেন, নিকটেই দাওয়ান সনাতন কতকগুলি জমীদারী কাগজপত্র হস্তে দাঁড়াইয়া আছেন। সনাতন একজন বিশ্বাসী পুরাতন কর্ম্মচারী এবং বড়ই প্রভুপরায়ণ। সনাতনকে নিকটে দাঁড়াইতে দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ পুস্তক বন্ধ করিয়া বলিলেন—"আপনার কোন কথা বলিবার থাকে, বলুন।"

সনাতন তখন ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে বলিল—"হুজুর——

সুরে। এরূপ ভাবে বলিবার আবশ্যক নাই, সহজ কথায় বলুন।

সনা। ধর্ম্মাবতার——

সুরে। এরূপ সম্বোধন আমাকে করিবেন না, আপনার কি বলিবার আছে, সাদা কথায় বলুন।

সনা। যে আজ্ঞে, হুজুর। এই সীতারামপুর মহলের নায়েব পত্র পাঠাইয়াছে, যে এ বৎসর ভালরূপ ফসল না হওয়ায় কোন প্রজা খাজানা দিতে চায় না। এখন সেখানে একটু আধটু—এই প্রজাপীড়ন না করিলে আর সে মহলে পুন্যে হয় না। তাই—এই হুজুরের এই—অনুমতি—

সুরে। সনাতন বাবু, এরূপ কথা মুখে আনিবেন না, ফসল না হইলে খাজানা দেওয়া অন্তরে থাকুক, প্রজা পেটে কি খাইবে? আপনি সীতারামপুরের নায়েবকে এখনি পত্র লিখুন যে, এ বৎসর সীতারামপুরে খাজানা আদায় যেন বন্ধ থাকে, আর যে সকল প্রজা দরিদ্র তাহাদিগকে সরকার হইতে যেন বিশেষ সাহায্য করা হয়, যদি একজন প্রজা অন্নাভাবে কষ্ট পায়, তবে তাহার দায়ী তাঁহাকে হইতে হইবে।

সনা। আজ্ঞা—আজ্ঞা—এরূপ করিলে কি আর জমীদারী চলে?

সুরে। এরূপ করিলেই জমীদারী চলে, প্রজাপীড়নে জমীদারী উৎসন্ন যায়।

সনা। হুজুর আপনার ব্যয় কুলান হইবে কোথা হইতে? গরিব

লোকের মাসহারাতেই মাসে তিন চারিহাজার টাকা দিতে হয়, তাহার উপর অমুক গ্রামে রাস্তা নাই, রাস্তা করে দাও, অমুক গ্রামে গরিব প্রজা চিকিৎসাভাবে মারা গেল, হাঁসপাতাল করে দাও। এরূপ প্রত্যই একটা না একটা মোটা মোটা ব্যয় আপনার আছেই। দেখুন দেখি, যেমন আয় তেমনি ব্যয়, হুজুর একটা অত বড় মহলের খাজানা যদি বন্ধ করেন, তবে এ সকল ব্যয় কোথা থেকে আমি কুলান করি?

সুরে। কেন আমার যেমন আয় তেম্‌নি ব্যয়, যতক্ষণ টাকা থাকিবে, ততক্ষণ আপনি দিবেন।

এই সময় দরজায় কিসের শব্দ হইল, উভয়ে সেইদিকে চাহিয়া দেখিল। ঠিক সেই সময় প্রবোধবাবু সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। সুরেন্দ্র আহ্লাদে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহার অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত হইল, তখন সনাতন আর কোন কথা বলিবার সুবিধা হইবে না বুঝিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। প্রবোধ উপবেশন করিলে পর, সুরেন্দ্র বলিল— "ভাই প্রবোধ, আজ তোমায় দেখিয়া যে কি আহ্লাদ হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না, তুমি যে কোন সংবাদ না দিয়া হঠাৎ শ্যামনগরে আসিবে একথা আমার একবারও মনে হয় নাই। তোমার সমস্ত মঙ্গল ত।

প্রবোধ। শারিরীক কোন অমঙ্গল নাই, কিন্তু বড়ই বিপদে পড়িয়াছি, সেই জন্য তোমার সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছি।

সুরে। কি বিপদ ভাই?

প্রবোধ। ম্যাকিণ্টসের বড়ই অত্যাচার বাড়িতেছে। আজ

প্রাতে শালসাগ্রামের প্রায় পাঁচশত প্রজা আমার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদের মুখে অত্যাচারের সকল বিষয় শুনিয়া আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, সেই ৪।৫ শত দরিদ্র প্রজার চক্ষের জল আমি স্বচক্ষে দেখিয়া বড়ই মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইয়াছি। এখনও যেন তাহাদের সেই আর্ত্তনাদ আমার কর্ণে বাজিতেছে। ভাই, আমি বড়ই ব্যাকুল, বড়ই অস্থির হইয়াছি।

সুরে। এরূপ অস্থির হইলে চলিবে না, স্থিরভাবে এই সকল অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করিতে হইবে। অত্যাচার কিরূপ বাড়িতেছে?

প্রবো। পূর্ব্বে'ত কুলিদিগকে কুটীতে খাটাইয়া মজুরী দিত না, সেই জন্য কেহ সাহেবের কুটীতে কাজ করিতে অস্বীকার হইলে সাহেবের লোকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইত এবং তাহাকে অত্যন্ত প্রহারও করিত। এখন আবার অত্যাচারের চূড়ান্ত করিতেছে, সাহেব তাহাদের স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কেহ প্রতিবন্ধক হইলে সাহেব রাত্রে তাহার ঘরে আগুণ লাগাইয়া দিয়া সকলকে পুড়াইয়া মারে।

সুরে। ভাই, ইংরাজ রাজত্বে বাস করি, এই সকল ভয়ানক অত্যাচারের দণ্ড অবশ্যই হইবে। কিন্তু ভাই, মনে করিয়া দেখ দেখি, এই সকল অত্যাচার আমরা নিজের দোষে সহ্য করিতেছি। বসন্তপুরে ম্যাকিণ্টস আসিল কিরূপে ভাই? দুগ্ধ দিয়া এ কালসর্প পুষিল কে?

প্রবোধ। হরদয়ালই এই সকল অত্যাচারের মূল। কিন্তু এখনও তাহার চৈতন্য হয় নাই। তাহার নিজের অবস্থা ক্রমে ক্রমে বড়ই

শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে, নগদ টাকা সমস্তই নষ্ট করিয়াছে, আর তাহার জমীদারীর অবস্থা যেরূপ, সে'ত শীঘ্রই লাটে উঠিবে।

সুরে। ম্যাকিণ্টসই তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতেছে। এখন প্রথমে তাঁহাকে এই সকল কথা বেশ করিয়া বুঝাইয়া যাহাতে সাহেবকে এখান হইতে দূর করিয়া দিতে পারা যায়, তাহার উপায় করিতে হইবে। তিনি তোমারই বিশেষ আত্মীয়, তুমি চেষ্টা করিলে এ কার্য্য সফল হইতে পার।

প্রবো। আমি চেষ্টার ক্রটী করি নাই, তথাচ আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব, এখনি আমি হরদয়ালের নিকট যাইব।

এই সময় সেই অট্টালিকা সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান হইতে শোনা গেল—কে যেন উচ্চৈঃস্বরে পুনঃপুনঃ বলিতেছে—"আজ রমা পাগলার বিয়ে, তোরা উলুদে, উলুদে, সবাই মিলে উলুদে।"

প্রবোধ চন্দ্র সেই স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। সুরেন্দ্র বলিল— "সেই রমা পাগল, আমার পরম বন্ধু। এ সংসারে এরূপ পাগলের দ্বারা অনেক উপকার হইতে পারে, এমন বিশ্বপ্রেমিক পাগল আমি দেখি নাই।

প্রবো। ইহার সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ অবস্থা হইবার যথার্থ কারণ জানেন?

সুরে। পূর্ব্বপরিচয় কাহাকেই বলেন না, তবে আমি এই পর্য্যন্ত জানি যে ইনি প্রণয়ে নিরাশ হন, কিন্তু ইনি মহাপুরুষ নিজের মনের উপর এতদূর প্রভুত্ব যে ক্রমে সেই প্রণয় পৃথিবীর সমস্ত জীবে ন্যস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

প্রবো। একবার এখানে ডাকুন্ না, একবার তাঁহার সহিত কথা কহিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে।

সুরে। ডাকিতে হইবে না, এখনি আসিবেন।

এই সময় রমা পাগল আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার গলদেশে এবং মস্তকে অনেক ফুলের মালা ঝুলিতেছিল। সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"আজ তোমার গলায় হাড়ের মালার পরিবর্ত্তে ফুলের মালা কেন রমেশ?"

রমা। হাড় ও শাদা, আর এ ফুল ও শাদা।

প্রবো। ফুল বাগানে যে বিয়ে বিয়ে করে চিৎকার করিতেছিলেন, সে বিবাহ আপনার কাহার সঙ্গে হইবে?

রমা। এখন তোমারই সঙ্গে।

সুরো। এ নূতন রকম বিবাহ বটে।

রমা। নূতন নয় ভাই, নূতন নয়। প্রতিদিন, প্রতিমূহুর্ত্তে আমার এ বিবাহ হয়।

প্রবো। এত মনোমত পাত্রী পান্ কোথায়?

রমা। পাত্রীর অভাব নাই ভাই—পাত্রীর অভাব নাই। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ভূচর, খেচর জলচর অসংখ্য অসংখ্য জীব আছে।

এবার রমাপাগলের কথা শুনিয়া প্রবোধ বিস্মিত হইল। ধীরে ধীরে সুরেন্দ্রের কানে কানে বলিল—"ইনি যথার্থ বিশ্বপ্রেমিক বটে।"

সুরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া পাগলকে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, রমেশ, আমায় বিবাহ করিবে না?"

পাগল। এইবার হাসিল, অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই উচ্চহাসি সে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। পাগল অনেক চেষ্টা করিতেছে, তবু যেন সে হাসি থামাইতে পারিতেছে না। কিছুক্ষণ পরে সে হাসি থামিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পাগল কাঁদিতে আরম্ভ

করিল, কিছুক্ষণ পরে সে কান্নাও থামিল। কিন্তু এতক্ষণ সুরেন্দ্র ও প্রবোধ উভয়েই নিরব, পাগলের সেই হাসি কান্নার অর্থ এক-জন মাত্র বুঝিয়াছিল। হায়! এ সংসারে পাগলের হাসি কান্না কয় জন বুঝিতে পারে?

তাহার পর পাগল চক্ষু মুছিয়া স্থির হইয়া বসিয়া বলিল—"তুমি কেবল বাদ! আমার এই বিশ্ব-প্রাণীবিবাহে তুমি একলা বাদ!

সুরে। কেন—অপরাধ?

রমা। এই অনন্ত বিবাহের ঘটক হইবে কে?

পাগল বসিয়াছিল কথা কয়েকটী বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রবোধ পুনরায় তাহাকে কি প্রশ্ন করিতে যাইতে-ছিল, কিন্তু সুরেন্দ্র পাগলের চরিত্র বিশেষরূপ জানিত, সেই কারণ এ সময় কোন প্রশ্ন করিতে প্রবোধকে নিষেধ করিল। প্রবোধ দ্বিরুক্তি করিল না, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই পাগ-লের মুখেরদিকে চাহিয়া রহিল।

প্রবোধ। আমি এখন একবার হরদয়ালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব, এবং যতদূর সাধ্য তাহাকে বুঝাইয়া বলিব। ফল যে কি হইবে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। আর হর-দয়াল যদি ম্যাকিণ্টসের সহায় হয়, তাহা হইলে কি আর সে অত্যাচারীর দণ্ড হইবে না? যাহা হউক, আমি সেখান হইতে রাত্রি আট্টার মধ্যেই ফিরিয়া আসিব, যেরূপ করিলে সকল দিক বজায় থাকে তাহা তোমায় করিতে হইবে।

সুরে। তুমি ফিরিয়া আসিলে ভাই, যে কার্য্য করা স্থির হইবে, আমরা উভয়ে সেই কার্য্যক্ষেত্রে নামিব।

রমা আবার উচ্চহাস্য করিয়া বলিল—"উভয়ে না—উভয়ে না, তুমি সুরেন একলা। প্রবোধের হৃদয় আছে, কিন্তু কার্য্য নাই। রমণী প্রণয়াবদ্ধ মন কার্য্যক্ষম হয় না।"

প্রবোধ পাগলের কথা বুঝিল, বুঝিয়া কিছু অপ্রস্তুতও হইল, তাহার পরে পাগলের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে হরদয়ালের উদ্দেশে চলিল।

—*—

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অনুরোধ।

সুরেন্দ্রের বাড়ি প্রবোধের বাড়ি হইতে অধিক দূর নহে—অর্দ্ধ মাইল মাত্র। সুতরাং প্রবোধের পৌছিতে অধিক বিলম্ব হইল না, ঠিক সন্ধ্যার সময়েই পৌছিলেন। প্রবোধ কাহাকে কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া একবারে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়াই উপরে উঠিলেন। হরদয়ালের বাড়ি এখন ইংরাজী ফ্যাসানে সজ্জিত। সিঁড়ির দুই ধারে নানাজাতীয় বিলাতি ক্রোটন শোভা পাইতেছে। দ্বিতলে উঠিয়াই বামদিকে একটি বৃহৎ গৃহ, ইহাই হরদয়াল বাবুর (Drawing Room) বা ইংরাজী বৈটকখানা। প্রবোধ এই গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন বড়ই সুন্দররূপে সাজান রহিয়াছে। গৃহের মেজের উপরে তাহার পরিমাণ অনুযায়ী একখানি সুন্দর কারপেট বিস্তৃত, তাহার উপর সাটিন্ ভেল্‌ভেটমোড়া অটোম্যান সুট ও অন্যান্য স্প্রীং কোচ ও চেয়ার যথাস্থানে স্থাপিত। চারি দেয়ালে চারি খানি সুদীর্ঘ আয়না, প্রত্যেক আয়নার দুই ধারে শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত সাইড টেবেল, তাহার উপর ফুলের তোড়া, এবং নানাপ্রকার

হস্তিদন্তনির্ম্মিত ছোট ছোট খেলনা প্রভৃতি বড়ই সুন্দরভাবে সাজান রহিয়াছে। গৃহ উত্তম পেনটীং করা, জানালা ও দরজার কারনিসের উপর গিল্টির কারনিস দেওয়া, সেখান হইতে সাদা নেটের দুই থানা পরদা ঝুলিতেছে। দেয়ালে নানা প্রকার বিলাতি ছবি, প্রভু যীশুখ্রীষ্ট হইতে ভিনস্ ও আডনিস্ পর্য্যন্ত আছেন। প্রবোধ সেই গৃহে উপবেসন করিলেন, তখন সে গৃহে কেহই ছিল না।

প্রবোধ সেই গৃহে বসিয়াই পার্শ্বের গৃহে কতকগুলি লোকে বিশেষ আমোদ আহ্লাদ করিতেছে তাহা বুঝিতে পারিলেন। সেখানে বড়ই হাসির গড়রা উড়িতেছে, আমোদের ফোয়ারা উঠিতেছে ও ইয়ারকির বোল ছুটিতেছে। কণ্ঠস্বরে বুঝিলেন যে হরদায়ালবাবুও এই গৃহে আছেন, কিন্তু সেগৃহে যাইতে প্রবোধের সাহস হইল না। তিনি প্রায় দশমিনিটকাল বসিয়া আছেন. এমন সময় রামদাস আসিয়া উপস্থিত হইল। রামদাস প্রবোধবাবুকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়াই, প্রণাম করিয়া দাড়াইল, এবং কুশল জিজ্ঞাসা করিল। প্রবোধ সে প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিলেন—"রামদাস, আমি যে আসিয়াছি বাবুকে একবার সংবাদ দাও।"

রামদাস বাবুকে গিয়া সংবাদ দিল, এবং ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে ঐ পার্শ্বের গৃহে যাইতে অনুরোধ করায় অগত্যা প্রবোধকে সেই গৃহে যাইতে বাধ্য হইতে হইল। এ গৃহে টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি কিছুই ছিল না, পরিষ্কার সাদা ঢালা বিছানা ও তাকিয়া সাজান। গৃহটী সুন্দররূপ পেনটিং করা বটে, কিন্তু দেওয়াল বড়ই কুৎসিত ছবিতে পরিপূর্ণ। হরদয়ালকে

৫।৭ জন লোক বেষ্টন করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। প্রবোধ গৃহে প্রবেশ করিলে তাহাদের একজন অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। প্রবোধের আসাতে অনেকেরই মুখে যেন বিরক্তির চিহ্ন দেখা গেল, সে আমোদের ফোয়ারা বন্ধ হইয়া গেল। হরদয়াল তাহার পর কথা টানিয়া টানিয়া বলিল—“কি হে, তোমার সংবাদ ভাল ত?”

পূর্ব্বে প্রবোধকে হরদয়াল জেষ্ঠ্যভ্রাতার ন্যায় সম্মান করিত, কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই। কিন্তু প্রবোধ তাহার জন্য কিছুই দুঃখিত নন। তিনি যথাযোগ্য উত্তর করিয়া জিজ্ঞসা করিলেন—“তুমি কেমন আছ?”

হরদয়াল উত্তর করিল—“আমার শরীর বড় ভাল নয়।”

প্রবোধ। অসুখটা কি?

হর। অসুখ এমন কিছু নয়, তবে কি না এই—

হরদয়াল অসুস্থতার কারণ স্পষ্ট কথায় কিছুই বলিতে পারিতেছিল না, তাহা দেখিয়া গঙ্গাধর নামক একজন পারিষদ বলিল—“কি জানেন মহাশয়, বাবুকে এখন গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয়, কাজেই সময়ে সময়ে শরীর অসুস্থ হয়। আরো কি জানেন—“শরীরং ব্যাধিমন্দিরং।”

প্রবো। গুরুতর পরিশ্রমের আবশ্যক কি?

গঙ্গা। এই জমীদারীর কাজকর্ম্ম দেখা, সংসারের সকল কার্য্যের বন্দোবস্ত করা, আরো কত রকম কাজকর্ম্ম আছে; আপনারাও জমীদার—বড় বংশ সকলই জানেন।

এই সময় অন্য আর একজন পারিষদ হাসিতে হাসিতে বলিল—“সে সকল রকম কি জানেন, এই আহার বিহারে আমোদ প্রমোদে বাবুর বড়ই গুরুতর পরিশ্রম হয়।”

এই পারিষদের নাম শ্রীনাথ বাবু, ইনি বড়ই স্পষ্টবক্তা, কিন্তু বড়ই মজলিসি লোক বলিয়া ইহার বিদ্রূপ অনেক বড় লোকেই সহ্য করিয়া থাকেন। হরদয়াল তাহার প্রতি এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া গঙ্গাধরকে বলিল—' আজ বড়ই গ্রীষ্ম। ''

তখন গঙ্গাধরের অসহ্য গ্রীষ্মবোধ হইল, গঙ্গাধর ' উঃ আঃ' করিতে করিতে বলিল—" গ্রীষ্মের কথা আর কেন বলেন হুজুর, কত শত লোক এবার গ্রীষ্মে পচিয়া মরিয়া গিয়াছে। ত্রিভুবনে কোথায় একটু বাতাস নাই। "

হরদয়াল। কিন্তু আমাদের কাশ্মীরী বারাণ্ডায় দাঁড়াইলে বেশ বাতাস পাওয়া যায়।

গঙ্গাধর। হুজুর, আমাদের কাশ্মীরী বারাণ্ডার কথা বলিতেছেন? সেখানেত রাত্রি দিনই যেন ঝড় বহিতেছে।

এইবার শ্রীনাথ হাসিয়া উঠিল। আরো দুই একজনের অধর প্রান্তে বৈদ্যুতিক হাসি দেখা গেল। হরদয়াল গঙ্গাধরের কথায় পোষকতা করিয়া বলিল—" সেখানে বসিলে শরীর বেশ শীতল হয়।"

গঙ্গাধর তখন বলিল—" শীতল কি হুজুর, আমার সে দিন শীতে কম্প ধরিয়াছিল।"

এই সময় শ্রীনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেই গৃহে বিস্তৃত তোষক খানি ধরিয়া টান দিল, সকলে "কি কর, কি কর" বলিয়া উঠিল। তখন শ্রীনাথ যোড়হস্তে বলিল—"হুজুর, একবার কাশ্মীরী বারাণ্ডার দিকে যাইবার আবশ্যক হইয়াছে, কি জানি যদি কম্প হয়, এই ভয়ে এই তোষক খানা লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়াছি।''

শ্রীনাথ বাবুর কথা শুনিয়া সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

হরদয়াল যেন একটু অপ্রস্তুত হইল, কিন্তু গঙ্গাধর অপ্রস্তুত না হইয়া দৌড়িয়া গিয়া যে বেহারা পাকা টানিতে ছিল, সেই গরিব বেহারাকে বিলক্ষণ প্রহার করিয়া বলিল—" টান, বেটা টান। হুজুরের গ্রাম্ম হইয়াছে, দেখিতে পাস্ নাই।" বেহারা তখন প্রহার খাইয়া প্রাণপনে টানিতে আরম্ভ করিল।

এই সকল ব্যবহারে প্রবোধ বড়ই বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"হরদয়াল বাবু, একবার উঠিয়া আসিলে ভাল হয় নাকি, আমার কোন গোপনীয় কথা আছে।"

হর। আপনি স্বচ্ছন্দে এই খানেই বলিতে পারেন, ইঁহাদিগের নিকট আমার কিছুই গোপনীয় নাই।

প্রবো। আপনার না থাকিতে পারে, কিন্তু আমার আছে।

হর। এখান হইতে উঠিয়া গেলে, এই সকল ভদ্রসন্তানের অপমান করা হয়।

গঙ্গাধর এইবার হাসিতে হাসিসে বলিল—' হুজুর যেমন ভদ্রসন্তানের মান রাখিতে জানেন, এরূপ আর কাহাকে দেখিনা। এই জন্য এতগুলি ভদ্রসন্তান হুজুরের গোলাম।

শ্রীনাথ বলিল—"গোলামের আবার মান অপমান কি বাবা ?

এই সময় আর এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল—" কি জান বাবা, এ সকল রঙ্গের গোলাম। বড় লোকের অনুচর—সুখের পায়রা।"

শ্রীনাথ বাবু তখন প্রবোধ বাবুকে বলিল—" প্রবোধ বাবু, আমরা সকলে কানে আঙ্গুল দিয়া বসি, আপনি স্বচ্ছন্দে আপনার যে সকল কথা আছে বাবুকে বলিতে পারেন।"

হরদয়াল তাহার পর শ্রীনাথেরদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া

প্রবোধবাবুকে বলিল—"ইনি আপনার সম্পর্কে কে তা জানেন, হবু মামাশ্বশুর, ইনি বিরাজমোহিনীর সাক্ষাৎ মাতুল।"

প্রবোধচন্দ্র যে উদ্দেশে এখানে আসিয়াছিলেন, তাহার কোন রূপ সুযোগ না দেখিয়া মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আলাপ পরিচয় পরে করিব, এখন আমি যাহার জন্য আসিয়াছি সে কথা শুনিলে ভাল হয় না কি?"

হয়। এই খানেই আমার কানে কানে বল।

প্রবোধ অগত্যা হরদয়ালের কানে কানেই বলিল—"ম্যাকিণ্টস বড়ই অত্যাচারী হইয়াছে, যেরূপে হউক তাহাকে এখান হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে, আমরা সকলে ইচ্ছা করিলে সে কার্য্য সহজেই পারিব, তোমায় আমাদের সহিত যোগ দিতে হইবে, ইহা আমার বিশেষ অনুরোধ।"

এই কথা কয়েকটী শুনিয়া হরদয়াল বড়ই বিরক্ত হইল, সে কানে-কানে-কথা আর গোপন রাখিতে পারিল না। উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—"আমি তোমার এরূপ অন্যায় অনুরোধ রাখিতে পারিব না, তোমার জন্য কি আমি বন্ধু বিচ্ছেদ করিব, আবার যে সে বন্ধু নয়—একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ বন্ধু।"

তখন অনুচরবর্গের সকলেই বলিয়া উঠিল—"কি সাহেবের বিপক্ষে গুপ্ত মন্ত্রণা! প্রবোধ বাবু আপনি সাবধান হইবেন।"

প্রবোধ একথায় বড়ই বিরক্ত হইয়া বলিল—"আমার সাবধান হইবার কোন প্রয়োজন নাই, যে পাপী তাহাকেই সাবধান করিয়া দিও।"

হরদয়াল এবার বিদ্রূপ স্বরে বলিল—"ভায়া, এ তোমার ব্রাহ্ম সভা নয়, যে পাপীকে ভয় দেখাইবে।"

বাবুর এই কথায় অনুচরবর্গ সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। প্রবোধ হরদয়ালের এরূপ অভদ্র ব্যবহারে বড়ই রাগত হইয়া বলিলেন "জানি আমি এ ব্রাহ্ম-সভা নয়, প্রেত সভা। কিন্তু হরদয়াল, তোমার এখনও যে সে চৈতন্য হইল না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।"

কথা কয়েকটি হরদয়ালের হৃদয়ে বড়ই আঘাত করিল, হরদয়াল রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"কি তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার বাটীতে আসিয়া আমাকেই অপমান! আমার যাহা ইচ্ছা আমি করিব, সে বিষয় কোন কথা বলিবার তোমার অধিকার নাই। এখনি আমার বাড়ি হইতে দূর হও।"

প্রবোধচন্দ্র ধীরে ধীরে উঠিলেন, যদিও কতকগুলি কথা বলিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সেখানে বসিয়া থাকিতে আর তাঁহার সাহস হইল না। কেবল যাইবার সময় বলিলেন—"হরদয়াল, আমার কথা এখন তোমায় ভাল লাগিবে না, কিন্তু এমন দিন আসিবে যে দিন এই কথার জন্য তোমায় অনুতাপ করিতে হইবে।"

হরদয়াল এবার প্রবোধকে মারিতে উদ্যত হইল, কিন্তু শ্রীনাথ তখনি আসিয়া তাহাকে ধরিল। প্রবোধ আর কোন কথা বলিল না, সে গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়াই রামদাসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। রামদাসের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ—সে বাহিরে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল! রামদাস প্রবোধ বাবুর পা জড়াইয়া বলিল—"আপনি বাবুর কথায় রাগ করিবেন না, সমস্ত অপরাধ আপনাকে ক্ষমা করিতে হইবে। আর মাঠাকুরুণ আপনাকে একবার অন্দরে ডাকিতেছেন।"

প্রবোধ রামদাসের ব্যবহার দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইল, একজন সামান্য ভৃত্যের প্রভুপরায়ণতা দেখিয়া প্রবোধ আহ্লাদিত হইলেন, এবং পদানত রামদাসকে স্বহস্তে উঠাইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

—*—

নবম পরিচ্ছেদ।

বিষাদ প্রতিমা।

প্রবোধ অনেক দিন সরলাকে দেখিতে আসেন নাই, অনেক দিনের পর আজ হরদয়ালের অন্দরে প্রবেশ করিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। অন্দরের পূর্ব্বশোভা আর কিছুই নাই! বহির্বাটি এরূপ সুন্দররূপে সুসজ্জিত, কিন্তু অন্দরের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। পূর্ব্বে সরলা স্বহস্তে অন্তঃপুরের ঘর সকল পরিষ্কার রাখিত, যদিও নানাবিধ আস্‌বাবে সে সকল গৃহ সজ্জিত ছিল না, তত্রাচ যেখানে যে দ্রব্য থাকিলে সুন্দর দেখায় পূর্ব্বে সেই নিয়মে সেই সকল দ্রব্য উত্তমরূপ সজ্জিত ছিল, কিন্তু আর সে শোভা নাই! সকল গৃহই অপরিষ্কার, জিনিষপত্র সকল এলোমেলো হইয়া যেখানে সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। কলিকাতা প্রবাসী কোন বড় লোকের বাসাবাড়িতে যেরূপ বিশৃঙ্খলতা দেখিতে পাওয়া যায়, হরদয়ালের অন্দরেও সেইরূপ বিশৃঙ্খলতা বিরাজমান।

অন্দরের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া প্রবোধ বিষণ্নমনে ধীরে ধীরে সরলার কক্ষে প্রবেশ করিয়া অকস্মাৎ যে বিষাদ-

প্রতিমা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল। সরমার এখন আর সে রূপ নাই! মুখের সেই প্রফুল্লতা কিছুই আজ আর দেখিতে পাইলেন না। আজ সরমা প্রবোধকে দেখিয়া 'দাদা আসিয়াছেন' বলিয়া আনন্দে অধীরা হইল না। আজিকার এই বিষাদ-প্রতিমা দেখিয়া পূর্ব্বের হাস্যময়ী প্রফুল্লমূর্ত্তির কথা প্রবোধের মনে জাগিয়া উঠিল।' প্রবোধ আর থাকিতে পারিল না। সে বিষাদ-মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। প্রবোধের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল—প্রবোধও কাঁদিল। আর সরমা? সরমাও কাঁদিল, অনেকক্ষণ ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া সরমা কাঁদিল। সরমার কান্না আর যেন ফুরাইতে চায় না, সরমা যত কাঁদিল, ততই তাহার কাঁদিবার ইচ্ছা যেন বলবতী হইতে লাগিল। সরমা এখন প্রত্যহই কাঁদে বটে, কিন্তু কোন দিন কাঁদিয়া এত সুখ অনুভব করিতে পারে নাই!

কাঁদিয়া কাঁদিয়া হৃদয়ের একটা গুরুতর বোঝা যেন কোথায় সরিয়া গেল, সরমা যেন একটু সুস্থ হইল। তখন ধীরে ধীরে ক্ষীণস্বরে বলিল—"দাদা, এতদিন পরে আমায় মনে পড়িয়াছে?"

প্রবোধ। সরমা, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমায় ভুলি নাই, কিন্তু কি করিব? পূর্ব্বের ন্যায় এবাটিতে আর আসিতে ইচ্ছা করে না। আর আসিয়া তোমায় কাঁদাইব, আর আমি নিজে কাঁদিব বইত নয়।

সরমা। দাদা এরূপ কান্নাতেও সুখ আছে।

প্রবোধ। কিন্তু তোমায় দেখিলে যে প্রাণ ফাটিয়া যায় বোন্, তোমার সে রূপ কোথায় গেল? তোমার কি কোন পীড়া হইয়াছে? সরমা, তুমি আমার সঙ্গে চল, আর তোমায় এখানে

রাখিয়া যাইব না। তোমার শরীর সুস্থ হইলে পুনরায় আসিবে।

সর। না দাদা, আমার শরীরে কোন রোগ নাই। আর আমি তোমার সঙ্গে যাইতেও পারিব না।

প্রবো। কেন সরমা, স্ত্রীলোক স্বামি'গৃহে কিছু চিরকালই থাকে না, মধ্যে মধ্যে পিত্রালয়ে যাইলে কোন দোষ নাই।

সর। দোষ নাই সত্য, কিন্তু দাদা, আমি পারিব না, আমার তেমন অদৃষ্ট নয়। আমি——

কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সরমার মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না, সরমার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, পুনরায় অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। সরমার চক্ষে জল দেখিয়া প্রবোধ সরমার হৃদয়ের ভাব কতক বুঝিল। সে গভীর হৃদয়ের অনন্ত প্রেমের কে সীমা করিতে পারে?

প্রবোধ বলিল—"আর আমি তোমায় লইয়া যাইতে অনুরোধ করিব না, কিন্তু আমার এই অনুরোধ তুমি নিজের শরীরের একটু যত্ন করিও। এখানে তোমায় যত্ন করিবার কেহই নাই দেখিয়া, লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম।

তাহার পর প্রবোধ সরমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। যাইবার সময় সরমা বলিল—"দাদা আমায় ভুলিও না।"

প্রবোধ কি বলিবার ইচ্ছায় একবার সরমার প্রতি চাহিল, কিন্তু অশ্রুজলসিক্ত সেই বিষাদ-প্রতিমা দেখিয়া তাহার মুখে আর কথা আসিল না। কিন্তু এই সময় দুই বিন্দুমাত্র অশ্রুজল, সরমার কথার উত্তর দিতে পারিল।

—*—

দশম পরিচ্ছেদ।

হাতে হাতে সমর্পণ।

প্রবোধ সে রাত্র সুরেন্দ্রের গৃহে বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সমস্ত কথাই খুলিয়া বলিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইল, কিন্তু কোন কার্য্য নিষ্ফল হইলে সুরেন্দ্র একবারে নিশ্চেষ্ট হইতে জানিতেন না। সুতরাং পুনরায় উভয়ের অনেক পরামর্শ হইল। পর দিন প্রাতে প্রবোধ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন যে, বিরাজ-মোহিনীর মাতা হঠাৎ গতরাত্রে বিসূচিকারোগাক্রান্ত হইয়াছে, তাঁহার অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতেছে। কুসুম সেই সংবাদ শুনিয়া তাহার শুশ্রূষার জন্য গিয়াছে। প্রবোধ তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ তাঁহার দাতব্য-চিকিৎসালয়ের ডাক্তারকে একখানা পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়া প্রবোধ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

সেখানে গিয়া বিরাজের মাতার যে অবস্থা দেখিলেন, তাহাতে তিনি বড়ই দুঃখিত হইলেন। প্রবোধ চিকিৎসাবিদ্যা কতক কতক জানিতেন, সুতরাং রোগের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বিরাজ বিষণ্ণমনে মাতার শয্যার পার্শ্বে বসিয়াছিল, কিন্তু প্রবোধকে দেখিয়া মাতৃবিয়োগ ভয়ে তাহার অন্তরের মধ্যে যে একটী যন্ত্রণা হইতেছিল, সে যন্ত্রণারও অনেকটা লাঘব হইল। নিরাশ হৃদয়ে এখন আশার সঞ্চয় হইল। কুসুম ও নিকটে ছিল, রাত্র জাগিয়া সমস্ত রোগের শুশ্রূষায় যেন দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছিল, এখন প্রবোধকে দেখিয়া হৃদয়ের বলে যেন বলবতী হইয়া

কুসুমের আলস্যতা কোথায় চলিয়া গেল. কুসুম পুনরায় উৎসাহের সহিত রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

প্রবোধের ডাক্তার আনা বৃথা হইল। প্রবোধ দেখিল রোগী ডাক্তারী ঔষধ কোন ক্রমেই খাইতে চায় না। অন্য কোন খাদ্যদ্রব্যেও রোগীর কোন স্পৃহা নাই। কি খাইবে জিজ্ঞাসা করিলে রোগী উত্তর করে—"গঙ্গাজল"—[illegible] মাতা কায়স্থবংশীয়া হিন্দু বিধবা। গঙ্গাজল যথেষ্ট খাওয়ান হইল, কিন্তু তাহাতে এ রোগের কোন উপশম হইল না, রোগ ক্রমেই ভীষণ আকার ধারণ করিল। বৃদ্ধা হরিনামের মালা জপিতেছিল, হঠাৎ প্রাণের ভিতর একটা ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভব করিল। একবার আকুলিত হৃদয়ে চারিদিক চাহিল, তখন বেলা ১১টা বাজিয়াছিল। বৃদ্ধা বিরাজমোহিনী আর প্রবোধকে নিকটে ডাকিল। বিরাজ জননীর গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিল. প্রবোধ নিকটে বসিল। তখন বৃদ্ধার দুই চক্ষু হইতে অনর্গল অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। বৃদ্ধা আপনার হাত বাড়াইয়া প্রবোধের হাত লইল। তখন কুসুম ধীরে ধীরে বৃদ্ধার নয়নজল মুছাইয়া দিল। বৃদ্ধা একবার বিরাজের আর একবার প্রবোধের প্রতি চাহিল। কোথা হইতে পুনরায় বৃদ্ধার চক্ষে জল দেখা গেল। বৃদ্ধা এক হস্তে প্রবোধের হাত আর অন্যহস্তে বিরাজের হাত লইয়া বিরাজকে প্রবোধের হাতে হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া বলিল—"বাবা প্রবোধ, আমি বিরাজকে তোমার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া চলিলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা দুইজনে সুখী হও।"—

বৃদ্ধার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, নয়নের অপাঙ্গদ্বয় প্লাবিত করিয়া

অনর্গল অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। প্রবোধ বৃদ্ধাকে কোন উত্তর দিতে পারিল না। তখন অশ্রু-জলে প্রবোধের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল। জননীর অবস্থা এবং প্রবোধের চক্ষে জল দেখিয়া বিরাজও কাঁদিয়া আকুল হইল। প্রবোধকে দেখিয়া তাহার হৃদয়ে যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, এখন তাহা অদৃশ্য হইল। কুসুম ও কাঁদিল, কিন্তু সে কান্না অতি গোপনে—কেহ দেখিল না বা জানিল না।

এই সময় একজন কবিরাজ ঔষধ খাওয়াইতে আসিল, প্রবোধের বিশেষ অনুরোধে বৃদ্ধা সে ঔষধ খাইল। তাহার পর কুসুম মুখে গঙ্গাজল দিল। বৃদ্ধা কুসুমকে বলিল—"মা, তোমার ঋণ আমি এজন্মে সুধিতে পারিলাম না। তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতে পারি না, নারায়ণ করুন তুমিও যেন মনোমত স্বামী লাভ করে সুখী হও। মা বিরাজ, কুসুমকে তুমি বড় বনের মতন দেখিও।" কুসুমও বৃদ্ধার কথায় কোন উত্তর দিতে পারিল না। ধীরে ধীরে উঠিয়া প্রবোধের ইঙ্গিৎ অনুযায়ী বিরাজকে স্থানান্তরে লইয়া চলিয়া গেল। কেন যে তাহাকে স্থানান্তর লইয়া যাওয়া হইতেছে, বিরাজ তাহার কিছুই বুঝিল না।

এই সময়ে বৃদ্ধা শয্যায় ছট্ ফট করিতে লাগিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে হাত পা সকল স্থির হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দুই চক্ষু কপালে উঠিল, তখন কবিরাজ আর এক জন প্রতিবাসী দুইজনে ধরাধরি করিয়া বৃদ্ধাকে উঠানে নামাইল। প্রবোধ সে কার্য্যের কোন সাহায্য করিতে পারিল না।

বৃদ্ধার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল, কিন্তু বিরাজকে তখন ধরিয়া রাখা ভার হইল। প্রবোধ ও কুসুম অনেক কষ্টে বিরাজকে

সান্ত্বনা করিতে লাগিল। বৃদ্ধার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বন্দোবস্ত করিয়া বিরাজের গৃহের কিরূপ বন্দোবস্ত করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় বিরাজের জননীর ভগ্নিপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিরাজের পিতার মৃত্যুর পর হইতে ইনি ইহাদিগের বিশেষ তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। ইহাঁকে দেখিয়া প্রবোধ বিরাজের বিষয় অনেক নিশ্চিন্ত হইলেন। এই সময় প্রবোধের একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, শ্যামনগর হইতে সুরেন্দ্র বাবু কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য তাঁহার একজন প্রধান আমলাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি অনেকক্ষণ আপনার জন্যই অপেক্ষা করিতেছেন। প্রবোধ এই কথা শুনিয়া কুসুমকে বিরাজের নিকট সর্ব্বদা থাকিতে বলিয়া এবং বিরাজকে সান্ত্বনা করিয়া তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

—*—

একাদশ পরিচ্ছেদ।

তুলনায় সমালোচনা।

প্রধান আমলা অন্য কেহ নহে, আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সনাতন। সনাতন আসিলে প্রবোধের একজন কর্ম্মচারী সনাতনকে এক গৃহে লইয়া গিয়া বসাইল। এই কর্ম্মচারীর নাম বিনোদলাল সরকার। বিনোদলালের সহিত সনাতনের পরিচয় ছিল না। বাবু এখন গৃহে নাই সংবাদ দিয়া বিনোদলাল সনাতনের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। সনাতনের পরিচয় পাইয়া বিনোদলাল তাহাকে বিশেষ সমাদর করিল। উভয়ের অনেক

প্রকার কথাবার্ত্তা হইল। আমরা নিম্নে সে সকল কথাবার্ত্তা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সনাতন। বাবু কোথায়?

বিনোদ। এই গ্রামে যে কন্যার সহিত বাবুর বিবাহ হইবে, তাহার মাতা বড়ই পীড়িত, তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছেন।

সনা। বাবুর আজও বিবাহ হয় নাই?

বিনো। না, শীঘ্রই হইবে। আপনাদের বাবুও নাকি বিবাহ করেন নাই?

সনা। আজ্ঞা না—তিনি বিবাহ করিবেন না।

বিনো। বিবাহ করিবেন না! তাঁহার স্বভাব চরিত্র কিরূপ?

সনা। সে বিষয়ে খুব ভাল।

বিনো। এত বিষয় তবে ভোগ করিবে কে?

সনা। সে কথা আমরাও অনেক বার তাঁহাকে বলিয়াছি। কিন্তু তিনি বলেন, তাঁহার বিষয় সাধারণের সম্পত্তি। আপনার কাছে তবে বলি, স্বভাব চরিত্র ভাল বটে, কিন্তু বুদ্ধি সুদ্ধি কিছুই নাই। টাকায় কিছুই মায়া নাই, সব খরচ করিয়া ফেলেন।

বিনো। হাঁ মহাশয়, খুব বাবুগিরী আছে না কি?

সনা। তাহা থাকিলে ত বাঁচিতাম। না. সে সব কিছুই নাই। টাকা খরচ কিরূপ জানে, কেবল দান খয়রাৎ। তাই আত্মীয় স্বজনকে দান করুন। তা নয়, দুঃখী হইলেই অমনি দান তা কে জানে হিন্দু আর কে জানে মুসলমান। এমন দেশের লোককে দান করেন, যে সে সকল দেশের নামও কখন শুনি নাই।

বিনো। তবে রাজা হইবার ইচ্ছা আছে বুঝি?

নন্দ। না মহাশয়, তাহা হইলেত ভাল ছিল। সে সব ইচ্ছা নাই। দান এরূপ করিবেন যে, কেহ জানিতে পারিবে না। যে সকল গ্রামে রাস্তা, পুষ্করণী, স্কুল, হাঁসপাতাল করিয়া দেন, সে সকল গ্রামের লোক পর্য্যন্ত জানিতে পারে না, কাহার টাকায় এই সকল হইল। আচ্ছা মহাশয়, আপনাদের বাবুও নাকি বড় দয়ালু আর দাতা।

বিনো। হাঁ মহাশয়, আমাদের বাবুরও বড় দয়ার শরীর, এত দয়া যে, পরের দুঃখ দেখিলে বাবু নিজেই কাঁদিয়া আকুল হন। আর—দানও বেশ আছে, তবে কি রকম দান জানেন, এই গ্রামে মেয়ে স্কুল, খয়রাতি ডাক্তারখানা, সভায় চাঁদা দেওয়া আর মাসহারাও অনেককে দেওয়া আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ কি ভট্টাচার্য্য দেখিয়া নহে, কেবল গরিব হইলেই হইল। আর কি রকম জানেন, বাবুর যেন খ্রীষ্টানি মতলব। দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি স্বর্গীয় কর্ত্তার ন্যায় বড় ভক্তি নাই। কর্ত্তার আমলে যেমন দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি ক্রিয়া কলাপ ছিল, সে সকল এখন প্রায় একবারে লোপ পাইয়াছে। দেখুন দেখি, মনিবের বাড়ি ক্রিয়াকলাপ থাকিলেই আমাদেরও দুই পয়সা—বুঝিতেই পারিতেছেন—না, এখন আর সেরূপ কাল নাই, পাওনাটা একেবারে কমিয়া গিয়াছে, দস্তরীটা পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে, বাবু বলেন কি দস্তরী লইলে গরিব ব্যবসাদারের প্রতি অত্যাচার করা হয়। কেহ বাবুর সম্মুখে এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিলেই হইল, বাবু অমনি গলিয়া গেলেন। জমীদারীর সংবাদ বড় রাখি নাই, কিন্তু শুনেছি নাকি অনেক বেটা প্রজা দুই এক

ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিয়া বাবুকে ঠকাইয়াছে। আচ্ছা মহাশয়, আপনাদের বাবুর বাড়ি ক্রিয়াকলাপ কিরূপ?

মনা। সমস্তই পূর্ব্বের ন্যায় বজায় আছে। আমাদের বাবুর কি জানেন, টাকাটা যেন তেন প্রকারেণ খরচ হইলেই হইল। কর্ত্তার আমলে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মাসিক আর বার্ষিক ছিল, সে সমস্তই বজায় আছে, বরং ইদানি বৃদ্ধি হইয়াছে। আর মিথ্যা কথা বলিতে চাই না, আমাদের বাবুর দেবতা ব্রাহ্মণেও ভক্তি আছে। তবে দোষ কি জানেন, সমস্ত কার্য্যই নিজে দেখেন, একজন যে এত পরিশ্রম করিতে পারে, তাহা না দেখিলে আর বিশ্বাস হয় না। সেই জন্য মহাশয়, আমাদেরও বড় পরিশ্রম করিতে হয়। কেবল টাকা খরচের সময় তখন বোকা হন, আর জমীদারী বুদ্ধি কিছুই নাই, কিন্তু এ দিকে অন্য বিষয়ে এত বুদ্ধি যে, কাহার প্রবঞ্চণা করিবার ক্ষমতা নাই; মুখ দেখিলেই মানুষের মনের কথা বলিতে পারেন। নিজে সর্ব্বদাই গম্ভীরভাবে থাকেন, কেহ তাঁহার মনের ভাব জানিতে পারে না। কাহাকে কিছু বলেন না বটে, কিন্তু ভয়েতে সকলেই থরহরি কম্প। আর কর্ম্মচারীরা কোথায় কে দস্তুরী পাইল কি না, সে সকল সামান্য বিষয়ে বড় নজর রাখেন না। অথচ তিনি সকলই জানেন; তাঁহার অজানিত কিছুই নাই। আর টাকাটা ব্যয় করিয়া ফেলিবার জন্য ব্রাহ্মণ ভোজন, বন্ধু ভোজন, কাঙ্গালি ভোজন এ সকল প্রায়ই আছে।

বিনো। এ বাড়িতে ভোজনের মধ্যে এক কাঙ্গালি ভোজন মধ্যে মধ্যে হয়, সে যেন কিন্তু ব্রাহ্মণ ভোজনের বাড়া, ভাল যত্ন করে খাওয়াতে হইবে, তাহাদিগকে আসুন, বসুন ' বলিতে

হইবে; এরূপ পাগলামী কোথাও দেখিয়াছেন মহাশয়? সে সময় আমাদের কেবল এই সকল উপদেশ দেন। আচ্ছা, আমাদের জামাই বাবুর মতন, আপনাদের বাবুর সাহেবদের খানাটানা দেওয়া রোগ আছে কি?

সনা। আজ্ঞে না, সে সকল থাকিলে ত এত দিন কবে রাজা হইতে পারিতেন।

বিনো। তবে আমাদের বাবুর সহিত আপনাদের বাবুর মিলিয়াছে ভাল। কেবল আমাদেরই অদৃষ্টক্রমে আপনাদের সরকারের ন্যায় আমাদের পাওনা টাওনা নাই।

এই সময় প্রবোধ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন উভয়ের কথাবার্ত্তা থামিয়া গেল। সনাতন উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুরেন্দ্র বাবুর একখানি পত্র দিল। প্রবোধ তাড়াতাড়ি সে পত্র পাঠ করিয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে তাহার একখানি উত্তর লিখিয়া দিয়া সনাতনকে বিদায় দিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বামীর চরণ।

অনেক দিন হইল, সরমা আর তাহার জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীর চরণ দর্শন পায় নাই। অনেক দিন ধরিয়া সরমা প্রাণপণে সেই চরণ দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এখন সরমা অন্য কিছুর প্রত্যাশী নয়, কেবল সেই চরণ দেখিতে দেখিতে মরিতে চায়

অভাগিনীর অদৃষ্টে বুঝি তাহাও ঘটে না। অনেকবার মরিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু মরিবার সময় স্বামীর চরণ না দেখিয়া মরিতে পারিল না। আজ সরমা মেকিণ্টসের স্ত্রী দ্বারা স্বামী পাইবার একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে, সেই জন্য অনেক বিনয় করিয়া বিবির সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিল, বিবিও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়াছিল। সরমা তাঁহার প্রতিক্ষায় রহিয়াছে, প্রতি মুহূর্ত্তে আশা ও নিরাশা আসিয়া একবার উপরে তুলিতে লাগিল, আবার তৎক্ষণাৎ শতহস্ত নিম্নে ফেলিয়া আছাড়াইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ সরমা এইরূপ অবস্থায় তাহার ঘরে বসিয়া আছে, এমন সময় এক জন পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল যে মেম-সাহেব আসিয়াছেন। সরমা পূর্ব্বে কখন মেরীকে দেখে নাই, এবং কিরূপে অভ্যর্থনা করিতে হইবে, কিছুই জানে না। শীঘ্র দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, অমনি মেরী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া নাড়িল, সরমা তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না। ধীরে ধীরে মেরীকে লইয়া একখানি কোচে বসাইল। মেরী তাহাতে উপবেশন করিয়া বলিল—"আজ আপনার সাক্ষাৎলাভ করিয়া প্রীত হইলাম, ডাকিবার কারণ জানিতে পারিলে বড় সুখী হইব।"

সরমা কোন কথা কহিতে পারিল না, কেবল নীরবে কাঁদিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া মেরী কিছু বিস্মিত হইল।

সত্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য হইলাম যে, মেরী অন্য অনেক দোষে দূষিতা হইলেও ততদূর কঠিনহৃদয়া নহে। আর সরমাকে কাঁদিতে দেখিলে একজন কঠিনহৃদয়ার চক্ষেও

জল আসিবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। মেরী সরমাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিন্তু সে সান্ত্বনার ফল বিপরীত হইল. সরমা একবারে কাঁদিতে কাদিতে অধীরা হইয়া পড়িল। অকস্মাৎ মেরীর হৃদয় সহানুভূতিতে গলিয়া গেল. মেরী সরমার জন্য ব্যস্ত হইল।

মেরী বার বার বলিতে লাগিল—"কি জন্য কাঁদিতেছ আমায় বল, আমা দ্বারা যদি কোন উপকার হয়. আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি—আমায় কেন ডাকিয়াছ বল না?"

কিছুক্ষণ পরে একটু শান্ত হইয়া সরমা বলিল—"আমি মরিব।"

"কি? মরিবে! কি দুঃখে মরিবে? তবে আমায় ডাকিয়াছ, কি জন্য?"—এই কয়েকটী কথা অতি বিস্ময়-সূচক স্বরে মেরীর মুখ হইতে বাহির হইল!

সরমা উত্তর করিল—"যাহাতে সুখে মরিতে পারি. তাহা তোমায় করিতে হইবে।"

মেরী। সুখে মরিতে পারি? এ কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সরমা। স্বামীর চরণ দেখিতে দেখিতে মরাকেই সুখে মরা বলে। একবার আমার জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীকে আনিয়া দাও, তাঁহার চরণ দেখিতে দেখিতে মরি; এ পৃথিবীতে আমার আর অন্য কোন কামনা নাই।

সরমা আর কথা কহিতে পারিল না, কিন্তু যদি সেখানে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইত তাহাতেও মেরী তত আশ্চর্য্য হইত না—যত আশ্চর্য্য সরমার এই কয়েকটী কথা শুনিয়া হইয়াছিল. মেরী

এত বুদ্ধিমতী ও, চতুরা হইয়াও স্বামীর চরণ দেখিতে দেখিতে মরিলে কি সুখ হয়, তাহা বুঝিতে পারিল না। মেরী অনেক চিন্তা করিয়া দেখিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিল না; এমন কি একবার সাহেবের বুটযুক্ত চরণখানি স্মরণ করিয়া দেখিল, কিন্তু তখনি তাহার অধরপ্রান্তে ঘৃণার হাসি দেখা গেল। সে হাসি চাপিয়া মেরী বলিল—"স্বামীর চরণ দেখিতে দেখিতে মরণে কি সুখ বুঝিলাম না ; তোমায় জিজ্ঞাসা করি, কি দুঃখে তুমি মরিবে ?"

মেরীর প্রশ্ন শুনিয়া সরমার প্রাণ পুনরায় কাঁদিয়া আকুল হইল। অনেকক্ষণ সে প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিল না। তাহার তৎকালীন মনের অবস্থা কে বুঝিবে ? সরমা অশ্রুজল মুছিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

"আমার জীবনে সুখ নাই।"

মেরী। তুমি অতুল ধনের অধিকারী হইয়া জীবনে সুখ নাই বলিতেছ কেন ?

সরমা। স্ত্রীলোক হইয়া বুঝিতেছেন না, যে স্বামীর চরণ সেবা করিতে না পাইলে, কেবল ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিয়া স্ত্রীলোকের সুখ হয় না। আমি ঐশ্বর্য্য চাই না, স্বামী চাই।

তখন চতুরা মেরী সরলাকে উপদেশ দিল—"স্বামীইত আমাদের সুখের কণ্টক—অর্থই সুখের কারণ, প্রচুর অর্থ থাকিলে আমরা তাহা উপভোগ করিয়া সুখভোগ করিতে পারি, যদি স্বামী নিকটে না থাকে। আচ্ছা, স্বামীরচরণসেবা আবার কাহাকে বলে ?"

সরমা অনেক কষ্টে তাহা মেরীকে বুঝাইয়া দিল মেরী এবার

বড় বিপদে পড়িল, চরণ সেবার কথা মনে করিয়া সমস্ত বাঙ্গালীর স্ত্রীলোকের উপর তাহার ঘৃণা জন্মিল, এবং বাঙ্গালার পুরুষদিগকে এরূপ অত্যাচারী বুঝিয়া মেরী মনে মনে তাহাদিগকেও গালি দিল। তাহার পর সরমাকে বলিল—

"ছি! ও কর্ম্ম ত দাসীতে করে; স্ত্রী হইয়া ঐরূপ ঘৃণিত কর্ম্ম করিবে কিরূপে?"

সরমা। কেন স্ত্রী ত স্বামীর দাসী।

মেরী। আমরা তাহা বলি না, আমরা বলি যে স্বামীই স্ত্রীর দাস। সকল সুসভ্য দেশে সকল সুশিক্ষিতা স্ত্রী ঐরূপ মনে করে।

সরমা আশ্চর্য্য হইল—অবাক হইয়া অনেকক্ষণ মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"আমি সেরূপ শিক্ষা চাই না।"

মেরী। তবে ও সকল কথা থাক, এখন তোমার জন্য আমায় কি করিতে হইবে বল?

সরমা। একবার আমার জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীকে দেখাইতে হইবে।

মেরী। স্বীকার করিলাম, কিন্তু তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, আত্মঘাতিনী হইবে না।

মেরীর কথা শুনিয়া সরমার চক্ষে পুনরায় জল দেখা দিল, ধীরে ধীরে সে চক্ষের জল মুছিয়া সরমা বলিল—"আমার হৃদয় যে জ্বালায় জ্বলিতেছে, তাহা যদি কেহ জানিত, তাহা হইলে এরূপ কথা কেহ আমায় বলিত না। আমার অমন স্বামী, আমার এমন সংসার এ সকলের মায়া ত্যাগ করিয়া আমি অল্প দুঃখে

মরিতে চাই নাই। আমি কতদিন তাহা ভোগ করিয়াছি, যে ইহার মধ্যে আমি সকল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব, কিন্তু না মরিয়া করি কি ?—এ জ্বালা যে আর সহ্য হয় না।”

মেরী। প্রতিদিন একবার করিয়া দেখিতে পাইলে কি আর মরিবার ইচ্ছা থাকিবে না ?

সরমা। সে মুখ দেখিলে কি আবার মরিতে ইচ্ছা করে ?

মেরী। তবে কাল হইতে প্রতিদিন একবার করিয়া দেখিতে পাইবে।

এই বলিয়া মেরী চলিয়া গেল, সরমা অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আজ্ঞা।

মেরী অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিল। আসিয়া ধীরে ধীরে হরদয়াল বাবুর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। বাবু এতক্ষণ চক্ষু মুদিত করিয়া মেরীর অমলধবলশ্বেতপদ্মনিভ মুখখানির ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। মেরী পশ্চাৎ ভাগ হইতে গিয়া বাবুর চক্ষু চাপিয়া ধরিল। সেই স্নিগ্ধকোমলস্পর্শে কাহার হস্ত বাবুর জানিতে বাকি রহিল না ; তখন উভয়ের হাতে হাতে একটী ছোটখাট কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়া গেল। যুদ্ধে হরদয়াল বাবুর পরাজয় হইলে, মেরী জয়োল্লাসে মাতিয়া বিজিতশত্রুর নিকট আপনার প্রাপ্য কর আদায় করিয়া লইল।

এই সকল ঘটনা শেষ হইয়া গেলে, হরদয়াল বাবু বলিলেন—"আজ যে মেঘ না চাহিতেই জল, এত অনুগ্রহ আজ কেন মেরী?"

কথা শুনিয়া মেরী কিছু গম্ভীর হইল, গম্ভীরস্বরে বলিল—"কি! আজ অনুগ্রহ! তোমরা বাঙ্গালি, কৃতজ্ঞতা কাহাকে বলে জান না। আমার অমন স্বামী বর্ত্তমানে আমি গোপনে তোমায় যেরূপ ভালবাসি, তুমি সে ভালবাসার মূল্য কি বুঝিবে? আমার অনুগ্রহ, না অনুগ্রহ তোমার। আমি এখন ভালবাসিয়া ফাঁপরে পড়িয়াছি, সেই কারণ এখন আমার দুর্দ্দশার একশেষ করিতেছ। মনে ভাবিয়া দেখ দেখি, সাহেব কিম্বা আমার কোন স্বজাতীয় যদি ইহা জানিতে পারে, তবে আমার দশা কি হইবে? একে ত আমাদের জাতিতে তোমাদের ঘৃণা করে।"

মেরী পূর্ব্বদিন রাত্রে ফিল্‌ডিংসের Joseph Andrews পড়িয়াছিল, তাই ঐরূপ নিস্বার্থ ভালবাসা বাক্যদ্বারা জানাইতে পারিয়াছিল। হরদয়াল বাবু মেরীর কথা শুনিয়াই ভীত হইলেন, মনে মনে শত শতবার আপনাকে গালি দিলেন, এবং ব্যগ্রতার সহিত মেরীর হাত ধরিয়া বলিলেন—"অপরাধ মার্জ্জনা কর।" কিন্তু কি অপরাধ করিয়াছেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

* * * * *

বিবির সে গম্ভীর মূর্ত্তি এখন আর নাই। আবার রসের হাসি হাসিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে মদনশরও দুই একটী ছাড়িতে লাগিল। বাবু তখন সাহস পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কতক্ষণ আসা হইয়াছে?"

বিবি ঘাড় নাড়িয়া সুর টানিয়া বলিল—"অ-নে-ক-ক্ষ-ণ।"

হর। তবে এতক্ষণ তোমার দর্শনলাভে এ দাস বঞ্চিত ছিল কেন?

মেরী। আমি এতক্ষণ অন্তঃপুরে সরমার নিকট ছিলাম।

হর। অন্তঃপুরে! সরমার নিকট!

হরদয়াল বাবুর হৃদয় ভয়ে আবার কাঁপিয়া উঠিল। মনে করিলেন আবার বুঝি কোন বিপদ উপস্থিত হয়। মেরী বলিল—

"আমায় সরমা ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, সেই কারণ তাহার নিকট গিয়াছিলাম। তোমাকে আজ হইতে প্রত্যহ একবার করিয়া অন্তঃপুরে গিয়া সরমাকে দেখা দিয়া আসিতে হইবে।

হর। কেন? অপরাধ?

মেরী। অপরাধ কিছুই নয়, আমার আজ্ঞা। এ আজ্ঞা রাখিবে কি?

হর। তোমার অবাধ্য কবে? কিন্তু কেন এরূপ আজ্ঞা হইল জানিবার অধিকার আছে কি?

মেরী। যদি কেহ কাহাকে প্রতিদিন একবার মাত্র দেখিলে সুখী হয়, তাহাতে কাহার আপত্তি আছে কি?

হর। তাহাতে আবার অপত্তি কি?—

মেরী। তবে সরমা প্রতিদিন তোমায় একবার করিয়া দেখিতে চায়। তোমায় একবার করিয়া প্রত্যহ তাহাকে দেখা দিতে হইবে।

এই বলিয়া একটু রসের হাসি হাসিয়া বাবুর দাড়ি ধরিয়া বলিল—' তুমি আমারই থাকিবে, দেখিলে ত আর কিছু ক্ষয় হইয়া যাইবে না।"

এতক্ষণে বাবুর দুর্ভাবনা দূর হইল।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিপদে।

একটি বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্য দিয়া এক খানি পাল্কি যাইতে ছিল। বাহকদিগের কণ্ঠস্বর সেই নিস্তব্ধ মাঠ একবারে প্রতিধ্বনিত করিতেছিল, এবং বাহকেরাও প্রাণপণে দৌড়িতেছিল। তখন ৫।৬ দণ্ড রাত্রি হইয়া গিয়াছে, পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে চারিজন হিন্দুস্থানী দরওয়ান ছুটিতেছে, তাহাদের বাম হস্তে লণ্ঠন এবং দক্ষিণ হস্তে লাঠি ছিল। বাহকদিগের প্রাণপণে দৌড়িয়া যাইবার আর একটী কারণ ছিল,—আকাশে কাল মেঘ দেখা দিয়াছে, ঝড়েরও পূর্ব্বলক্ষণ সকল দেখা যাইতেছে, বাতাসও এখন পূর্ব্ব অপেক্ষা কিছু জোরে বহিতেছে। হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি হইলে বড় বিপদ, কারণ দুই ক্রোশ মাঠের মধ্যে দাঁড়াইবার স্থল নাই।

ক্রমে ক্রমে আকাশে কালমেঘ সকল ছুটিতে আরম্ভ করিল। ছুটিয়া ছুটিয়া মেঘে মেঘে মিলিতে লাগিল; সে মেঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল; শেষে ছুটিয়া ছুটিয়া মেঘে মেঘে জমাট বাঁধিতে লাগিল। তাহার পর মধ্যে মধ্যে দুই একটি বজ্রধ্বনিও আরম্ভ হইল।

এই সময় কোথা হইতে ২০।৩০ জন লাঠিয়াল আসিয়া হঠাৎ বাহক এবং দরওয়ানদিগকে আক্রমণ করিল। অর্দ্ধঘণ্টাকাল কেবল লাঠির ঠক্ ঠক্ শব্দ দিগ্‌দিগন্তর কম্পিত করিয়া তুলিল,

আক্রমণকারীর মধ্যে অনেকে গুরুতর আঘাত পাইয়া পলায়ন করিল। দুইজন দরওয়ানও গুরুতর আঘাত পাইয়া ভূতলশায়ী হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া দুইজন দরওয়ানের সহিত ৮।১০ জন লাঠিয়ালের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই সময় বাহকেরা ভীত হইয়া পাল্কি ফেলিয়া দৌড়িল। পাল্কির মধ্য হইতে কোন রমণীর আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইতে লাগিল, কিন্তু তখন তাহাতে কর্ণপাত করে কে ?

দেখিতে দেখিতে আক্রমণকারীদিগের মধ্যেও ৩।৪ জন ভূতলশায়ী হইল, এবং একজন দরওয়ান ও তাহাদিগের সঙ্গী হইল। আর অপর একজন হিন্দুস্থানী রমণীর করুণ বিলাপ-ধ্বনিতে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত লাঠি চালাইতে লাগিল। এই সময় কড় কড় রবে নিকটে একটী বজ্রাঘাত হইল। যে কোন কারণেই হউক অবশিষ্ট আক্রমণকারীরা ভীত হইয়া পলায়ন করিল। তখন সেই হিন্দুস্থানী দরওয়ান, সেই রোরুদ্যমানা রমণীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল, এবং তাহারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে এখন যে নিরাপদ হইয়াছে তাহা রমণীকে বুঝাইয়া দিল। রমণী কিছু শান্ত হইল বটে, কিন্তু এখনও ভয় দূর হইল না। দরওয়ান প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া রমণীর উদ্ধার করিল বটে, কিন্তু এখন আর এক বিপদে পড়িল, বাহকেরা সকলই পলায়ন করিয়াছে, এখন কি প্রকারে রমণীকে লইয়া যাইবে। এই সকল বিষয় সে চিন্তা করিতেছে, এমন সময় আর একটি ভয়ানক শব্দ হইল; এ শব্দ মেঘগর্জ্জন বা বজ্রধ্বনির শব্দ নহে, ইহা বন্দুকের আওয়াজ। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে যে হিন্দুস্থানী অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ

করিয়া দস্যু হস্ত হইতে রমণীকে উদ্ধার করিয়া এখন কি উপায়ে তাহাকে লইয়া যাইবে ভাবিতেছিল, সেও ভূতলশায়ী হইল।

আবার রমণীর আর্ত্তনাদ আকাশমার্গ কম্পিত করিয়া তুলিল। সেই দুর্য্যোগ রাত্রিকালে সেই বিজন মাঠের মধ্যে রমণীর কোমল-কণ্ঠ-বিনিসৃত ঐ করুণ বিলাপ ধ্বনি কি হৃদয়বিদারক! কি মর্ম্মভেদী! কিন্তু ঐ বিজন মাঠে যাহারা ছিল, তাহাদের হৃদয় ছিল না। সুতরাং তাহার ফল কি হইবে? কিছুক্ষণ পরে জনকতক লোক তথায় আসিল, এইরূপ বোধ হইল। তাহার পর আকাশে আবার বিদ্যুৎ চমকিল, সেই বিদ্যুতালোকে দেখা গেল যে, একজন ইংরাজ এক বন্দুক হস্তে ৮।১০ জন লোক সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। কিন্তু সে নরহন্তা নরপিশাচ ইংরাজ কে? সে অন্য কেহ নয়— আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ইংরাজ-কুল-কলঙ্ক পাপাত্মা ম্যাকিণ্টস!

—*—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অত্যাচারের উপর অত্যাচার।

প্রবোধবাবুর বহির্ব্বাটীর এক গৃহ মধ্যে তিনি এবং সুরেন্দ্র বাবু উপবিষ্ট আছেন। তাঁহারা কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, কারণ কোন গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এখন কিসে সেই কার্য্য সফল হইবে, তাহার জন্য আজ উভয়েই গভীর চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে প্রবোধ বাবু বলিলেন—

"ভাই সুরেন! সৎকার্য্যে চিরকালই বাধা। কিন্তু তুমি

যেখন সকল বাধা—সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিতেছ, তখন আমি কোনক্রমেই আর নিরুৎসাহ হইব না। আমি ও প্রাণপণে তোমার সহিত যোগ দিব। তোমার অমানুষিক ত্যাগ-স্বীকার, তোমার আশ্চর্য্য বদান্যতা, তোমার অন্যান্য অসাধারণ ক্ষমতা সকল অনন্তকাল তোমার কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে; তোমার দেশ-হিতৈষিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বঙ্গভূমি উজ্জ্বল করিবে। কিন্তু এখন আমার প্রধান শত্রু ম্যাকিণ্টস্ হইতে উদ্ধার হইবার উপায় কি?

সুরেন্দ্র। যেরূপ সূচনা করা হইয়াছে, তাহাতে আর অধিক দিন আমাদিগকে তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে না। সমস্ত ইংরাজ যদি ম্যাকিণ্টস্ হয়, তাহা হইলেও পাপী পাপের শাস্তি হইতে নিস্তার পাইবে না। ধর্ম্মের জয় অবশ্যই হইবে, আজ হউক, কাল হউক, পাপীকে পাপের দণ্ড অবশ্যই লইতে হইবে। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, যে আমাদের সদাশয় লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণার নাকি আমরা যে অভিযোগ করিয়াছিলাম, তাহার তদারকের নিমিত্ত কোন উপযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে এখানে শীঘ্রই পাঠাইয়া দিবেন। তাহা হইলে পাপাত্মার সমস্ত দুরভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কলিকাতার যে সকল মহাত্মাদিগের নিকট হইতে আমরা সাহায্য চাহিয়াছি, তাহারাও আহ্লাদের সহিত আমাদের কার্য্যে যোগ দিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তবে আমাদের আর ভয় কি?

প্রবোধ। ভয় নাই সত্য, কিন্তু তুমি ভাই নিশ্চয় জানিও, যে ম্যাকিণ্টস্ ও নিশ্চিন্ত নয়, সে যাহাতে আমাদিগকে কোন বিপদে ফেলে, তাহার বিশেষ চেষ্টায় আছে; সেই জন্য আমার সর্ব্বদাই ভয় হয়। তুমি আমার বন্ধু বলিয়া সে প্রাণ-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পণে তোমারও অমঙ্গলের চেষ্টা করিতেছে। পামর এমনি নরাধম যে আমাদের বালিকা বিদ্যালয় আর দাতব্য চিকিৎসালয় যাহাতে উঠিয়া যায়, তাহার চেষ্টায় আছে। আবার শুনিলাম, ললিতপুর হিতৈষিণী সভাকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া মেজেষ্ট্রেটের নিকট নাকি আবেদন করিয়াছে। পাছে আমার জন্য তোমার কোন বিপদ ঘটে, আমার সেই ভয়।

সুরেন্দ্র। কোন ভয় নাই, জগদীশ্বর আমাদের সহায় হইবেন। ধর্ম্মের জয় চিরকালেই হইয়া থাকে।

এই সময় বাহিরে একটা গোলযোগ উঠিল—কে যেন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।" প্রবোধ ও সুরেন্দ্র উভয়েই চমকিয়া উঠিল! এই সময় রমা পাগলা এবং চারি পাঁচজন লোক গৃহে প্রবেশ করিল। প্রবোধ ও সুরেন্দ্র বাবু উভয়েই আগ্রহের সহিত গোলযোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সকলেই একবারে বলিয়া উঠিল—"খুন! সর্ব্বনাশ!!" আর কোন কথা কেহ বলিল না। তাঁহারা ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এমন সময় কুসুম কাঁদিতে কাঁদিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রবোধ তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় কুসুম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"বিরাজ মাসির বাড়ি হইতে আসিতেছিল, কাল সন্ধ্যার পর রূপপুরের মাঠে হঠাৎ ডাকাইত পড়িয়া তাহাকে কোথায়—।" কুসুম আর বলিতে পারিল না, কারণ দেখিল যে সে কথা শুনিয়া প্রবোধ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াছিল—সুরেন্দ্র রাগে কাঁপিতে ছিল।

কিছুক্ষণ গৃহ একবারে নিস্তব্ধ, কাহার মুখে কথা নাই,

সকলেই মনে মনে এই সর্ব্বনাশের বিষয় ভাবিতেছিল। প্রবোধ কিছুক্ষণ পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"ভাই সুরেন, আমি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল। কিন্তু এ ডাকাইত কে?"

সুরেন্দ্র। ডাকাইত আর কেহ নয়—এ ইংরাজ-কুল-কলঙ্ক পাপাত্মা ম্যাকিণ্টস্; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিরাজমোহিনীর সঙ্গে কি কেহ ছিল না?

কুসুম। যে লোক আমাদের সংবাদ দিতে আসিয়াছিল, সে বলিল তাঁহার পাল্কির সঙ্গে চারিজন দরওয়ান ছিল; কিন্তু ডাকাইতরা অনেক। দরওয়ানদিগের মধ্যে তিন জন গুরুতর আঘাত পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, আজ সকালে তাহাদিগকে ডুলি করিয়া আনা হইয়াছে, আর অপর একজন খুন হইয়াছে।

প্রবোধ। এ যে আবার অত্যাচারে উপর অত্যাচার!

প্রবোধের মুখে আর কথা নাই, প্রবোধ নির্ব্বাক, অকস্মাৎ এ বিপদে কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না। ক্ষণে ক্ষণে হৃদয় জ্বলিয়া উঠিতেছে, আর তিনি অস্থির হইয়া গৃহের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সুরেন্দ্রের অবস্থা অন্যরূপ, অকস্মাৎ এইরূপ ঘটনায় সুরেন্দ্রের অটল হৃদয়ও এখন অস্থির হইল, কিন্তু সুরেন্দ্র স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। বিপদে এরূপ একটু অস্থির হইতেও আমরা আর কখন তাহাকে দেখি নাই। সুরেন্দ্র তখনি স্থির হইয়া বলিল—

"ভাই প্রবোধ! এখন যাহাতে সকল দিক বজায় থাকে, তাহা করিতে হইবে।"

এই কথা কয়েকটী বলিয়াই হঠাৎ প্রবোধের প্রতি সুরেন্দ্রের দৃষ্টি পড়িল, তাহার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া সুরেন্দ্রের হৃদয় পুনরা অস্থির হইল। পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বলিল—

"ধন, সম্প্রত্তি, মান, সম্ভ্রম, দেশ-হিতৈষিতা প্রতিহিংসার জ্বলন্ত বহ্নিতে আহুতি দিলাম, প্রতিহিংসা ভিন্ন এ হৃদয়ে আর কিছুই স্থান পাইবে না। যতদিন না ম্যাকিণ্টসের উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারি, তত দিন পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যে জলাঞ্জলি দিলাম। এত অত্যাচার আর সহ্য হয় না। এরূপ ঘৃণিত ও অবমানিত জীবন বহন করা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে প্রার্থনীয়। আমি চলিলাম।

এই বলিয়া সুরেন্দ্র গৃহত্যাগ করিয়া চলিলেন,—কি মনে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"ভাই প্রবোধ, এই ঘটনা যে ম্যাকিণ্টসের কর্তৃক তাহার আর সন্দেহ নাই, এখন আমাদের প্রথমে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে হইবে যে, সে বিরাজ-মোহিনীকে কোথায় রাখিয়াছে। তাহার পর উভয়ে পরামর্শ করিয়া যাহা হয় স্থির করা যাইবে। আমিও সেই অনুসন্ধানে চলিলাম, তুমিও যতদূর পার চেষ্টা কর।"

এই বলিয়া সুরেন্দ্র চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় প্রবোধ বলিয়া দিলেন, "ভাই আমার আশা ভরসা তুমি সকলি, আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি, আমার দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না।"

এই সময় রমা পাগলা বলিয়া উঠিল—"ভাইরে এ রমণী প্রণয়ে এ পৃথিবীতে সুখ নাই। যদি প্রকৃত সুখ চাও তবে এই সীমাবদ্ধ প্রণয়সূত্র অগ্রে ছিঁড়িয়া ফেল, তাহার পর জগতের প্রাণী মাত্রকেই সেই প্রণয়সূত্রে বাঁধিতে চেষ্টা কর।

প্রবোধ এ কথা শুনিতে পাইল না। কারণ তখন তিনি কেবল ভাবিতেছিলেন—"অত্যাচারের উপর অত্যাচার।"

—*—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিপদের উপর বিপদ।

প্রবোধ অকস্মাৎ বিপদে অস্থির, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। নিকটে মাত্র কুসুম বসিয়া আছে, কিরূপে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবে, কুসুমও কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছে না। কুসুম বিরাজ-মোহিনীর বিপদে নিতান্ত দুঃখিতা, বিরাজ তাহার প্রতিদ্বন্দিনী হইলেও তাহার প্রতি কুসুমের ভালবাসা আবার অসীম। আমরা কুসুমের হৃদয়ের প্রতি কক্ষ অন্বেষণ করিয়া জানিয়াছি যে, ইহার প্রথম কারণ কুসুমের সরল হৃদয়—সে হৃদয়ে হিংসা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তি সকল স্থান পায় না, দ্বিতীয় কারণ বিরাজের প্রতি প্রবোধের আন্তরিক ভালবাসা;—যে ভালবাসা আত্ম-বিসর্জ্জন শিক্ষা দেয়, কুসুমের হৃদয়ের শোণিতের প্রতি বিন্দুর সহিত তাহা মিশিয়াছিল। প্রবোধের সুখ ভিন্ন নিজের সুখের জন্য কুসুম কখন ভাবে নাই, বাগানের প্রস্ফুটিত কুসুম গুলি যেমন কেবল গন্ধ দানেই সুখী, কাহারও নিকট কিছুই প্রত্যাশা করে না? আমাদের কুসুমও কেবল প্রবোধকে ভালবাসিয়াই সুখী, এখন আর ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসার

প্রত্যাশা নয়। কুসুম অবলা, কুসুম বালিকা, কিন্তু বালিকা হইলেও প্রবোধকে সুখী করিবার ইচ্ছা কুসুমের বলবতী, হৃদয় ও সাহসে পরিপূর্ণ।

কিছুক্ষণ পরে কুসুম প্রবোধকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিল—

"যেরূপ চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে বিরাজের সন্ধান পাওয়া যাইবে, দস্যুরাও উপযুক্ত শাস্তি পাইবে।"

প্রবোধ। বিরাজ-মোহিনীকে জীবিত না দেখিলে তাহার সন্ধান করিয়াই কি হইবে, আর দস্যুদিগকে শাস্তি দিয়াই কি ফল হইবে?

কুসুম। ওরূপ অমঙ্গলের কথা মুখে আনিতে নাই।

প্রবোধ। বিরাজ অল্প দিন হইল মাতৃহীনা হইয়াছে, তাহার সে মনের কষ্ট এখনও যায় নাই; তাহার উপর আবার এই বিপদে সে যে, জীবিতা আছে, তাহা কখনই বিশ্বাস হয় না।

কুসুম। বিরাজ বুদ্ধিমতী, সে বিপদে ততদূর অধীরা হইবে না।

এই সময় হঠাৎ প্রবোধের কি মনে হইল, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি শিরায় রক্ত ছুটিতে লাগিল। ক্রোধে সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, কুসুম প্রবোধের সে মূর্ত্তি দেখিয়া ভীতা হইল।

প্রবোধ গম্ভীর স্বরে বলিল—"যদি অত্যাচারীরা বিরাজের সতীত্ব নষ্ট করে, তবে তাহার জীবনেই বা আবশ্যক কি? তাহা হইলে তাহার মৃত্যুই প্রার্থনীয়।"

এই কথা শুনিয়া কুসুমেরও ভয়ে সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল, এই সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, পুলিসের

লোক আসিয়া বাড়ির চারিদিক ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, বাবুর নামে গ্রেপ্তারী পরওনা আছে।

সংবাদ প্রবোধের কর্ণে গেল, কাহাকে কোন কথা বলিলেন না, বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া বাহিরে দেখিতে আসিলেন, কুসুমও সে সংবাদে দুঃখিতা হইল। তাহারও প্রাণের ভিতর এখন যেন কেমন করিতে লাগিল; একমনে অনেক্ষণ ধরিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিল।

কুসুম অনেকক্ষণ এইরূপে চিন্তা করিতেছে, এমন সময় আর এক অশুভ সংবাদ আসিল যে,প্রবোধ বাবু পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন। এ সংবাদে কুসুমের হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত হইল। কুসুম কি করিবে কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ অবাক হইয়া বসিয়া রহিল। তখন দাঁড়াইয়া উঠিবার ক্ষমতাও কুসুমের ছিল না। কিছুক্ষণ পরে কুসুম ধীরে ধীরে উঠিল, অন্য বালিকা হইলে কি করিত জানি না, কিন্তু কুসুম সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বিনোদলাল সরকারের সহিত অনেকক্ষণ কি পরামর্শ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জালে পড়িল।

আজ ললিতপুর গ্রামে হাহাকার পড়িয়াগিয়াছে। কাহার মুখে আর অন্য কথা নাই, সকলেই একই কথার আন্দোলন

করিতেছে। পথে, ঘাটে, মাঠে, বৈঠকখানায়, চণ্ডী মণ্ডপে অন্দরমহলে যেখানে যাও একই কথা শুনিতে পাইবে। সে কথা এই—দস্যুকর্ত্তৃক বিরাজ-মোহিনী অপহরণ আর পুলিস কর্ত্তৃক প্রবোধ চন্দ্রের গ্রেপ্তার। কথা দুইটা বটে, কিন্তু কি জানি কেন দুইটাতে এক হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তি একই সময় একত্রে এই দুই কথারই আন্দোলন করিতেছিল। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে এইরূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন ঘটনাদ্বয় এক হইলে কেন? অবশ্যই ইহার বিশেষ কারণ আছে।

কাহার কৌশলে এই তনার বিষয় তৎক্ষণাৎ গ্রামে গ্রামে প্রচার হইল। তখন যে যেখানে ছিল,সকলেই ললিতপুরে দৌড়িয়া আসিল। ছোট, বড়, ভদ্র,অভদ্র, যে এই দুর্ঘটনার, কথা শুনিল, তাহারই প্রাণ প্রবোধের জন্য আকুল হইয়া উঠিল,সে আর স্থির থাকিতে পরিল না, উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। ক্রমে ক্রমে প্রবোধের বাড়ির সম্মুখে লোকে লোকারণ্য হইল। তখন সকলেই এই অত্যাচারের আনুপূর্ব্বিক শুনিল। সে কথা শুনিয়া কেহ কাঁদিয়া আকুল হইল, কেহ রাগিয়া ব্যাকুল হইল, আর কেহ কেহ বা ভীত মনে গৃহে ফিরিতে লাগিল। তখন এই সকল অসংখ্যক জনতার মধ্য এক ব্যক্তি সেই ভীত, আকুলিত ও ব্যাকুলিত জনতাকে উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"ভাই সকল! এরূপ অন্যায় অত্যাচারের কথা কেহ কখনও শুনিয়াছ কি? মনুষ্যের শরীরে এত অত্যাচার কি সহ্য হইতে পারে? আজ আইস ভাই, সকলে মিলিয়া বাবুকে করিয়ামায়া আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা দেখাই। এত অল্পবয়সেই বাবু আমাদের দেশের অনেক উপকার করি

য়াছেন, এবং ভবিষ্যতে আরো অনেক করিবেন এরূপ আশা আছে। আমরা এত লোকে মিলিয়া পুলিসের হাত হইতে আমাদের এমন উপকারী জমীদারকে উদ্ধার করিতে পারিব না কি?”

তখন পুলিসের নাম শুনিয়া ভয়ে যাহারা পলায়ন করিতেছিল তাহারা সকলে ফিরিল এবং সেই অসংখ্য [illegible]স্রোত মথিত করিয়া অসংখ্য কণ্ঠস্বরে শুনা গেল—“পারিব, পারিব, এখনি পারিব।” পুনরায় প্রথম বক্তা কহিল—“বাবুকে এতক্ষণে থানায় লইয়া গিয়াছে, চল আমরা সকলে মিলিয়া থানায় যাই।” তখন অসংখ্য কণ্ঠে পুনরায় ধ্বনিত হইল—“পুলিসকে মারিয়া থানা লুটিয়া আমরা বাবুর উদ্ধার করিব।”

এই সময় কোথা হইতে এক ব্যক্তি কতকগুলি লাঠি আনিয়া দিল, তখন লাঠি কাড়াকাড়ির ধুম পড়িয়া গেল। বহুসংখ্যক লোক যাহারা লাঠি পাইল না,তাহারা কেহ গাছের ডাল ভাঙ্গিল, বেড়ার খোঁটা তুলিল, কেহ ঘরের খুঁটি ভাঙ্গিয়া লইল,—কেহই খালি হস্তে চলিল না। তাহার পর সেই উন্মত্ত জনস্রোত মহা কোলাহল করিতে করিতে চলিল। এইরূপে তাহারা কিছু দূর গিয়াছে,এমন সময় বিস্মিতনেত্রে সকলে দেখিল যে সম্মুখেই সুরেন্দ্র বাবু অশ্বারোহণে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই উচ্চৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল, সকলেরই উৎসাহ দ্বিগুণ হইল। তখন কাহার মুখে ‘মার পুলিস মার’ শব্দ—কাহার মুখে ‘সুরেন্দ্রবাবুর জয়’ এইরূপ বীরোচিত বাক্য শুনা যাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ানক গোলও উঠিল। সুরেন্দ্র সকলকে স্থির হইতে ইঙ্গিৎ করিলেন,

সে ইঙ্গিতের কি মোহিনী শক্তি ছিল, আমরা জানি না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই উন্মত্ত জনস্রোত নিস্তব্ধ হইল। তখন সুরেন্দ্র বাবু সকলকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা এরূপ উন্মত্তভাবে কোথায় যাইতেছ?"

দলের একজন উত্তর করিল—"আমরা পুলিসের হাত হইতে বাবুকে উদ্ধার করিয়া আনিতে যাইতেছি।"

অপর একজন পশ্চাৎ হইতে বলিল—"আমরা পুলিসের সমস্ত লোক্‌কে খুন করিব।" অন্য একজন আরো পশ্চাৎ হইতে বলিব—"আমরা পুলিস লুটিব, আর থানার ঘর ভাঙ্গিয়া গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিব।"

সুরেন্দ্র তখন পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"তোমাদের কিছুই করিতে হইবে না। প্রবোধ বাবুর উদ্ধার আমি একাকীই করিব।"

তখন সকলেই অবাক হইয়া সুরেন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। পুনরায় সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন—

"আমার কথায় কি কেহ বিশ্বাস করিতেছ না? আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, প্রবোধকে সঙ্গে লইয়া না আসিতে পারিলে ললিতপুরে আর মুখ দেখাইব না। আমার এই প্রতিজ্ঞা আমি কি পূর্ণ করিতে পারিব না? আমি যখন এই কার্য্যোদ্ধার করিতে নিষ্ফল হইব তখন তোমরা যাহা ইচ্ছা করিও, কিন্তু আজ আর কাল এই দুই দিন তোমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। তোমরা আজ আমার অনুরোধে গৃহে ফিরিয়া যাও।"

তখন আর কাহার মুখে কোন কথা শুনা গেল না, কিন্তু অনেকেরই মুখে অসন্তোষের চিহ্নসকল প্রকাশ পাইতে লাগিল।

সকলেই ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া চলিল। সুরেন্দ্র অশ্বারোহণে দ্রুতগতিতে থানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখেই একজন কনেষ্টবেলকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"দারগা সাহেব কোথায়?'

কনেষ্টোবল উত্তর করিল—"আফিস কামরায় আছেন।"

সুরেন্দ্র বাবু তখন সেই গৃহে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, এমন সময় সেই কনেষ্টেবল বলিল—"এত্তালা না করে যাইবার হুকুম নাই।"

সুরেন্দ্র বাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, শীঘ্র যাইয়া খপর দাও।"

কনেষ্টেবল অনেকক্ষণ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তথাপি বাবু থানায় আসিয়া এত জোরে জোরে কিরূপে কথা কহিতে সাহসী তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। ধীরে ধীরে দারগা সাহেবকে সংবাদ দিল, এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"দারগা সাহেব কাহার সহিত দেখা করিবার ফুরসুত নাই।"

সুরেন্দ্র তখন বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আমি শ্যামনগরের সুরেন্দ্রনাথচট্টোপাধ্যায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে কি না তুমি পুনরায় গিয়া জানিয়া আইস।"

কথাটা শুনিয়া কনেষ্টেবেল থতমত খাইয়া গেল। তাহার পর করযোড়ে বলিল—"হুজুর, গোলামের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আপনি এইখানে বসুন, আমি শীঘ্র আসিতেছি।" এই বলিয়া একখানি কাষ্ঠাসনে সুরেন্দ্রকে বসিতে দিয়া এইবার সে দৌড়িয়া এই সংবাদ দিতে গেল।

তৎক্ষণাৎ দারোগা সাহেব ভীতমনে ত্রস্তভাবে আসিয়া সুরেন্দ্র

বাবুকে লম্বা সেলাম দিয়া সম্মানের সহিত তাঁহার 'আফিস কামরায় লইয়া গেল, সুরেন্দ্র বাবু উপবেশন করিলে পর দারগা বড়ই ভদ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"হুজুরের কি মনন করে শুভাগমন হইয়াছে ?"

সুরেন্দ্রনাথ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"দারগা সাহেব, আপনার এইরূপ ভদ্রতা ব্যবহারে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি ; তজ্জন্য আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু আপনি এমন চতুর লোক হইয়া আজ আমি স্বয়ং কেন থানায় আসিলাম বুঝিতে পারিতেছেন না ?"

দারগার নাম পানাউল্লা, আজ ৩২ বৎসর পুলিষে কর্ম্ম করিতেছেন, সামান্য কনষ্টেবল হইতে কেবল বুদ্ধিবলে আজ প্রবল প্রতাপশালা থানার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা দারগা হইয়াছেন, সুতরাং তিনি এখন একপ্রকার অন্তর্যামী হইয়াছেন বলিলেও বলা যায়। সুরেন্দ্র বাবুর আগমনের কারণ তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন। এইবার একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—"হুজুর, আমার কি অপরাধ বলুন, আমরা পুলিষের লোক, হুকুমের গোলাম, সুতরাং হুকুম তালিম করিয়াছি মাত্র।"

সুরেন্দ্র দারগা সাহেব, হুকুমখানা একবার দেখিতে পারি কি ?

দার। আজ্ঞে, হুকুমনামা আমরা বাহিরের লোককে দেখাইতে পারি না।

সুরে। আচ্ছা চার্জ্জ কি কি জানিতে ইচ্ছা করি।

দার। সে কথাও বলিতে পারিব না।

সুরে। আচ্ছা, আসামীকে জানান হইয়াছে কি ?

দার। না।

সুরেন্দ্র এইবার আশ্চর্য্যের সহিত বলিলেন—"দারগা সাহেব, আমার বিশ্বাস আপনার কর্ত্তব্যজ্ঞান বিলক্ষণ আছে, এটাও কি আপনার কর্ত্তব্যপালন হইয়াছে, না আপনার উপরওয়া-লারএইরূপ হুকুম ছিল—আপনি সেই হুকুম তামিল করিয়াছেন?

দারগা নিরুত্তর, এরূপ প্রশ্নের হঠাৎ কি উত্তর দিবে, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। সুরেন্দ্র নাথ এইবার গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"আপনি এখনি আপনার আসামীকে আপনার ওয়ারেণ্টের হুকুম দেখাইয়া আসুন।"

দারগা একটু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর করিল—"আসামী চালান হইয়া গিয়াছে।"

সুরেন্দ্র বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় চালান হইয়াগিয়াছে।"

দার। খোদ ম্যাজেষ্টার সাহেবের নিকট।

সুরেন্দ্র আর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, সেই গৃহের মধ্যেই চিন্তাকুল হৃদয়ে ধীরে ধীরে বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—"দারগা সাহেব, এত তাড়াতাড়ি আসামী চালান হইল কেন?"

দারগাসাহেবও এবার গম্ভীরস্বরে বলিল—"হুজুর, হুকুম যত শীঘ্র পালন করা যায়, ততই ভাল। আমরা কর্ত্তব্যকর্ম্ম ভালরূপ বুঝি।"

সুরেন্দ্রনাথ এই সময় মনে মনে কি চিন্তা করিয়া প্রকাশ্যে বলি-লেন, "আচ্ছা, কাল রাত্রে আপনার থানার সন্নিকটেই রূপপুরের মাঠে যে খুন আর ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, তাহার কি তদারক

করিয়াছেন ? আপনার কর্ত্তব্যজ্ঞান বিলক্ষণ আছে, এটা কি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নয় ?”

দারগা সাহেবের মুখ শুকাইয়া গেল, আম্‌তা আম্‌তা করিতে করিতে বলিল “আঁ—জ্ঞে, আঁ—জ্ঞে, সে একটা দাঙ্গা হইয়াছে মাত্র, শীঘ্রই আসামী ধরিয়া অবৈধ জনতা ও দাঙ্গা চার্জ্জ দিয়া চালান দিব, সে সকল আসামীর মধ্যেও নাকি প্রবোধ বাবুর দারয়ান আছে।”

সুরে। তাহাদের সঙ্গে আমারও একজন দারয়ান ছিল সে খুন হইয়াছে। তাহার সংবাদ কিছু রাখিয়াছেন কি ?

দার। আজ্ঞে, অকুস্থলে [কোন লাশ ত পাওয়া যায় নাই।

সুরে। সেই খুন ছাপাইবার জন্য পুলিসের লোকে লাশ গোপন করিয়াছে। আমি নিজে এই সকল বিষয় প্রমাণ দিব।

সুরেন্দ্র নাথ এই কয়েকটি কথা বলিয়াই একবার দারগার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিলেন। দারগার অবস্থা এবার বড়ই শোচনীয় হইল। তাহার মুখে আর কথা নাই, বিন্দু বিন্দু ঘাম হইতে লাগিল, তাহার বুকের ভিতর কি জানি কেন তখন ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ হইতে ছিল। কিন্তু পানাউল্লা ৩২ বৎসর পুলিষে কর্ম্ম করিয়াছে, সুতরাং অল্পতেই আপনার দুর্ব্বলতা দেখাইবে কেন ? সাহেব তখন অনেক কষ্টে একটু হাসিয়া বলিল—“আপনার কথায় কে বিশ্বাস করিবে ? দাঙ্গায় খুন হইয়াছে, সে খুন ছাপাইয়া পুলিষের লাভ কি ? বরং ধরিয়া দিতে পারিলে পুলিষের সুনাম আছে।”

সুরেন্দ্র নাথ এইবার গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"পুলিষ ধরিবে কাহাকে? পুলিষই যে আমার এই মকর্দ্দমার আসামী। কেবল খুন ও ডাকাতি নহে, মানুষ গুম্ করাও আছে। যদি পুলিষের আত্মরক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে এখনও সাবধান হইলে আমি তাহাকে এ যাত্রা রক্ষা করিতে পারি, এবং উপযুক্ত পুরস্কার দিতেও প্রস্তুত আছি"

কথাটা দারগা সাহেবের মনের মধ্যে বড়ই একটা হুলস্থূল ব্যাপার ঘটাইয়া দিল, দারগা একটু স্থির হইয়া চিন্তা করিয়া বলিল—"হুজুর, 'এদাসত হুজুরেরই গোলাম। হুজুর মনে করিলে মারিতে ও পারেন, আবার মনে করিলে রক্ষা করিতেও পারেন। আর পুরস্কারের কথা যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, হুজুর যখন মুখে বলিতেছেন, তখন আমার পাওয়াই হইয়াছে। এখন হুজুরের আজ্ঞাটা কিরূপ একবার শুনিতে ইচ্ছা করি।

সুরে। প্রবোধ বাবুর গ্রেপ্তার সম্বন্ধে সমস্ত সত্য কথা আমায় বল।

দার। আজ্ঞে, গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট আমার নিকট আসে নাই; কিন্তু ম্যাকিণ্টস সাহেব এক চিঠি দেখাইয়া কাম সারিয়াছে।

সুরে। যে কাহার চিঠি?

দার। আজ্ঞে গুজরৎ খোদের।

সুরে। সে চিঠিতে কি লেখা ছিল?

দার। আমরা আত্মরক্ষার পথ না রাখিয়া কোন কাযে হাত দিই না। সে দলিল আমি ছাড়িয়া দিতে পারি নাই।

এই বলিয়া দারগা ডেস্ক মধ্য হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া সুরেন্দ্র বাবুর হস্তে দিল। সুরেন্দ্র নাথ অধিকক্ষণ ধরিয়া

সেই পত্রখানি পড়িয়া তাহার পর বলিলেন—"দারগা সাহেব, আপনার এই পত্রখানির মূল্য কত ?"

দারগা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"আজ্ঞে হুজুরের পক্ষে সামান্যই—এই একহাজার টাকা মাত্র।"

কথাটা বলিয়াই দারগা সাহেব যেন একটু থতমত খাইল। কিন্তু সুরেন্দ্র আর দ্বিরুক্তি না করিয়া পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া দিয়া চিঠিখানি পকেটে পুরিল এবং তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া অশ্বারোহণ করিল; তাহার পর জোরে অশ্বকে এক ভীষণ কষাঘাত করিলেন। অশ্ব প্রাণপণে দৌড়াইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কার্য্যোদ্ধারে।

সুরেন্দ্র নাথ অশ্বারোহণে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন, অশ্বটীও সাধারণ অশ্ব নহে, উৎকৃষ্ট আরবদেশীয়। দেখিতে দেখিতে এক ঘণ্টার মধ্যে সাতক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করিয়া জেলায় আসিয়া পৌছিল। কিন্তু তখন বেলা ছয়টা বাজিয়া গিয়া ছিল, সুতরাং ম্যাজিষ্ট্রেটের কাঁছারি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুরেন্দ্র কার্য্যোদ্ধারের বিলম্ব সম্ভাবনা দেখিয়া কিছু চিন্তিত হইলেন। তাহার পর কি ভাবিয়া পুনরায় অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। পথে কোন স্থানে অর্দ্ধঘণ্টা বিলম্ব করিয়া অশ্ব ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠির সম্মুখে আসিয়া থামিল। গেটের নিকট অশ্ব রাখিয়া সুরেন্দ্র নির্ভীক অন্তরে গেট অতিক্রম করিয়া চলিলেন।

গেট পার হইলেই সম্মুখে এক সুদৃশ্য অট্টালিকা এবং তাহার চারিদিকেই নানা জাতীয় ফল ও ফুলের গাছ এবং লতা গুল্ম ইত্যাদি। মধ্যে মধ্যে বিজাতীয় ফুলের এবং পাতার গাছও শোভা পাইতেছিল। এই অট্টালিকায় জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাস করেন। তিনি তখন সমস্ত দিনের গুরুতর পরিশ্রমের পর একখানি ইজি-চেয়ারের উপর শয়ন করিয়া চক্ষু মুদিয়া চুরুট সেবন করিতেছিলেন, এবং সম্মুখেই মেম সাহেব পিয়ানো বাজাইয়া সাহেবের কর্ণকুহরে অমৃতময় স্বরলহরী ঢালিয়া দিতেছিল। সুরেন্দ্র নাথ গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই পিয়ানোর সেই সুমধুর স্বর শুনিতে পাইলেন, কিন্তু মন অত্যন্ত চঞ্চল বলিয়া তাহার মধুরতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না।

ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া একজন খানসামাকে ডাকিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ জানাইলেন। খানসামা বলিল—"এখন সাহেবের সহিত কোন মতেই সাক্ষাৎ হইতে পারে না।"

সুরেন্দ্র বিশেষ অনুরোধ করিল, কিন্তু খান্সামা কোন মতেই সাহেবকে সংবাদ দিতে রাজি হইল না। তখন, কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সুরেন্দ্র নাথ আপন পকেট হইতে একখানি ১০৲ নোট বাহির করিয়া খানসামার হস্তে দিয়া বলিল—"যদি এখনই সাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পার, তবে ফিরিয়া যাইবার সময় এরূপ আর একখানি দিব।"

তখন খানসামা বাবুকে সেলাম করিয়া অতি যত্নের সহিত একস্থানে বসাইয়া উপরে সাহেবকে সংবাদ দিতে গেল।

খান্‌সামা উপরে গিয়া ভয়ে ভয়ে জোড়হস্তে সাহেবকে জানাইল—"খোদাবন্দ, আপ্‌কো সাৎ মুলাকাৎ কর্‌নে এক বাবু আ্যায়া।"

সাহেব বিরক্ত হইয়া বলিল—"আবি কোইকো সাৎ মুলাকাৎ কর্‌নেকা ফুর্‌সুৎ নেহি।"

খানসামা এবার আরো বিনীতভাবে বলিল—"ওবাৎ হাম বাবুকে বোলা, লেকেন্ বাবু বোল্‌তা ব্যাড়া জরুরী কাম্ হ্যায়।

সাহেব খান্‌সামাকে বিশেষ ভাল বাসিত, সুতরাং কি ভাবিয়া এবার সাহেব বলিল—"উপারকা হলকাম্‌রামে লে আও, হাম্ আবি জাঁতা।'"

এই সময় মেম্‌সাহেবের পিয়ানো বন্ধ হইয়া গেল, মেম্ সাহেব যেন কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল—"Georgy, don't leave me now, let your Babu come here."

"Nonesense!" বলিয়া সাহেব সেস্থান হইতে আসিয়া হলকাম্‌রায় প্রবেশ করিলেন।

সাহেব আসিবা মাত্র সুরেন্দ্র সেলাম করিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সাহেব তাহার প্রতিদান কিম্বা কোন প্রকার শিষ্টাচার না করিয়া তাড়াতাড়ি সুরেন্দ্রের সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। সে সকল কথাবার্ত্তা ইংরাজীতেই হইয়াছিল, আমরা তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

সাহেব। কি চাও বাবু?

সুরেন্দ্র। আপনার সহিত কোন বিশেষ কথা আছে।

সাহে। শীঘ্র বল।

সুরে। ললিতপুরের জমীদার প্রবোধ বাবু অন্যায়রূপে গ্রেপ্তার—

এই সময়ে সাহেব সুরেন্দ্রের কথায় বাধা দিয়া বলিল—"থাক্, আর বলিতে হইবে না। তোমার যে সকল প্রমাণ আছে, কাল কোর্টে তাহা দিবে, আজ আমাদের কথাবার্ত্তা এই খানেই শেষ হইল।"

এই বলিয়া সাহেব গমনোদ্যত হইলেন, সুরেন্দ্র তখন বিনীত-ভাবে বলিল—"অবশ্য, সে সকল প্রমাণ কোর্টেই দিব, কিন্তু তাঁহাকে আজ হাজোতে রাখা হইয়াছে, আমি যে কিছু জামিন আবশ্যক হয়, দিয়া তাঁহাকে এখনি খালাস করিতে ইচ্ছা করি।"

সাহেব। কাল দশটার পর জামিন দিও, একদিন হাজতে থাকিলে মানুষ মরিয়া যায় না।

সুরে। মানুষ মরিয়া যায় না সত্য, কিন্তু মানীলোকের মান যায়। উচ্চবংশীয় একজন জমীদারের প্রতি আপনারও দয়া হওয়া কর্ত্তব্য।

সাহেব এইবার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"এরূপ রাজবিদ্রোহী লোকের প্রতি কখন দয়া হইতে পারে না। আমরা ন্যায় বিচার করি, দয়া করি না। এই জেলার দুইজন রাজ-বিদ্রোহী জমীদার আছে, একজন ললিতপুরের জমীদার প্রবোধ বাবু, আর একজন শ্যামনগরের জমীদার সুরেন্দ্র। এখন প্রবোধ বাবুকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার সময় পাইয়াছি, আর সুরেন্দ্রকে পাইলে তাহাকেও উপযুক্ত শিক্ষা দিব।"

সাহেবের কথা শেষ হইলে সুরেন্দ্র নাথ গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"আমিই শ্যামনগরের জমীদার সুরেন্দ্র নাথ।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব চমকিয়া উঠিয়া আশ্চর্য্যনেত্রে সুরেন্দ্র নাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এইবার নির্ভীক হৃদয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"আমরা রাজ-

বিদ্রোহী নই, কিন্তু অত্যাচারী ইংরাজ-বিদ্রোহী বটে ; যে ইংরাজ আমাদের উপর অন্যায় অত্যাচার করিবেন, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ত দূরের কথা, তিনি স্বয়ং গবর্ণার জেনারেল হইলেও আমরা তাঁহার সে অত্যাচার কখনই সহ্য করিব না। আমরা—"

সুরেন্দ্র নাথ আবার কি বলিতে যাইতে ছিলেন, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এখন প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন, তিনি সে কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"বাবু, আপনার সাহসকে আমি ধন্যবাদ দি, আপনার কথা পূর্ব্বে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহাই স্বচক্ষেও দেখিলাম, আপনাদের ন্যায় অর্দ্ধশিক্ষিত বাবু হইলেই রাজবিদ্রোহী হয়। আপনি নিজে স্বীকার করিলেন, যে আপনি ইংরাজ-বিদ্রোহী, আর ইংরাজ-বিদ্রোহী হইলেই রাজ-বিদ্রোহী হইল। কারণ ইংরাজই এই দেশের রাজা, আপনারা ইংরাজের নিকট যে বিজিত সে কথাও কি আমায় স্মরণ করিয়া দিতে হইবে ?"

সুরে। আমি ইংরাজ-বিদ্রোহী, স্বীকার করি নাই, কিন্তু অত্যাচারী-ইংরাজ-বিদ্রোহী বলিয়াছি। সমগ্র ইংরাজ-জাতির নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। ইংরাজ আমাদের পূজ্য দেবতা।

সাহেব। অত্যাচার কাহাকে বলে ? আপনাদিগকে শাসন করিতে গেলেই অত্যাচার করা হইল মনে করেন।

সুরে। অত্যাচার কাহাকে বলে তাহার অন্য দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই. আপনি কেমন অত্যাচারী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা আপনার নিকটেই আমি প্রমাণ করিয়া দিতেছি। প্রবোধ বাবুকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আপনি অসাধারণ ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশ করিয়া ম্যাকিণ্টস সাহেবকে যে পত্র লিখিয়া ছিলেন

তাহা সৌভাগ্যক্রমে আমার হস্তগত হইয়াছে। দেখুন দেখি, এই পত্র আপনার লেখা কি না ?

এই বলিয়া সুরেন্দ্র নাথ আপন পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন।—

"My dear Mackintosh————"

সুরেন্দ্র পত্র পড়িতে আরম্ভ করিবামাত্র ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মুখ শুকাইয়া গেল, তিনি তৎক্ষণাৎ সাহস করিয়া সুরেন্দ্রের হস্ত হইতে পত্রখানি কাড়িয়া লইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর ঘৃণা ও অহঙ্কার মিশ্রিত নেত্রে সুরেন্দ্রের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিলেন। সুরেন্দ্র সেই সময় ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"অত্যাচার আবার কাহাকে বলে তাহা বোধ হয়, আমাকে কষ্ট করিয়া আর আপনাকে বুঝাইতে হইবে না। আপনিই অত্যাচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তবে এত কষ্ট করিয়া এই মুহূর্ত্তে যে বিশ্বাস-ঘাতকতার কার্য্য করিলেন, তাহাতে সফল হইতে পারেন নাই। যে পত্র আপনি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, সেখানি আসল পত্রের নকল মাত্র। আমি এতদূর নির্ব্বোধ নই, যে আপনাকে বিশ্বাস করিয়া আমি আসল পত্র আপনারই বাড়িতে লইয়া আসিব।"

সুরেন্দ্রের কথা শেষ হইতে না হইতে সাহেব ভূমি হইতে দুই এক খণ্ড ছিন্ন পত্রাংশ কুড়াইয়া লইয়া হস্তাক্ষর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে বাবুর কথা যথার্থ। তখন সাহেব কিছুক্ষণ আপনার কপালে হস্তস্পর্শ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে মন স্থির না হওয়ায় পুনরায় সুদীর্ঘ শ্মশ্রুরাশির মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া দিয়া আঁচড়াইতে লাগিলেন।

তাহার পর একটু সুস্থির হইয়া বলিলেন—', বাবু তোমার ন্যায় উপযুক্ত জমীদার আমি কখন দেখি নাই, আগামীবারের Adminstration Reportএ এই বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ হইবে। এখন তোমার কথায় আর আমার অবিশ্বাস নাই, তুমি প্রবোধ বাবুকে রাজবিদ্রোহী নয় বলিলেই আমি এখনি তাহাকে মুক্ত করিয়া দিব, অন্য প্রমাণ কিছুই লইব না। কিন্তু অন্যান্য সকল কথা যে গোপন থাকিবে, তাহার guarantee আমায় কি দিতে পারেন ?

সুরে। আমরা হিন্দু, মিথ্যা কথা মহাপাপ মনে করি, আর বিশেষ যে ব্যক্তি আমাদিগকে বিশ্বাস করে, তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য আমরা প্রাণ থাকিতে কখনই করি না। প্রবোধ বাবুর গ্রেপ্তার সম্বন্ধে এবং আপনার পত্র সম্বন্ধে সমস্ত কথাই গোপন থাকিবে—এই কথা স্বীকার করিয়া যাইতেছি। আপনি আমার এই কথাও বিশ্বাস করুন। আরো দেখুন, আপনি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, সুতরাং জেলার জমীদারের কালান্তক যমের স্বরূপ। আমরা সহজে আপনার সহিত কখনই বিবাদ করিব না। কিন্তু আর এককথা আপনাকে বলিয়া রাখি, আপনি পুলিষের উপর এই আজ্ঞা করিবেন, যেন পুলিষ আপনার কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা না করে।

সাহেব তখন "All right." বলিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন, এই অবসরে সুরেন্দ্র নাথ খানসামাকে ডাকিয়া পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত আর এক কেতা নোট পুরস্কার দিলেন। তাহার পর সাহেব নিজে সুরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া প্রবোধকে হাজত হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। প্রবোধকে পাইয়া আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সুরেন্দ্রনাথ ললিতপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উপায় চিন্তা।

প্রবোধ কারামুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু এখনও প্রবোধের মনে কিছুমাত্র সুখ নাই, কারণ এখনও প্রবোধ বিরাজ মোহিনীর কোন অনুসন্ধান পায় নাই। সেই দিন রাত্রে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া প্রবোধ শয্যায় শয়ন করিলেন না। রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, তখনও প্রবোধ এক মনে বসিয়া বিরাজ মোহিনীর অনুসন্ধানের উপায় চিন্তা করিতেছেন। নিকটে সুরেন্দ্র নাথ ও কুসুম বসিয়া রহিয়াছিল, কারণ উভয়েই প্রবোধের দুঃখে দুঃখিত। প্রবোধ ভাবিয়া ভাবিয়া কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া বড়ই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার সেই মলিন মুখ দেখিয়া কুসুমের হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্র বলিল—"ভাই প্রবোধ, তুমি বৃথা কেন চিন্তা কর, একটি বিপদ হইতে অদ্য উদ্ধার হইলাম, রাত্রি প্রভাত হইলেই অন্য বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে চেষ্টা করিব। আমি যেরূপে পারি ২।৩ দিনের মধ্যেই তোমার বিরাজ-মোহিনীকে উদ্ধার করিয়া আনিব।

প্রবোধ। ভাই, আমার আশা, ভরসা, বল সকলই তুমি, কিন্তু ২।৩ দিন বিলম্ব করিলে চলিবে না। কাল যদি বিরাজকে না দেখিতে পাই, তবে নিশ্চয় জানিও আমার জীবন-সঙ্কট হইবে। আমি অধিক কথা আর তোমায় কি বলিব?

সুরে। তুমি ভাই, বুদ্ধিবান হইয়াও এখন বড় নির্ব্বোধের ন্যায় কথা বলিতেছ। ম্যাকিণ্টস যে বিরাজকে হরণ করিয়া

লইয়া গিয়াছে ; তাহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তবে সে কোথায় লইয়া রাখিয়াছে, এই বিষয় বিশেষ প্রমাণ না পাইলে কিরূপে তাহাকে উদ্ধার করিব। এই বিষয় অনুসন্ধান করিতে অন্তত ২।৩ দিন সময় লাগিবে। আমি আলস্য করিয়া ২।৩ দিন সময় চাহিতেছি না। বিরাজ কোথায় আছে, যদি জানিতাম, তবে এই রাত্রেই তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিতাম।

প্রবোধ পুনরায় স্থির হইয়া কি চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল কিন্তু এবারও সেই চিন্তাসাগরের কূল দেখিতে পাইল না। একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"ভাই, আমি অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, সে সন্ধান পাওয়া সহজ নহে? শত্রুর নিকট হইতে এরূপ সন্ধান আমরা কিরূপে পাইব? আর যদি সে সন্ধান না পাইলাম, তবেত বিরাজকে জন্মের মতন হারাইলাম। ভাই, তাহার জননী মৃত্যুকালে তাহাকে আমার হাতেহাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিল। আজ আমার সেই দৃশ্য মনে হইতেছে, সেই জন্য আজ আমি নিদ্রা যাইতে পারিতেছি না; যদি স্বপ্নেও তিনি দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করেন—'আমার বিরাজ মোহিনী কোথায়?' তবে আমি কি উত্তর দিব?"

প্রবোধ আর কোন কথা বলিতে পারিল না। বলিবার ক্ষমতাও তখন তাহার ছিল না। তাহার স্বর রুদ্ধ, বক্ষ নয়ন জলে ভাসিয়া যাইতেছিল। সে দৃশ্য কুসুমের হৃদয়ে বড়ই আঘাত করিল। অশ্রুজলে তাহারও বস্ত্রাঞ্চল ভিজিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেই গৃহ মধ্যস্থিত দুই জনের কেহই তাহার সে অবস্থার বিষয় জানিতে পারে নাই। সুরেন্দ্র সামান্য কারণে অস্থির হয় না, সুতরাং তৎক্ষণাৎ প্রবোধকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল—

"সে সন্ধান পাইবার উপায় আছে, আমি সে উপায় অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছি।

প্রবোধ আগ্রহের সহিত বলিল—"কি উপায় আছে, আমায় শীঘ্র বল ভাই। সে কথা শুনিলেও মনটা অনেক সুস্থির হইতে পারে।"

সুরেন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল —"দেখ, পাপীর সহচর কখনই ভাল লোক হইতে পারে না। সুতরাং তাহারা সহজেই বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিতে পারে। আমি ঐ ম্যাক্‌ফিণ্ট-সেরই কোন অনুচরকে অর্থ দিয়া পারি, কিম্বা যেরূপে পারি বশ করিয়া তাহারই নিকট হইতে বিরাজের অনুসন্ধান লইব। এখন আমার উপায় চিন্তা বুঝিতে পারিলে?"

তাহার পর সুরেন্দ্র আপনার পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিল—"দেখ, রাত্রি একটা বাজিয়া গিয়াছে, আজ আইস শয়ন করা যাউক।"

প্রবোধ অনিচ্ছা স্বত্বে শয়ন করিতে বাধ্য হইলেন। তখন উভয়ে এক শয্যায় শয়ন করিল। আর কুসুম অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে গিয়া কক্ষান্তরে শয়ন করিল। সে দিবস রাত্রে মুহুর্ত্তকের জন্যও কুসুমের নিদ্রা হয় নাই। তাহার পর সকলে শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে—অতি প্রত্যূষে—কাহাকে কোন কথা না বলিয়া কুসুম কোথায় চলিয়া গিয়াছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভিখারিণী।

বেলা ১০ টা বাজিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ এখনও ম্যাকিণ্টসের ব্রেক্ ফাষ্ট হয় নাই। ম্যাকিণ্টস আজ চিন্তামগ্ন, মুখের সে প্রফুল্লতা আজ আর নাই। মন বড়ই অস্থির, মধ্যে মধ্যে দরজার প্রতি চাহিতেছে—দেখিলে বোধ হয় যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। যাহার প্রতিক্ষা করিতেছে, তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বিরক্তির সহিত আপনার টেবিলের উপর সজোরে মুষ্ঠাঘাত করিতেছে। এ গৃহ ম্যাকিণ্টসের আফিস-গৃহ, সুতরাং এখানে তাহার নিকটে মেরী ছিল না। ম্যাকিণ্টসের আবাস-গৃহ এখান হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। ম্যাকিণ্টসের মন আর ধৈর্য্য মানিল না, তখন একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ি প্রস্তুত করিতে অনুমতি করিলেন; কিন্তু এই সময় একখানি গাড়ি দরজার সম্মুখে আসিয়া লাগিল। গাড়ির শব্দ শুনিবা মাত্র সাহেব তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে উঠিয়া দরজার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। তৎক্ষণাৎ দুইজন লোক গাড়ি হইতে নামিল। তাহাদের মধ্যে একজনকে সাহেব বিশেষ সমাদর করিয়া লইয়া গৃহের মধ্যে বসাইল। অন্য ব্যক্তি তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে গৃহের মধ্যে গিয়া বসিল। সম্মানিত ব্যক্তি অন্য কেহ নহে, স্বয়ং হরদয়াল ঘোষ। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহারই পারিষদ, আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত গঙ্গারাম। গঙ্গারাম সাহেবের কুঠিতে কেরাণিগীরি কর্ম্মও করিয়া থাকে।

হরদয়াল বাবু উপবেশন করিলে পর ম্যাকিণ্টস বলিল—"বাবু একটা বড় মন্দ সংবাদ আছে। তোমার শালা প্রবোধ কি জানি কেন বিচারের পূর্ব্বেই খালাস হইয়া আসিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া আমি বড়ই কষ্টে আছি। আর আমি বিশেষ ভয়ও পাইয়াছি।

হর। আমিও এই সংবাদ পাইয়াছি। শুনিলাম শ্যাম-নগরের সুরেন্দ্র বাবু নিজে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গিয়া তাহাকে খালাস করিয়া আনিয়াছে। আচ্ছা সাহেব, এতে আমাদের ভয়ের কারণ কি? জেল হইলে যে আহ্লাদ হইত, সেই আহ্লাদ হইল না মাত্র।

ম্যাকি। বাবু, তুমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না। এই দুই শালা নিশ্চয় মাজিষ্ট্রেটকে হস্তগত করিয়াছে। আজ আমার ডান হাত কাটা গিয়াছে; আমি আর কাহার জোরে লড়িব? আর সে দিন যে ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহা এখনও হজম করিতে পারা যায় নাই। সুতরাং এখনও ভয়ের কারণ যথেষ্ট আছে।

ম্যাকিণ্টসের কথায় এইবার হরদয়াল অধিকতর ভীত হইল, তাহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, প্রাণের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ হইতে লাগিল। হরদয়াল ভয়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। ম্যাকিণ্টস হরদয়ালকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য অন্য কথা পাড়িয়া বলিল—"দেখ বাবু, এ পাখীটাত কোন ক্রমেই পোষ মানিতেছে না।"

হরদয়াল সে কথা শুনিয়া আরো ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল—"দেখ সাহেব, তুমি বিরাজমোহিনীকে এখনি ছাড়িয়া দাও। ছাড়িয়া না দিলে এখন আর আমাদের মঙ্গল নাই।"

এই কথা বলিয়া গঙ্গাধরের প্রতি চাহিয়া হরদয়াল বাবু বলিলেন —“কি বল গঙ্গাধর ?”

গঙ্গাধর যোড়হস্তে বিনীত ভাবে বলিল—“আজ্ঞে হুজুর—তাহার আর সন্দেহ কি ?”

ম্যাকিণ্টস হরদয়ালকে কিছু না বলিয়া গঙ্গাধরের প্রতি এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিরক্তভাবে বলিল—“দেখ গঙ্গা, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যদি এখন পিঞ্জর হইতে এই পাখীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে নিশ্চয়ই আমাদের বিপদ হইবে।”

সাহেবের কথা শেষ হইতে না হইতেই গঙ্গাধর অমনি বলিয়া উঠিল—“আজ্ঞে, হুজুর যখন এ কথা বলিতেছেন, তখন আমিও তাঁবা তুলসী আর গঙ্গাজল হাতে তিন সত্য ক’রে বলতে পারি যে, নিশ্চয়ই বিপদ হ’বে—নিশ্চয়ই বিপদ হ’বে—নিশ্চয়ই বিপদ হ’বে।”

হরদয়াল এবার গঙ্গাধরের উপর বিরক্ত হইয়া বলিল—“গঙ্গাধর, তুমি এইটা বুঝিতে পার না, প্রবোধ এখন যদি কোন রকমে জানিতে পারে যে, তাহার বিরাজমোহিনী সাহেবের কুঠিতে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তবে কি সে আমাদিগকে বিপদে ফেলিবে না ?”

গঙ্গাধর এবারেও যোড়হস্তে বলিল—“হুজুরের এ কথায় কে ‘না’ বলিতে পারে ?”

পুনরায় সাহেব সজোরে গঙ্গাধরের হাত টানিয়া ধরিয়া বলিল—“দেখ গঙ্গা, যদি এখন পাখী ছাড়িয়া দিই, তবে এই মুহূর্ত্তেই সেদিনকার রাত্রের সমস্ত ঘটনা প্রকাশ হইয়া ইবে। আমরা তাহা হইলে খুনের আসামী হইব।”

গঙ্গাধর এবারও বলিল—"আজ্ঞে, ত'ার আর সন্দেহ কি? নিশ্চয়ই আমরা খুনের আসামী হইব?"

হরদয়াল বসিয়াছিল উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং গঙ্গাধরের প্রতি আরক্তনয়নে চাহিয়া বলিল—"কি গঙ্গাধর! আমরা—আমরা খুনের আসামী হইব! তোমার 'আমরার' ভিতর আমি নাই। আমি কাহাকেও খুন করিতে বলি নাই, আর এই বিরাজমোহিনীকে হরণ করিয়া আনাও আমার আজ্ঞায় হয় নাই।"

সাহেব এইবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"প্রিয় হরদয়াল, তুমি আর আমি ভিন্ন নই। আমি কখনই ভিন্ন দেখি নাই, তাহার প্রমাণ তোমায় অনেক দিয়াছি। এখন আমার বিপদে কি তোমার বিপদ হইল না? তুমি রাগ করিও না. আমি তোমা অপেক্ষা অনেক বুঝিতে পারি; এখন আমি যাহা বলি, তাহাই কর।"

হরদয়াল একটু বিরক্তভাবে বলিল—"আচ্ছা, তবে আপনি যাহা ভাল বুঝেন, তাহাই করুন। আমার শরীর বড়ই অসুস্থ. এখন আর আমি থাকিতে পারিব না। এখন বিদায়।"

এই কথা বলিয়া হরদয়াল দ্রুতপদে গৃহের বাহিরে আসিয়া গাড়িতে উঠিল। তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে গাড়ি চলিয়া গেল। ম্যাকিণ্টস অনেকক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিল, কারণ ইহার পূর্ব্বে হরদয়াল সাহেবের সহিত কখন এরূপ ব্যবহার করে নাই। কিছুক্ষণ পরে সাহেব বলিল—

"দেখ গঙ্গা, বাবু বড়ই নির্ব্বোধ।"

গঙ্গাধর অমনি যোড়হস্তে বলিল—"খোদাবন্দ, শুধু নির্ব্বোধ, বোকা—নিরেট বোকা; এমন বোকা আর এ জগতে দু'টী নাই।"

ম্যাকি। কিন্তু গঙ্গা, তোমার বাবু রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

গঙ্গা। ও রাগে ভয় কি হুজুর? একবার মেম্ সাহেবকে পাঠাইয়া দিলেই অমন শত সহস্র রাগ কোথায় চলিয়া যাইবে।

ম্যাকি। তোমার এ উত্তম পরামর্শ।

এই কথা বলিয়া সাহেব সে গৃহ হইতে বাহিরে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল, গঙ্গারাম ও সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। এই সময় সেই স্থানে একজন ভিখারিণী আসিয়া সাহেবের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। ম্যাকিণ্টস দেখিল যে ভিখারিণীর ছিন্ন ও মলিন বেশ, কিন্তু ভিখারিণী যুবতী ও রূপবতী। সাহেব ঈষৎ হাস্য করিয়া গঙ্গারামকে ইংরাজীতে বলিল— "কি বল গঙ্গা, এরূপ সুন্দরী যুবতী ভিখারিণীকে ভিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে?"

গঙ্গা। হুজুর ত'ার আর সন্দেহ আছে? হুজুর যে দয়ার অবতার!

সাহেব ভিক্ষা আনিতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। এই সুযোগে গঙ্গারাম একবার ভিখারিণীর আপাদমস্তক দেখিয়া লইল। ভস্ম যেমন অগ্নিকে লুকাইয়া রাখিতে পারে না, ভিখারিণীর মলিনবেশ সেইরূপ তাহার রূপের জ্যোতিকেও লুকাইয়া রাখিতে পারে নাই। গঙ্গারাম সেই রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়া গেল। তখন গঙ্গারাম মনে ভাবিল—"সাহেবের জন্যত শত শত সুন্দরী এই কুঠিতে আসিয়া থাকে, এখন ভিখারিণীটাও কি আমার অদৃষ্টে ঘটিবে না?" তাহার পর মনে মনে কি একটা মতলব স্থির করিয়া রাখিল। এই সময় সাহেব পুনরায়

আসিয়া ভিখারিণীর হস্তে একটী মুদ্রা দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিল, কিন্তু গঙ্গারাম তাহাকে যাইতে না দিয়া তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করিল—"ভিখারিণী, তোমার বাড়ি কোথায় ?"

ভিক্ষা। অনেক দূর।

গঙ্গা। এখান হ'তে কত দূর ?

ভিখা। দুই দিনের রাস্তা।

গঙ্গা। এতদূর আসিলে কেন ?

ভিখা। পেটের জ্বালায়।

গঙ্গা। গ্রামের নিকট কি ভিক্ষা মেলে না ?

ভিখা। না।

গঙ্গা। তোমার আর কে আছে ?

ভিখা। কেহ নাই।

এই সময় সাহেব বলিল—"গঙ্গা, তোমার এত সংবাদের আবশ্যক কি ?"

তখন গঙ্গারাম ইংরাজিতে সাহেবকে বলিল—" হুজুর, আপনার সেই পিঞ্জরের পাখিটীকে পোষ মানাইবার জন্য একজন সহচরীর বিশেষ আবশ্যক। এই ভিখারিণী দূর দেশের লোক, আর ইহার কেহই নাই, সুতরাং ইহাকে রাখিয়া দিলে কোন কথা প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এখন হুজুরের কি মত ?

ম্যাকিণ্টস গঙ্গারামের কথায় সন্তোষ হইয়া বলিল—"আচ্ছা তুমি ইহাকে রাজি কর।"

গঙ্গারাম পুনরায় ভিখারিণীকে প্রশ্ন আরম্ভ করিল—' তুমি ভিক্ষা কর কেন ?

ভিখা। না করিলে খাইব কি?

গঙ্গা। চাকরী কর না কেন?

ভিক্ষা। কে দেবে?

গঙ্গা। আমি যদি চাকরী দি, তুমি করিবে?

ভিখা। করিব।

গঙ্গারাম এইবার সাহেবের মুখের দিকে চাহিল। সাহেব তখন গঙ্গারামকে বলিল— "তুমি ইহাকে সঙ্গে করিয়া সেই-খানে লইয়া যাও এবং যে কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করিলাম, তাহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দাও।"

"যে আজ্ঞে হুজুর।" বলিয়া গঙ্গারাম প্রফুল্ল মনে ভিখারিণীকে সঙ্গে লইয়া চলিল, কিন্তু যাইতে যাইতে এইমাত্র বুঝাইতে লাগিল যে, গঙ্গারাম হইতেই সে চাকুরী পাইল, সুতরাং গঙ্গারামকে যেন ভিখারিণী না ভুলিয়া যায়। আর গঙ্গারামের যাহা কিছু আছে সকলি গঙ্গারাম আহ্লাদের সহিত ভিখারিণীর পাদপদ্মে অর্পণ করিতে প্রস্তুত আছে। ভিখারিণী সকল কথাতেই রাজি হইল। গঙ্গারামের আজ আর আনন্দের সীমা নাই। আজই সন্ধ্যার পর পুনরায় ভিখারিণীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এইরূপ আভাষ দিয়া যে গৃহে বিরাজমোহিনী আবদ্ধ ছিল, সেই গৃহে ভিখারিণীকে রাখিয়া আসিল।

গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ধীরে ধীরে ভিখারিণী গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়াদিল। বিরাজমোহিনী গৃহের দরজা খোলার শব্দ শুনিয়াই ভয়ে অভিভূত হইয়াছিল। আগন্তুকের প্রতি চাহিয়া দেখিবার সাহস তাহার হয় নাই। কিন্তু যখন ভয়ে ভয়ে একবার আগন্তুকের প্রতি চাহিয়া দেখিল, তখন তাহাকে দেখিয়া

বিরাজমোহিনী বিস্মিত হইল। বিরাজ আপনার চক্ষুকে তখন| বিশ্বাস করিতে পারিল না।

—*—

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অস্বীকার।

বিস্মিত নেত্রে বিরাজ ভিখারিণীর প্রতি চাহিয়া বলিল— কুসুম তুমি এখানে?"

ভিখারিণী অন্য কেহ নহে, আমাদের কুসুম।

কুসুম বিরাজের মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"চুপ, এখন আমি তোমার দাসী।"

বিরাজ অধিকতর বিস্মিত হইয়া কুসুমের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তখন কুসুম চুপি চুপি সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। একজন তাহারই সমবয়স্কা বালিকা এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে যে প্রবৃত্ত হইতে পারে তাহা বিরাজের মনে ধারণাও হইতেছিল না। কুসুম মনে মনে ভাবিল—হয়ত ইহা স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু বেলা দুই প্রহরের সময় জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্ন কিরূপে হইতে পারে, তাহাও ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। তখন কৃতজ্ঞতানেত্রে কুসুমের মুখের প্রতি চাহিয়া বিরাজ বলিল—"কুসুম, তুমি আমায় এত ভাল বাস!"

কুসুম। বিরাজ, তোমায় আমি ভালবাসি আর প্রবোধ বাবু তোমার জন্য যেরূপ অস্থির, তাহা তোমায় মুখে কি জানাইব? তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না—এই দুঃসাহসিক কার্য্যে হাত দিলাম।

প্রবোধের নাম মাত্র শ্রবণে বিরাজের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। দেখিতে দেখিতে দুই একটী করিয়া অসংখ্য অশ্রুবিন্দু বিরাজের গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতে লাগিল; কিন্তু তাহাতেও বিরাজের হৃদয় স্থির হইল না; কুসুমের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বিরাজ অনেকক্ষণ ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কুসুমের সান্ত্বনায় বিরাজ একটু স্থির হইলে পর কুসুম বলিল —"দেখ বিরাজ, তোমায় আজ এক সাহসিক কর্ম্ম করিতে হইবে।"

বিরাজ একদৃষ্টে কুসুমের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল—"কি সাহসের কর্ম্ম কুসুম।"

কুসুম। তুমি আমার এই ছিন্ন ও মলিন বেশ পরিয়া আজ সন্ধ্যার সময় এই স্থান হইতে চলিয়া যাও, আমি পরে যাইতেছি।

বিরাজ অবাক্ হইয়া কুসুমের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। এই কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। কুসুম পুনরায় বলিল—"আমার কথার উত্তর দাও—পারিবে না কি?"

বিরাজ। না।

কুসুম। দেখ বিরাজ, বিপদের সময় এরূপ ভয় করিলে চলিবে না।

বিরাজ। কেবল ভয়ের জন্য নহে।

কুসুম। তবে কিসের জন্য?

বিরাজ। আমার জন্য তোমায় বিপদগ্রস্থ করিব কেন? আমি চলিয়া গেলে তোমার দশা কি হইবে?

কুসুম। সাহেবের চোদ্দ পুরুষ আসিলেও আমায় ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

কুসুম অনেক বুঝাইল, কিন্তু বিরাজ তাহাতেও অস্বীকার করিল। তখন কুসুম অগত্যা বলিল—“তবে আর সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই, আমি চলিলাম, আজ সন্ধ্যার মধ্যে প্রবোধ বাবু নিজে আসিয়া তোমায় উদ্ধার করিবেন।”

কথাটি বিরাজের বিশেষ মনমত হইল, সেই কারণ তৎক্ষণাৎ দুই বিন্দু অশ্রু মুচিয়া বিরাজ কুসুমের মুখ চুম্বন করিল। কুসুম আর বিলম্ব না করিয়া গৃহ হইতে বহিস্কৃত হইল।

—*—

নবম পরিচ্ছেদ।

ধরা পড়িল।

আজ ম্যাকিণ্টসের মন বড়ই অস্থির, কিছুতেই মন স্থির হইতেছে না। সুতরাং কি করিলে মন স্থির হয়, ম্যাকিণ্টস অনেকক্ষণ ধরিয়া ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। শেষে এই সময় একবার বিরাজমোহিনীর সংসর্গ সুখলাভ ইচ্ছা তাহার হৃদয়ের মধ্যে বড়ই বলবতী হইল। এতদিন চেষ্টা করিয়া ম্যাকিণ্টস কোনমতেই বিরাজের মন ফিরাইতে পারে নাই, আজ যেরূপে হয় তাহাকে বশীভূত করিবার স্থির করিয়া ম্যাকি-ণ্টস ধীরে ধীরে বিরাজের কারাগৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল, সেই গৃহে একটি ক্ষুদ্র আলো মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। বিরাজ সেই অস্পষ্টালোকে তাহার কালান্তক যমসদৃশ ম্যাকিণ্টসকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। সাহেব গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি চেয়ারে বসিল।

একবার সতৃষ্ণনয়নে বিরাজের প্রতি চাহিয়া বলিল—"সুন্দরি, তুমি আমার কথা শুন। আমি তোমায় সুখী করিব।

বিরাজের মুখে কথা নাই, বিরাজ মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছিল। সাহেব পুনরায় বলিল—"তোমার ন্যায় সুন্দরী আমি কখন চক্ষে দেখি নাই, আমি তোমারই গোলাম হইয়া থাকিব, আমার প্রতি তোমার দয়া কি হইবে না?

বিরাজ এবারও নিরুত্তর, ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল। কথা কহিবার শক্তি তাহার ছিল না। বিরাজ যে প্রকৃতিতে গঠিত, তাহাতে এরূপ ব্যক্তির প্রতি তাহার হঠাৎ কোন কথা কহা সম্ভবও নহে। কিন্তু বিরাজের এইরূপ নিরুত্তর থাকা ভাল হইতে ছিল না। ইহাতে সেই নরাধম ম্যাকিণ্টস যেন প্রশ্রয় পাইতেছিল, কারণ এখন ক্রমে ক্রমে সে বিরাজের নিকটে আসিতেছিল। বিরাজের সেদিকে লক্ষ ছিল না, বিরাজ এক মনে তখন সেই সর্ব্বভয়ত্রাতা, বিপদভঞ্জন, দুর্ব্বল অবলার লজ্জানিবারণকারী হরিকে ডাকিতেছিল। ম্যাকিণ্টস বিরাজ-মোহিনীর রূপে এখন মোহিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পাপ তৃষ্ণা এখন বড়ই বলবতী; সুতরাং ম্যাকিণ্টস আর স্থির থাকিতে পারিল না। হঠাৎ বিরাজের অঙ্গ স্পর্শ করিল। নিদ্রিত ফণিনীকে হঠাৎ পদতলে দলিত করিলে সে যেরূপ গর্জ্জিয়া উঠে, বিরাজ মুহূর্ত্ত মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেইরূপ গর্জ্জন করিয়া বলিল—"নরাধম, তো'র এত বড় আস্পর্দ্ধা! তুই আমার অঙ্গ স্পর্শ করিস্!!"

পাপীর মন সে গর্জ্জনে ভীত হইল। ম্যাকিণ্টস পুনরায় সরিয়া বসিল। তাহার পর পুনরায় বিনীতভাবে বলিল—

"সুন্দরি, তোমার ন্যায় নিষ্ঠুর হৃদয়া মিস্ আমি কখনত দেখি নাই। তুমি আমায় পাগল করিয়াছ।"

এই কথা বলিয়া ম্যাকিণ্টস পুনরায় সতৃষ্ণনয়নে একবার বিরাজের প্রতি চাহিল—সে রূপের জ্যোতি পুনরায় তাহার মনে উন্মত্ততা জন্মাইয়া দিল। ম্যাকিণ্টস অধীর হইয়া এইবার বিরাজের হাত ধরিয়া টানিল, বিরাজ সজোরে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে দুর্বৃত্তের নিকট পরাভূত হইল। ক্ষোভে, রাগে, মনোবেদনায় বিরাজ উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া বলিল —"নরাধম, তো'র পাপের প্রতিফল অবশ্যই পাইবি। ঈশ্বর কি নাই; এই পাপ পৃথিবীতে এখনও ধর্ম্ম কি নাই?"

"ঈশ্বর আছেন—ধর্ম্ম আছেন।" অকস্মাৎ এই কথা প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে দ্রুতবেগে সুরেন্দ্রনাথ গৃহের মধ্যে আসিয়া পড়িল! তাহারই সঙ্গে সঙ্গে প্রবোধ এবং ১০।১২ জন পুলিষের লোক গৃহে প্রবেশ করিয়া ম্যাকিণ্টসকে ধৃত করিল! এই আকস্মিক বিপদে ম্যাকিণ্টস অবাক্! তাহার মুখে একটিও কথা নাই। তখন ২।৩ জন পুলিষ কর্ম্মচারী মিলিয়া ম্যাকিণ্টসকে বাঁধিয়া ফেলিল। যখন তাহার হাতে হাত কড়ি দিয়া বাঁধা হয়, তখনও ম্যাকিণ্টস অবাক্—মুখে কথা নাই; কিন্তু যখন বাঁধা শেষ হইয়া গিয়াছিল, তখন ম্যাকিণ্টসের চৈতন্য হইল। ম্যাকিণ্টস একবার সজোরে সে হাতকড়ি ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিল। তাহার সে চেষ্টা বৃথা হইল, লাঠের মধ্যে পশ্চাত হইতে ধাক্কা খাইতে খাইতে সে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আসিতে হইল। এদিকে বিরাজমোহিনী ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া ছিল, প্রবোধ তাহাকে ভূমি হইতে তুলিয়া লইয়া বাহিরে

যে গাড়ি তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল তাহাতে আনিয়া তুলিল; সুরেন্দ্র ও সেই গাড়িতে উঠিল, পুলিষের অন্যান্য লোক ম্যাকিণ্টসকে ধরিয়া লইয়া চলিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পাপের প্রতিফল।

পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই পুলিষ কর্ত্তৃক ম্যাকিণ্ট-সের গ্রেপ্তারের কথা গ্রামে গ্রামে প্রচার হইয়া পড়িল। ম্যাকি-ণ্টস খুন করিয়াছে, ম্যাকিণ্টস বিরাজমোহিনীকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, ম্যাকিণ্টস অনেকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করি-য়াছে প্রভৃতি এইরূপ কথা নিকটবর্ত্তী সকল গ্রামেই বিশেষরূপ আন্দোলন হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে এই আন্দোলন কলি-কাতায় গিয়া পৌঁছিল, তখন তথাকার ইংরাজী বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের দেশীয় সম্পাদকগণ জোরে কলম চালাইতে আরম্ভ করি-লেন। একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজের নানা কুৎসা প্রকাশ হওয়ায় কলিকাতার ইংরাজ সম্পাদকগণও ক্ষেপিয়া দাঁড়াইল, তাহারা দেশীয় সম্পাদকগণকে নানামতে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; এবং ম্যাকিণ্টস যে নির্দ্দোষী তাহাও বিধিমতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এইরূপে উভয় পক্ষের সম্পাদক-গণের আন্দোলনে ভারতের সমস্ত সংবাদপত্রে একটি বিপুল আন্দোলন উত্থিত হইল। তখন ছোটলাট বাহাদুরেরও আসন টলিল। তিনি ন্যায় বিচারের জন্য ঐ জেলার কমিসনারকে এই মকর্দ্দমা সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে অনুমতি করিলেন।

এখন মকর্দ্দমার হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ম্যাকিণ্টসের অনেক অর্থ ছিল, ম্যাকিণ্টস এই মকর্দ্দমা হইতে উর্দ্ধার হই-বার জন্য সর্ব্বস্বপণ করিল। কলিকাতার সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যারিষ্টার ম্যাকিণ্টসের পক্ষে নিযুক্ত হইল—কেবল ধর্ম্ম অন্য পক্ষে রহিল। যেদিন ম্যাকিণ্টস ধৃত হয়, সেই দিনই তাহার কুঠি হইতে লাশ বাহির করা হইয়াছিল। সে সন্ধান হরদয়ালের পারিষদ এবং বিরাজের মাতুল শ্রীনাথ বাবু দিয়াছিল; হরদয়ালের নিকট কৌশলে শ্রীনাথ এই সকল কথা জানিয়া ছিল। ব্যারিষ্টারেরা প্রাণপণ চেষ্টা করিল, কিন্তু প্রমাণ ও মহারাণীর পক্ষের উকিলকে কোন ক্রমেই হটাইতে পারিল না। আসামী সেসন সোপর্দ্দ হইল।

এই সময় মেরী ম্যাকিণ্টসের যাহা কিছু অবশিষ্ট ধনসম্পত্তি ছিল, এক নৌকার মধ্যে সমস্ত বোঝাই করিয়া প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিল। মেরীর একমাত্র সাহায্যকারী গঙ্গাধর। গঙ্গাধর মেরীর সহিত সেই নৌকায় উঠিয়া নৌকা খুলিয়া দিল। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় ঝড় তুফানে নৌকা ডুবী হইয়া মেরী ও গঙ্গাধরের মৃত্যু হইল। এদিকে সেসনে মক-র্দ্দমা খরচের জন্য ম্যাকিণ্টস উপায়ন্তর না দেখিয়া হরদয়ালকে সংবাদ দিল যে, যদি হরদয়াল মকর্দ্দমার খরচ না চালায় তবে তাহাকে ও আসামীর মধ্যে টানিয়া আনা হইবে। হরদয়াল প্রাণ ভয়ে তাহার লাটবন্দী খাজনার তহবিলে যাহা কিছু ছিল, সমস্তই ম্যাকিণ্টসের ব্যারিষ্টারের হস্তে দিল। যথা সময়ে খাজনা দাখিল না হওয়ায় হরদয়ালের সমস্ত সম্পত্তি লাটে উঠিল। কোম্পানি বাহাদুরের Sun-set Law অনুসারে

তাহার সমস্ত সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ সে সমস্ত সম্পত্তি স্বল্প মূল্যে খরিদ করিয়া রাখিল। এ দিকে ম্যাকিণ্টসও সেসনের বিচারে দোষী প্রমাণ হইয়া গেল, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞা হইল।

পাপের উপযুক্ত শাস্তি হইল। ইংরাজের সুবিচারের জয়-ধ্বনি চারিদিকে উত্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে নীচমনা ইংরাজকুল-কলঙ্কগণের মুখে চুন কালি পড়িল।

—*—

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রায়শ্চিত্ত।

হরদয়ালের অবস্থা এখন বড়ই শোচনীয়। হরদয়ালের এখন দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে। বিষয় সম্পত্তি নাই, আস্‌বাব্ পোষাক নাই, বন্ধু বান্ধব নাই, হরদয়াল যে দিকে চাহিয়া দেখে সেই দিকই অন্ধকার। তাহার গৃহের সেই হাসির ফোয়ারা ও ইয়ারকির গট্‌রা এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যে গৃহ সর্ব্বদা আনন্দে ও উৎসবে পূর্ণ থাকিত—এত বন্ধু বান্ধবের সমাগম হইত যে তাহার বিস্তীর্ণ গৃহেও লোক ধরিত না। আজ সেই গৃহ জন মানব শূন্য। দাস দাসী পর্য্যন্ত সকলই পলায়ন করিয়াছে। কেবল মাত্র সেই বহুদিনের বিশ্বাসী ভৃত্য রামদাস অবশিষ্ট আছে। হরদয়ালের এখন বাহিরে আসিবার সাহস নাই, সেখানে পাওনাদারেরা ওয়ারেণ্ট হস্তে ফিরিতেছে। আজ হরদয়াল একাকী এক গৃহের মধ্যে আবদ্ধ। জুড়ি গাড়ি ঘোড়া আর সেই সাধের ফর্‌নিচার, এখন কোথায়? ইয়ার বন্ধুবান্ধব-

দিগকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া ডাকিলেও কেহ আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে না। এখন ম্যাকিণ্টসের পাপের প্রতিফল দেখিয়া হরদয়ালের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। হরদয়াল এখন আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্তু এখন বুঝিয়া আর কি হইবে? কাল কি খাইবে হরদয়ালের আর সে সংস্থান পর্য্যন্ত নাই! সাধ্বী সরমার যে অলঙ্কারাদি ছিল হরদয়াল সে সমস্ত পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়াছে।

এখন হরদয়াল কোথায় দাঁড়াইবে তাহাই ভাবিতেছে। হরদয়ালের আত্মীয়ের মধ্যে এখন একমাত্র প্রবোধচন্দ্র। হঠাৎ প্রবোধের কথা হরদয়ালের এই সময় একবার মনে হইল। যে দিন প্রবোধ হরদয়াল কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া বলিয়া গিয়াছিল যে ইহার জন্য একদিন হরদয়ালকে অনুতাপ করিতে হইবে, আজ হরদয়ালের সে দিনকার কথাও মনে পড়িল। হরদয়াল এখন ভাবিল যে, আজ আমার সেই অনুতাপের দিন উপস্থিত হইয়াছে। তাহারই সঙ্গে সঙ্গে একে একে অন্যান্য পূর্ব্ব স্মৃতি সকল হরদয়ালেয় মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। হরদয়াল তখন সেই স্মৃতির জ্বালায় অস্থির হইল। মনে মনে বলিল—"আমার পূর্ব্বের সকলই গিয়াছে, তবে সেই স্মৃতি যায় না কেন?"

হরদয়াল কাহাকে চাপা দিবে? পিতার মৃত্যু হইতে ম্যাকিণ্টসের দ্বীপান্তর পর্য্যন্ত তাহার জীবনের সমস্ত ঘটনাই আজ একে একে তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। হরদয়ালের এ যন্ত্রণা অসহ্য হইল। হরদয়াল যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পাগলের ন্যায় আপনার চুল ছিঁড়িতে আরম্ভ করিল, কিন্তু

তথাপি তাহার যন্ত্রণার হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে হরদয়াল কোথা হইতে এক বোতল সুরা আর একটা গেলাস বাহির করিল। সেই বোতল আর গেলাস সম্মুখে রাখিয়া হরদয়াল পাগলের ন্যায় করযোড়ে মনে মনে বলিল—“আমি তোমারই জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, আজ তুমি আমায় স্মৃতির হাত হইতে রক্ষা কর।” তাহার পর হরদয়াল ক্রমে ক্রমে বোতলের সমস্ত সুরা শেষ করিয়া ফেলিল, তথাপি তাহার সেই পূর্ব্ব স্মৃতি গেল না। হরদয়াল এখন স্মৃতির যন্ত্রণায় অস্থির, আবার সুরার মত্তকারিতাগুণেও অস্থির। কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া গৃহ হইতে দৌড়িয়া বাহিরে আসিল। এরূপ অবস্থাতেও হরদয়ালের ওয়ারেণ্টের পেয়াদার কথা মনে হইল। হরদয়ালের আর বাড়ির বাহিরে আসিতে সাহস হইল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া হরদয়াল সিঁড়ি দিয়া ছাদের উপর উঠিল। অনেকক্ষণ অস্থির হইয়া সেখানে বেড়াইতে লাগিল; ক্রমে ক্রমে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া হরদয়াল সেই ছাদের উপর ছুটাছুটি করিল। কিন্তু তাহাতেও তাহার হৃদয়ের যন্ত্রণার শান্তি হইল না। ক্রমে তাহার নেশা চড়িতে লাগিল; তখন হরদয়াল একাবারে জ্ঞানশূন্য। তাহার পর কি ভাবিয়া হরদয়াল আলিসার উপরে দাঁড়াইল, পর মুহূর্ত্তে হরদয়াল আর আলিসায় নাই। একটা ভয়ানক শব্দের সহিত হরদয়াল ভূতলে পতিত হইয়াছে। সেই শব্দ শুনিয়া রামদাস দৌড়িয়া গিয়া দেখিল যে হরদয়াল মৃতপ্রায়—তাহার নাক, মুখ ও চক্ষু দিয়া রক্ত নির্গত হইতেছে, আর তাহার জীবনের আশা নাই!

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জ্ঞানচক্ষু ফুটিল।

এ সংসারে সুখ আর দুঃখ কখনই সমভাবে চিরস্থায়ী নহে। সুখের পর দুঃখ আর দুঃখের পর সুখ—সংসারের নিয়মই এই। সেই কারণ জ্ঞানী লোকে সুখ আর দুঃখকে "চক্রবৎ পবিবর্ত্তন্তে" বলিয়া গিয়াছেন। এ সংসারে এমন লোক নাই, যিনি এই উভয়েরই বশীভূত নহেন। ধনীর অট্টালিকা হইতে নির্ধনীর পর্ণকুঠির পর্য্যন্ত দ্বারে দ্বারে অনুসন্ধান করিয়া আইস, এখনি দেখিবে সকলেরই জীবন সুখ ও দুঃখ এই উভয় মিশ্রিত। সুখ যদি চিরকাল সমভাবে থাকিত, তবে কি লোকে সুখের আস্বাদন বুঝিতে পারিত? আবার দুঃখই যদি চিরকাল সমভাবে থাকিত তবে কি দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে হইত? এইরূপ ক্রমাগত অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্যই আমাদের সুখ-দুঃখ-জ্ঞান।

আজ সরমা ভাবিতেছে তাহার দুঃখ কি চিরকালই সমভাবে থাকিবে? ঈশ্বর কি তাহার প্রতি একবার মুখ তুলিয়া চাহিবেন না? আজ সাত দিবস হইল সরমা মৃতপ্রায় হরদয়ালকে লইয়া পিত্রালয়ে আসিয়াছে। যখন হরদয়ালকে এখানে আনা হয়, তখন তাহার দেহে প্রাণ মাত্র ছিল, এখন তাহার জীবনের আশা হইয়াছে, কিন্তু এখনও হরদয়াল প্রায় অজ্ঞানবস্থায়

আছে। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, জীবনের কোন আশা নাই—কিন্তু হরদয়ালের দুই চক্ষু আঘাত লাগিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সরমা আজ কয় দিবস আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া হরদয়ালের সেবায় নিযুক্ত আছে। প্রবোধ ও কুসুম জোর করিয়া যখন কখন কিছু খাওয়াইত, তখনও সরমা হরদয়ালের শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহান্তরে যাইত না। কিন্তু আজ ছয় দিবস মুহূর্ত্তের জন্যও সরমা একবার চক্ষু মুদিত করে নাই। কেহ সরমার এই অসাধারণ ক্ষমতাসম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সরমা বলিত—"এই ছয় দিন ও ছয় রাত্রি আমার চক্ষে নিদ্রা আসে নাই।" ইহা ভিন্ন আর কোন উত্তর করিত না। ধন্য সরমা! ধন্য তোমার পতিভক্তি!!

হরদয়ালের আজ অল্প অল্প জ্ঞান হইতেছিল, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই। এই অর্দ্ধ অচৈতন্য ও অর্দ্ধ নিদ্রিত অবস্থায় হরদয়াল এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। হরদয়াল স্বপ্ন দেখিল—যেন তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর পর এক ভীষণাকার যমদূত আসিয়া তাহার পা ধরিয়া এক কণ্টকময় রাস্তা দিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। কণ্টকাঘাতে তাহার সর্ব্বশরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইতেছে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ভীষণ বেগে রুধির নির্গত হইতেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় সেই মৃত দেহও অস্থির হইয়াছে। তত্রাচ সেই বিকটাকার যমদূত ক্ষান্ত হইতেছে না। তাহার সেই ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক কার্য্যে বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—অবিশ্রান্ত টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। সে রাস্তাও যেন ফুরাইতেছে না। হরদয়াল প্রাণপণে চিৎকার করিতেছে; কিন্তু সে চিৎকারের যেন শব্দ হইতেছে না। এইরূপে অনেকক্ষণ

টানিয়া লইয়া চলিল। কতক্ষণ তাহা হরদয়াল নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। অবশেষে তাহাকে এক অগ্নিময় হ্রদে আনিয়া ফেলিল। সেই হ্রদের তীরে ও উপরিভাগে অগ্নি জ্বলিতেছে। হরদয়ালের সমস্ত দেহ সেই অগ্নিতে পুড়িতে লাগিল, সেই অসহ্য যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য হরদয়াল হ্রদে ডুব দিল, কিন্তু সে হ্রদে জল নাই! জলের পরিবর্ত্তে দুর্গন্ধময় পুঁজ রক্ত ও বিষ্ঠা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ! এই সকল পুঁজ, রক্ত, ইত্যাদির উপরিভাগ আবার অগ্নিময়। হরদয়াল এই হ্রদে একবার ডুবিতে লাগিল ও একবার উঠিতে লাগিল। সে হ্রদে যে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তাহাতে ভয়ঙ্কর উত্তাপ আছে, কিন্তু আলো নাই। সে হ্রদ আবার অন্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পুঁজ, রক্ত ও বিষ্ঠা ইত্যাদির অগ্নিময় হ্রদে হরদয়াল একবার উঠিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ ডুবিতেছে। এইরূপ অনেকক্ষণ চলিতে লাগিল। কতক্ষণ ইহাও হরদয়াল বলিতে পারে না। তাহার পর অকস্মাৎ হরদয়ালের মাথার উপর কোথা হইতে আলো দেখা দিল। তাহার পর কে যেন তাহাকে চুলের ঝুটি ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই হ্রদ হইতে তুলিল। হরদয়ালের গাত্র শিহরিয়া উঠিল। বিস্মিতনেত্রে, হরদয়াল চাহিয়া দেখিল—"**জ্যোতির্ম্ময়ী সরমামূর্ত্তি!**"

আতঙ্কে, ভয়ে, বিস্ময়ে হরদয়াল চিৎকার করিয়া উঠিল—"সর, সর, সর আমায় রক্ষা কর।"

বাস্তবিকই এই সময় এই কথা তাহার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিদ্রাও ভঙ্গ হইয়া গেল।

সরমা আগ্রহের সহিত বলিল—"এই যে আমি—তোমার নিকটেই বসিয়া আছি।"

নিদ্রা ভঙ্গের পর হরদয়াল কিছুক্ষণ আবার নীরব হইয়া রহিল। এই সময় ধীরে ধীরে পূর্ব্ব স্মৃতি সকল তাহার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। হরদয়াল পুনরায় আগ্রহের সহিত ক্ষীণ স্বরে বলিল—"কই সর, কই, তুমি কোথায়? আমি সমস্তই অন্ধকার দেখিতেছি যে।"

"এই আমি।" বলিয়া সরমা এইবার আপনার হাতখানি হরদয়ালের হাতের উপর স্থাপিত করিল। ধীরে ধীরে হরদয়াল সে হাতখানি টানিল। সরমা সরিয়া ক্রমে নিকটে গেল। হরদয়াল আরো টানিল। সরমা আরো নিকটে গেল। এইবার হরদয়াল সরমাকে দুই হস্তে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। সরমা আর কত সহ্য করিতে পারে? তাহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। ধীরে ধীরে সরমা হরদয়ালের বক্ষের উপর আপনার মুখ লুকাইল। তখন এই আকস্মিক অবস্থা পরিবর্ত্তনে কোথা হইতে সরমার চক্ষে অবিশ্রান্ত অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে হরদয়ালের চক্ষুও অশ্রুপূর্ণ হইল, ক্রমে সেই অশ্রু গড়াইয়া সরমার অশ্রুজলে মিশিল। অনেক দিনের পর আজ সরমার অশ্রুজলের মিলন হইল। এইরূপে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল। উভয়েই নীরব, কিন্তু হরদয়ালের এই নীরবে আলিঙ্গন অর্থহীন নহে, সরমা তাহার অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিল, সেই কারণ সরমার নয়নাশ্রু নিবারণ হইতেছিল না।

তাহার পর কুসুম ও বিরাজমোহিনী হরদয়ালকে দেখিতে আসিল। বিরাজ ম্যাকিণ্টসের কারাগৃহ হইতে মুক্ত হইয়া

প্রবোধের গৃহেই বাস করিতেছিল। ইহাদিগকে আসিতে দেখিয়াও সরমা সেই অবস্থাতেই আছে, কারণ তখনও সরমা এক প্রকার জ্ঞান শূন্য। কুসুম এরূপ দৃশ্যের কারণ বুঝিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া ডাকিল—"দিদি!"

তখন সরমার চৈতন্য হইল, সরমা উঠিয়া বসিল। একটু প্রকৃতিস্থ হইলে কুসুম ও বিরাজকে বসিতে বলিল। তাহাদের এতক্ষণে ভয় দূর হইল। কুসুম ধীরে ধীরে বলিল—"আজ দাদা কেমন আছেন দিদি!"

সর। আজ একটু ভাল আছেন।

কথা কয়েকটী বলিতে বলিতে বহুকালের পর সরমার অধরে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল। বিরাজ সেই হাসির রেখা দেখিতে পাইয়া এতদিনের পর আজ সাহস করিয়া বলিল—"আজ তবে আমরা এইখানে একটু বসি, তুমি নীচে গিয়া স্নানাহার কর।"

সর। না বোন্, আজ আর আমি উঠিয়া যাইতে পারিব না।

কুসু। কেন দিদি?

কুসুমের প্রশ্নে সরমার চক্ষু পুনরায় অশ্রুপূর্ণ হইল, সেই আনন্দাশ্রু মুছিয়া সরমা বলিল—"আজ সাত বৎসর পরে আমার হৃদয়েশ্বর আমায় সেই আদরের নাম 'সর' বলিয়া ডাকিয়াছেন, আজ কি বোন আমি এখান হইতে উঠিয়া যাইতে পারি? না আজ আর আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে?"

কেহ আর কথা কহিতে পারিল না, সরমার কথায় সকলেরই নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। এই সময় কুসুম প্রবোধকে হরদয়ালের

আরোগ্য সংবাদ দিতে সেখান হইতে দৌড়িয়া গেল। তাহার অল্পক্ষণ পরেই কুসুমের সহিত প্রবোধ ও সুরেন্দ্র সেই থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কেহ আসিয়াছে বুঝিতে পারিয়া হরদয়াল জিজ্ঞাসা করিল—"কে আসিল?"

কুসুম উত্তর করিল—"দাদা আর সুরেন্দ্র বাবু।"

হর। ভাই, তোমরা আমার নিকটে এসে বস, যেন তোমাদিগকে হাত বাড়াইলেই স্পর্শ করিতে পারি। আমি চক্ষে দেখিতে পাই না।

প্রবোধ ও সুরেন্দ্রনাথ নিকটে আসিয়া বসিল। হরদয়াল হাত বাড়াইয়া তাহাদের গাত্রস্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিল। সুরেন্দ্র বলিল—"হরদয়াল বাবু, আপনি কি কিছুই দেখিতে পান না? আপনার চক্ষু নষ্ট হওয়ায় আমরা বিশেষ দুঃখিত।"

হরদয়াল তখন সুরেন্দ্রের কথায় বাধা দিয়া বলিল—"না ভাই, ইহার জন্য আমার দুঃখ নাই, তোমরাও দুঃখিত হইও না। আমার উপযুক্ত শাস্তিই হইয়াছে। আমার এই পাপ চক্ষুই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সুতরাং চক্ষু নষ্ট হওয়ায় আমি সুখী হইয়াছি।"

সুরে। তোমার বাহ্যিক চক্ষু নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তোমার জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সেই জ্ঞানচক্ষুই এখন তোমার জীবনের অবলম্বন হউক।

হরদয়ালের চক্ষু একবারে নষ্ট হইয়াছে শুনিয়া এখন সরমার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। সরমা মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"আমার চক্ষুর সহিত প্রাণেশ্বরের চক্ষুর পরিবর্ত্তন কি হইতে পারে না?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নবজীবন।

এক মাসের মধ্যে হরদয়াল সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছে। এখনও হরদয়াল ও সরমা ললিতপুরেই রহিল। প্রবোধ ও কুসুম তাহাদিগকে বিশেষ যত্ন করিতেছে। সরমার আর শ্বশুরালয়ে যাইতে প্রবৃত্তি নাই, সুতরাং হরদয়ালও ললিতপুর পরিত্যাগের কোন কথাই এখনও উত্থাপন করে নাই। সরমা এখন হরদয়ালের মৃতদেহের জীবনস্বরূপ হইয়াছে। এখন সরমা বিহনে হরদয়াল এক মুহূর্ত্ত জীবন ধারণ করিতে পারে না। খাইবার সময় সরমা, বসিবার সময় সরমা, বেড়াইবার সময় সরমা, শুইবার সময় সরমা। হরদয়ালের জীবন এখন সরমাময়। সরমাও অন্ধ হরদয়ালকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য কোথায়ও যায় না। সরমা এখন অন্ধ হরদয়ালের যষ্টিস্বরূপ, এবং সরমাই অন্ধ হরদয়ালের চক্ষুস্বরূপ। হরদয়াল যে অন্ধ হইয়াছে, তাহার জন্য হরদয়াল যত না দুঃখিত, সরমা তাহার অপেক্ষা সহস্রগুণ দুঃখিত। যদি নিজের দুই চক্ষু তুলিয়া দিলে হরদয়ালের অন্ধ চক্ষু ভাল হইত, সরমা আহ্লাদের সহিত আপনার দুই চক্ষু স্বহস্তে তুলিয়া দিতে পারিত। সরমা প্রাণপণে হরদয়ালের অন্ধজীবনকে সুখী করিতে চেষ্টা করিত। কখন নিকটে বসিয়া গল্প করিত, কখন রামায়ণ, মহাভারতাদি ধর্ম্মপুস্তক পড়িয়া শুনাইত। হরদয়াল অন্ধ হইয়া যে সুখ উপভোগে বঞ্চিত হইয়াছিল, সরমা প্রাণ থাকিতে সে সুখ নিজে উপভোগ করিতে অভিলাষী হইত না। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে কুসুম সরমার নিকট আসিয়া

বলিল—"দিদি, আজ আকাশের বড়ই শোভা হইয়াছে, সমস্ত দিন গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থাকা ভাল নয়, ছাদের উপর উঠিয়া একবার আকাশের অপূর্ব্ব শোভা দেখিবে আইস।"

সরমা। না বোন্, সে শোভা দেখিতে ইচ্ছা করি না।

কুসু। কেন?

সর। আমার স্বামী যে শোভা দেখিবে না, আমি কোন লজ্জার মাথা খাইয়া সে শোভা দেখিতে যাইব?

কুসুম আর কোন কথা বলিল না, বিষণ্ণমনে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। তখন হরদয়াল বলিল—"সর যাও, কুসুম ডাকিতেছে একবার যাও।"

সর। না—আমি তোমায় ছাড়িয়া যাইব না। তুমি যে সুখে বঞ্চিত থাকিবে আমিও আজীবন সে সুখে বঞ্চিত থাকিব। ইহাই আমার অবশিষ্ট জীবনের সার ব্রত।

হর। তবে চল আমিও যাই। আমি আজ আকাশের সে শোভা দেখিব।

সরমা দুই বিন্দু অশ্রুজল মুছিয়া বলিল—"তুমি দেখিবে কিরূপে!"

হর। কেন, তুমি আমায় দেখাইবে—আমি তোমার চক্ষে দেখিব।

সরমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তখন হরদয়াল পুনরায় বলিল—"সর, তুমি আমার কথা বুঝিতে পারিলে না। তোমার চক্ষে আমি সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকি, এমন কি পুস্তক পর্য্যন্ত পড়িতেছি—আমার এ পর্য্যন্ত কোনরূপ কষ্ট হয় নাই। আর আজ আমি তোমার চক্ষে আকাশের শোভা দেখিতে পারিব না?"

সরমা তখন ধীরে ধীরে হরদয়ালকে সঙ্গে করিয়া ছাদের উপর আনিল। সরমা তখন হরদয়ালকে এইরূপে আকাশের শোভা দেখাইতে আরম্ভ করিল:—

সর। একবার পশ্চিম দিকে চাহিয়া দেখ দেখি।

হর। বেলা এখন কয়টা বাজিয়াছে?

সর। বেলা এখন ৬।।০ টা বাজিয়াছে, সূর্য্যাস্তের আর অধিক বিলম্ব নাই।

হর। আচ্ছা বুঝিয়াছি, এখন পশ্চিমাকাশের কি শোভা হইয়াছে দেখাও।

সর। পশ্চিমাকাশের উপরে কাল মেঘের রাশি রহিয়াছে, তাহার নিম্নেই শুভ্র মেঘ সকল স্তবকে স্তবকে সাজান হইয়াছে, যেন পর্ব্বতাকার পেঁজা তুলার রাশি একটির উপর আর একটি সাজান হইয়াছে।

হর। হাঁ সর, আমি বেশ দেখিতে পাইতেছি। আচ্ছা মেঘ সকল স্থির আছে কি না?

সর। হাঁ, সকল মেঘই স্থির হইয়া রহিয়াছে। তাহার নিম্নে যে সকল মেঘ আছে, তাহার উপর অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। দেখ দেখি সিন্দুরের রঙ্গের মেঘ সকল মাঝখানে কেমন শোভা করিয়া রহিয়াছে।

হর। হাঁ সর, আমি বেশ বুঝিতেছি, এই শোভা বড়ই সুন্দর।

সর। আবার দেখ, মাঝখানের সকল মেঘ গুলিই রাঙ্গা নহে, মধ্যে মধ্যে সাদা, কোন স্থান লাল আভাযুক্ত, আবার কোন স্থান ঘোর লাল, কেমন সুন্দর কি না?

হর। হাঁ সর, সুন্দর বটে। কিন্তু তোমার মতন সুন্দর এ পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। তোমার রূপের সহিত পৃথিবীর কোন সুন্দর বস্তুর তুলনা হইতে পারে না। যতদিন চক্ষু ছিল, তোমার সেরূপ দেখিতে পাই নাই, এখন অন্ধ হইয়া তোমার সেইরূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছি, এখন তোমার রূপের জ্যোতিঃ আমার হৃদয় আলোকিত করিয়াছে।

সর। থাক্ ও কথা। আজ কিন্তু একটি কথা মনে হইতেছে, সে কথা বলিব কি?

হর। বল সর, এখনি বল।

সর। সে পূর্ব্বের কথা। পাছে সে কথা বলিলে তুমি পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া মনে কষ্ট পাও, আমি তাই ভাবিতেছি।

হর। তোমার মুখের সকল কথাই আমার মিষ্ট লাগে। তোমার কোন কথাতেই আমার মনে কষ্ট হইবে না।

সর। পিতার মৃত্যুর পর যে দিন তুমি আমার অমতে কলিকাতায় যাও সেইদিন আমি অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলাম— 'আমার যদি যথার্থ পতিভক্তি থাকে, আর যথার্থই যদি তোমায় হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিয়া থাকি, তবে তুমি অনন্তকাল আমারই থাকিবে, আমার নিকট হইতে তোমায় কাড়িয়া লইতে কাহার সাধ্য হইবে না।' এখন ঈশ্বর আমার সে অহঙ্কার বজায় রাখিয়াছেন।

হর। তুমিই যথার্থ সাধ্বী। তোমার সে অহঙ্কার কে চূর্ণ করিতে পারে?

সর। আমি জীবনে কখন রূপের অহঙ্কার করি নাই, ধনের অহঙ্কার করি নাই, মানের অহঙ্কার করি নাই। কিন্তু অহঙ্কার

করি কেবল তোমার। আমার এ অহঙ্কার যেন অনন্তকাল থাকে।

হরদয়াল দুই হস্তে আপনার দুই চক্ষুর অশ্রুজল মুছিয়া সরমার মুখ চুম্বন করিল। হরদয়ালের নবজীবন এইরূপে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্নেহের উপহার।

সরমা ও হরদয়াল ছাদ হইতে নামিয়া গৃহে আসিয়া দেখিল যে প্রবোধ, সুরেন্দ্র, কুসুম আর বিরাজ তাহার গৃহে বসিয়া রহিয়াছে। প্রবোধ সরমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় গিয়াছিলে বোন্?"

সরমা একটু লজ্জিত হইল, সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। হরদয়াল বলিল—"তোমার ভগ্নি অন্ধকে আকাশের শোভা দেখাইতে লইয়া গিয়াছিল।"

প্রবোধ। আজ সুরেন্দ্র বাবু তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছেন।

হর। তাঁহার আশীর্ব্বাদেই আমি জীবন লাভ করিয়াছি।

প্রবো। এখন সেই জীবন যাহাতে সুখে অতিবাহিত করিতে পারেন, সুরেন্দ্র বাবু এখন তাহার উপায় করিয়া দিতেছেন। ইনি তোমার যে সকল সম্পত্তি নিলামে ক্রয় করিয়াছিলেন, এখন সেই সমস্তই তোমায় দান করিতেছেন।

হরদয়াল ও সরমা প্রবোধের কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিল। তাহার পর হরদয়াল বলিল—"আমি ব্রাহ্মণের দান গ্রহণ করিব না। আর আমার সম্পত্তিরই বা আবশ্যক কি? এখন সরই আমার সম্পত্তি, সর আমার জীবনকে যেরূপ সুখী করিবে, আর কিছুতেই আমার সে সুখ হইবে না। ভাই সুরেন্দ্র, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন এরূপ সাধ্বীপত্নি আমি জন্ম জন্মান্তরে পাই। ইহা অপেক্ষা অন্যকোন আশীর্ব্বাদই আমার নিকট মূল্যবান নহে।"

সুরেন্দ্রনাথ এতক্ষণ নীরবে ছিলেন, এইবার কথা কহিলেন—"হরদয়াল, বাস্তবিক সরমার মতন পত্নিলাভ করা তোমার পক্ষে অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সরমাকে লইয়াই সুখী হও। কিন্তু তোমার যে সকল সম্পত্তি আমার নিকট আছে, যাহা এক্ষণে আমি তোমায় প্রত্যার্পণ করিতেছি। তুমি এখন সে সম্পত্তি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিও না। যদি আমাকেই এখন তাহার অধিকারী মনে কর, তবে আমার এই প্রত্যার্পণকে দান মনে করিও না। আমি এখন এই সম্পত্তি সরমাকে উপহার দিলাম; আমার ইহা স্নেহের উপহার। সরমা—ভগ্নি, এই কাগজখানি তোমার নিকট রাখিয়া দাও।"

সরমা এই সময় একবার হরদয়ালের ও প্রবোধের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে সুরেন্দ্রের নিকট হইতে কাগজ খানি গ্রহণ করিল।

সুরেন্দ্র তাহার পর এইবার প্রবোধের প্রতি চাহিয়া বলিল—" ভাই প্রবোধ, আমার সহোদর ভাই নাই, কিন্তু তোমায় পাইয়া

অবধি এক দিনের তরেও তাহার জন্য মনে কোনরূপ ক্ষোভ হয় নাই। আমি তোমায় আর কি উপহার দিব? বিরাজ-মোহিনী তোমারই, আজ তোমারই ধন তোমায় উপহার দিলাম। অন্য কোন উপহারে তুমি এতদূর সন্তোষ হইবে না, তাহা আমি জানি।”

প্রবোধ তখন অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিল—“ভাই সুরেন্দ্র, আমার পিতা মাতা নাই, ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজনও নাই, কিন্তু তুমিই আমার পিতামাতা, ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন সকলি। আর এই বিরাজমোহিনীকে আমিত এক প্রকার হারাইয়াছিলাম, কেবল তোমাহইতে ইহাকে পুনরায় পাইয়াছি। সুতরাং বিরাজমোহিনী তোমারই। আজ তুমি আমায় এই অমূল্য রত্ন দান করিয়া সুখী করিলে।

সুরেন্দ্র এইবার একবার কুসুমের দিকে চাহিল, কুসুমের মুখ তখনও প্রফুল্ল ছিল। কিন্তু কুসুম, সুরেন্দ্র নাথের সে দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিল না, কি জানি কেন ধীরে ধীরে মস্তক অবনত করিল। সুরেন্দ্র কুসুমের সেরূপ লজ্জাবনতমুখ পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই। সে দৃশ্য দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথের প্রশান্ত হৃদয়ও যেন একটু কাঁপিয়া উঠিল। সুরেন্দ্রের সকলের উপরই প্রভুত্ব চলিত, সুতরাং মুহূর্ত্তের মধ্যেই যে হৃদয় পূর্ব্বের ন্যায় স্থির হইল। তখন সুরেন্দ্র প্রবোধের দিকে ফিরিয়া বলিল—“ভাই প্রবোধ, জীবনের একটি কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিল। সে কার্য্য আমাদ্বারা সম্পূর্ণ হইবেও না। আজ হইতে আমি তাহার ভার তোমার উপর অর্পণ করিলাম।”

এই বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ কুসুমকে দেখাইয়া বলিল—“এই

বালিকা যাহাতে সুখী হয়, তাহা তুমি প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। এরূপ সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা বালিকা আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। একটি কথা তোমায় ইঙ্গিত করিয়া রাখি, ইহার স্বাধীন ইচ্ছার উপর তুমি হস্তার্পণ করিও না। ইহার মনোমত পাত্রে তুমি ইহাকে অর্পণ করিবে। কারণ এই বালিকার যে সকল গুণের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে ইহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যাইতে পারে। আর আমার সমস্ত ধন সম্পত্তি এই অসাধারণ বালিকার সুখের জন্য আমি উৎসর্গীকৃত করিয়া রাখিয়াছি।”

প্রবো। ভাই, আমিও কুসুমের নিকট যেরূপ ঋণী আছি, তাহা তোমার অবিদিত নাই. আমি প্রাণপণে সে ঋণ পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিব। তাহার উপর আবার তোমার উপরোধ সুতরাং যতদিন না কুসুমকে সুখী করিতে না পারিব আমিও তত দিন পর্য্যন্ত সুখী হইতে পারিব না।

এইরূপ নানাপ্রকার কথাবার্ত্তায় সেদিন শেষ হইয়া গেল। পরদিনে সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন। কুসুমের চিরপ্রফুল্ল মুখ সেইদিন কি জানি কেন বিষন্ন হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুখ সম্মিলনে।

এক সপ্তাহ পরে বিরাজমোহিনীর সহিত প্রবোধের বিবাহ হইল। ললিতপুরবাসীগণের আর আনন্দের সীমা ছিল না, এই সুখ সম্মিলনে নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরাও যে শুনিল, সেই

সুখী হইল। শ্যামনগর হইতে সুরেন্দ্রনাথ আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে এইবার সেই বিশ্বপ্রেমিক রমা পাগলও আসিয়াছিল। পাগল এখন আর বিবাহদ্বেষী নয়, সংসারিক কোন কার্য্যই এখন সেই পাগলের মন আর আকর্ষণ করিতে পারে না। কাহার, সহিত আলাপ করিতে পাগল আর ইচ্ছুক নহে, পাগলের সেই বকুনি এখন থামিয়া গিয়াছে। শত্রু, মিত্র, আত্মীয়, পর, ধনি, দরিদ্র, সুখ, দুঃখ, আলো, অন্ধকার এখন পাগল সমান চক্ষে দেখে। সুতরাং এই বিবাহে পাগলের উৎসাহ ছিল না, কিম্বা নিরুৎসাহও ছিল না। সুরেন্দ্র এখন এই বিশ্ব-প্রেমিক পাগলের শিষ্য, সেই কারণ সুরেন্দ্র ললিতপুর আসিবার সময় ইহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া ছিল।

কুসুম এই বিবাহ উৎসবে মাতিয়া প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জনের শেষ উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ছিল। এক মুহুর্ত্তের জন্যও তাহার ধৈর্য্যচ্যুত হয় নাই, কুসুমের হৃদয় এসময়েও অটল—অচল। প্রবোধের গৃহে তাহার ভগ্নি সরমা ভিন্ন আর কেহ ছিল না, আবার হরদয়ালের জন্য সরমা কোন কায করিতে পারিত না, সেই কারণ কুসুমকেই এই বিবাহের সকল কর্ম্ম স্বহস্তে করিতে হইয়া ছিল, কিন্তু তাহাতেও তাহার সে স্থির হৃদয় হৃদয় চঞ্চল হয় নাই। সর্ব্বদা নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া কুসুমের চিত্ত দমন করিয়া রাখিবারও সুবিধা হইয়া ছিল।

আর বিরাজমোহিনীর কথা কিছু বলিব না কি? বলিব বই কি। বিরাজমোহিনীর আজ আর আনন্দের সীমা ছিল না, আজ তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। বিরাজের সেই ক্ষুদ্র

হৃদয় আজ আনন্দে নাচিতেছে, কিন্তু বিরাজ সেই আনন্দের দিনেও তাহার জননীকে ভুলিতে পারে নাই। বিরাজ অনেক বার আজ মনে মনে বলিয়াছিল "মাগো, তোমার যে আজ বড় সাধের দিন মা, আজ একবার মাত্র আসিয়া আমার অতুল সুখ দেখিয়া যাও।"

প্রবোধ সুরেন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া এই বিবাহ উপলক্ষে অনেক অর্থদান করিতে লাগিলেন। প্রবোধের রোগ আনন্দও উৎসব দিনে দুঃখী লোককে দান করা একটা রোগ ছিল। আজ প্রবোধের জীবনের প্রধান আনন্দ ও উৎসবের দিন, সুতরাং আজ আর প্রবোধের দুঃখী গরিবকে দান করিয়া ক্ষোভ মিটিতেছিল না। প্রবোধ সুরেন্দ্রকে সকল কার্য্যেরই ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন, কেবল এই দুঃখী গরিবকে দান করিবার সময় নিজে সেই খানে আসিয়া দাঁড়াইতেন। আসিবার আবশ্যক নাই মনে জানিয়াও, না আসিয়া থাকিতে পারিতেন না। নাচ, তামাসা এবং আলোর পরিবর্ত্তে দরিদ্রকে দানই এই বিবাহের প্রধান উৎসব।

এই উৎসবের দিনে হরদয়াল যতটুকু আনন্দ ও উৎসব উপভোগ করিতে পারিয়াছিল, সরমাও ততটুকু আনন্দ ও উৎসব অনুভব করিয়াছিল, তাহার এক তিল অধিক আনন্দ অনুভব করে নাই। বিবাহ শেষ হইলে সরমা স্বামীকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। সরমার অবশিষ্ট জীবন অতুল সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল। বিশ্বাসী ভৃত্য রামদাসকে এখন হইতে হরদয়াল সর্ব্বোময় কর্ত্তা করিয়া রাখিল।

—:—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

বিবাহের উৎসব শেষ হইয়া গিয়াছে। আজ সুরেন্দ্রনাথ প্রবোধের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যাইবেন। কিন্তু বিদায় লইয়া তিনি আর শ্যামনগরে ফিরিয়া যাইবেন না। সুরেন্দ্র এখন নিজ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দেশ পর্য্যটনে যাইবেন। অনেক দিন হইতেই সুরেন্দ্র ইহা স্থির করিয়া রাখিয়া ছিলেন, কেবল প্রবোধের বিবাহ অপেক্ষা করিতে ছিলেন। বিষয়াদির সমস্ত ভার প্রবোধের উপর দিয়াছেন, এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে এই সকল সম্পত্তির কিরূপ্ বন্দোবস্ত হইবে, তাহার জন্যও এক খানি উইল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রের সঙ্গে অন্য দাস দাসী কেহই যাইবে না, কেবল যাইবে একমাত্র রমা পাগল। সেই কারণ রমা পাগলকে সঙ্গে করিয়া ললিতপুরে আনা হইয়াছিল। প্রবোধ এই সকল কথা পূর্ব্বে কিছুই জানিত না, আজ সুরেন্দ্রের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া প্রবোধের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। প্রবোধ জীবনে যাহা কখন মনে স্থান দিতে পারে নাই, আজ তাহারই চক্ষের সম্মুখে সেই ঘটনা হইতে চলিল। সুরেন্দ্র যখন এই কথা উত্থাপন করেন, তখন প্রবোধ আর রমা পাগল মাত্র সেখানে ছিল। প্রবোধ অনেকক্ষণ অবাক হইয়া রহিল, তাহার পর প্রথম প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাইবে ভাই?"

সুরে। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। যেখানে ইচ্ছা হইবে।

প্রবোধের দ্বিতীয় প্রশ্ন—"কেন যাইবে ভাই ?"

সুর। সকল মনুষ্যজীবনেরই একটি উদ্দেশ্য আছে। সুতরাং আমার এই জীবনেরও একটি উদ্দেশ্য আছে। এ পৃথিবীতে কেন আসিয়াছি যখন এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়, তখনই আমি সেই উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি। যত দিন না সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারা যায়, ততদিন মন সুস্থির নহে, সেই কারণেই গৃহে আর থাকিতে ইচ্ছা নাই।

প্রবোধ। আমি তোমার জীবনের সে উদ্দেশ্য জানি। তুমি এতদিন গৃহে থাকিয়াই সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছিলে; তুমি যে সকল সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহা অপেক্ষা পুণ্যকর্ম্ম আর কি হইতে পারে ? তোমার চরিত্র আদর্শ চরিত্র। তোমার ন্যায় পুণ্যাত্মা আর কে আছে ? কেন আমাদের কাঁদাইয়া তুমি চলিয়া যাইবে, ভাই ?

প্রবোধের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, সুতরাং প্রবোধ নীরব হইল। সুরেন্দ্র প্রবোধকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল—"দেখ প্রবোধ, পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই তাহাকে পুণ্যাত্মা বলা যায় না, আমার পর্য্যাপ্ত আয় আছে, আমার খরচ পত্র বাদে যে উদ্বৃত্ত থাকে, তাহারই কিঞ্চিৎ আমি দুঃখী গরিব লোককে দান করিলাম। ইহা করিলেই আমি যে পুণ্যাত্মা হইলাম, এরূপ মনে করা অন্যায়। অবশ্য এটি একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বটে। প্রকৃত পুণ্যাত্মা হইতে হইলে প্রথমতঃ আপনার রিপু সকল বশীভূত করিতে সক্ষম হইতে হইবে। কই, ভাই, আমি এখনও সে কার্য্য সফল হই নাই, এখনও আমার ইন্দ্রিয় আমার বশীভূত নহে।

প্রবো। আচ্ছা, গৃহে থাকিয়া কি রিপু সকল বশীভুত হয় না ?

সুরে। গৃহে থাকিয়া সে সকল রিপু বশীভূত করা সহজ নহে। ইহার জন্য যে সকল অভ্যাস, শিক্ষা ও দীক্ষার আবশ্যক তাহা গৃহীলোকের পক্ষে অনায়াসলভ্য নহে। সেই কারণ আমি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতেছি। রিপুজয় করিতে পারিলে তবে আত্মার উন্নতি করিতে সক্ষম হইব। এই আত্মার উন্নতিই আমার জীবনের উদ্দেশ্য।

প্রবো। আচ্ছা, কতদিনে তোমার এই উদ্দেশ্য সফল হইবে, কত দিন পরে তুমি পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসিবে ?

সুরেন্দ্র নাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"যে দিন ম্যাকিণ্টসকে আর তোমাকে এক চক্ষে দেখিতে পারিব।"

প্রবোধ বিস্মিতনেত্রে অনেকক্ষণ সুরেন্দ্র নাথের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার পর অকস্মাৎ কি মনে করিয়া প্রবোধ কাঁদিতে কাঁদিতে একবারে সুরেন্দ্র নাথের চরণ জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"সুরেন্দ্র, আমি এতদিন দেবতা ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত মানি নাই, কিন্তু তোমায় মানি,—মূর্ত্তিমান দেবতা বলিয়া মানি। তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া গেলে আমার দশা কি হইবে ?"

সুরেন্দ্র পুনরায় প্রবোধকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—"কেন বৃথা আমারজন্য দুঃখ কর ভাই। এসংসারে কেহ কাহার আপনার নহে, সেই সর্ব্ববিপদভঞ্জন শ্রীহরির চরণ স্মরণ করিয়া চল, কখনও তোমার কোন বিপদ হইবে না। আরো ভাবিয়া দেখ, এই পৃথিবীতে আমরা কয় দিনের জন্য আসিয়াছি ? এই ক্ষণিক জীবনের কোনরূপ শোকদুঃখে অভিভূত না হইয়া যাহাতে

অনন্ত জীবনলাভ করিতে পার, তাহার চেষ্টা কর। তুমি আমার জন্য শোক করিও না, আমি তোমায় নিশ্চয় বলিতেছি, আমাদের পুনরায় আবার দেখা হইবে।"

এই বলিয়া সুরেন্দ্র নীরব হইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ কি মনে করিয়া বলিলেন—"একবার অন্তঃপুরে চল, আমি সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিব।" তাহার পর প্রবোধ ও সুরেন্দ্র ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন, সেখানে হরদয়াল, সরলা, বিরাজমোহিনী, কুসুম এবং প্রবোধের অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সুরেন্দ্র পুনরায় রমা পাগলের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। সুরেন্দ্রনাথ আসিয়াই রমা পাগলকে বলিলেন— "এইবার প্রস্তুত হউন।"

পাগল ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল "সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুতই আছি।"

এই সময় প্রবোধ আসিয়া উপস্থিত হইল, প্রবোধের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, প্রবোধ সুরেন্দ্রের অদ্যকার বিদায় যে সহজ বিদায় নহে, তাহা অন্তঃপুরের মধ্যে বলিয়া আসিয়াছিল। প্রবোধ আসিবার অল্পক্ষণ পরেই হরদয়াল, সরলা, কুসুম, বিরাজমোহিনী এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী ও আত্মীয় স্বজন সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ, সকলেরই নয়ন অশ্রুপূর্ণ। দেখিতে দেখিতে কুসুম সুরেন্দ্রনাথের চরণে লুটিয়া পড়িল। সকলে তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখিল যে কুসুম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। সুরেন্দ্র স্বহস্তে কুসুমের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে উঠাইয়া বসাইলেন। সে দৃশ্য দেখিয়া সুরেন্দ্রের হৃদয়ও অস্থির হইল, সুরেন্দ্র তখন আপনার চক্ষের জল নিবারণ করিতে সক্ষম হইল না। সুরেন্দ্র দেবতা নহে, সুরেন্দ্র মনুষ্য।

কুসুম একটু সুস্থির হইয়া ধীরে ধীরে বলিল—"আমি অনাথা বালিকা, আমি আপনার এই বিপুল ঐশ্বর্য্য লইয়া কি করিব ? আপনার এই সম্পত্তি আমার সুখের কারণ না হইয়া কষ্টের কারণ হইবে। আমাকে ছোট ভগ্নির ন্যায় স্নেহ করেন সত্য, কিন্তু ভ্রাতাকে সুখী দেখিতে না পাইলে, ভগ্নি কিরূপে সুখী হইবে ?"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"আমি আর ক্ষণিক সুখের অভিলাষী নই, যাহাতে অনন্ত সুখ লাভ করিতে পারি, একবার তাহার চেষ্টা করিয়া দেখিব। তুমি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী ভগি. সুতরাং তুমি এই সময় আমায় বাধা দিও না।"

কুসুম নীরবে অনেকক্ষণ রহিল, এই সময় কুসুমের প্রাণের ভিতর যে অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল, তাহা বর্ণনাতীত। কুসুম মনে মনে ভাবিতেছিল—"আমিই সুরেন্দ্রের সকল সুখের কণ্টক-স্বরূপ, আমিই তাহাকে সংসারী হইতে দিলাম না।"

এইবার হরদয়াল ও সরমা প্রভৃতি সকলের পালা পড়িল. সকলেই সুরেন্দ্রের জন্য অস্থির, সকলেই সুরেন্দ্রকে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পুনঃপুন নিবারণ করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি এইরূপ অকাট্য যুক্তি দ্বারা সকলকে বুঝাইতে লাগিল যে, অল্পক্ষণ পরে সকলেই নীরব হইল। তখন সুরেন্দ্র আর বিলম্ব না করিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইলেন। সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। কিন্তু রমা পাগলকে কেহ কোন কথা কহিল না, এ সংসারে পাগলকে কে চিনিতে পারে ? কেবল প্রবোধ একবার পাগলের নিকট গেল, পাগল নীরবে প্রবোধকে আলিঙ্গন করিল, পাগলের নীরবে আলিঙ্গনের অর্থ কে বুঝিবে ?

সুরেন্দ্র সেই পাগলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, যতক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় সকলে সাশ্রুনয়নে দেখিতে লাগিল। সেই দিন সকলেই বিষন্ন মনে রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রণয় পরিণাম।

এই বার আমাদের উপন্যাস শেষ হইয়া আসিল, প্রণয় পরিণাম দেখাইবার উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের যতদূর সাধ্য তাহা দেখাইতে ত্রুটি করি নাই। রমা পাগলের প্রণয় পরিণাম আপনারা দেখিয়াছেন, সুরেন্দ্রনাথের প্রণয় পরিণাম আপনারা দেখিয়াছেন, মেরী ও ম্যাকিণ্টসের প্রণয় পরিণামও আপনারা দেখিয়াছেন। তাহার পর হরদয়াল ও সরমা এবং প্রবোধ ও বিরাজমোহিনীর প্রণয় পরিণামও কিরূপ তাহা আপনাদিগকে দেখান হইয়াছে।

রমা পাগলের নিরাশ প্রণয় তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল, ক্রমে যখন তাহার বহুদিনের হৃদয়াবদ্ধ প্রণয়স্রোত পুনরায় ছুটিল, তখন তাহা সর্ব্বপ্রাণিতে ছড়াইয়া পড়িল। কাঁচ কুড়াইতে আসিয়া আমরা এই খানে কোহিনূর কুড়াইয়া পাইলাম। সুরেন্দ্রনাথ ও নিরাশ প্রণয়ী, সেই নিদারুণ নৈরাশ্যে তাহার প্রণয় পরিণাম যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইত, তাহা এখন ভাবিলে আমাদের হৃদয় কম্পিত হয়। কিন্তু ধন্য সুরেন্দ্রের মানসিক শক্তি, রমা পাগলের প্রণয় পরিণাম দর্শনে সুরেন্দ্র-

নাথের চৈতন্য হইল, ধীরে ধীরে সুরেন্দ্র আপনার হৃদয়ের বেগ স্থির করিল। তাহার পর মনের শান্তি যাহাতে ভবিষ্যতে নষ্ট না হয়, সেই কারণ সুরেন্দ্র কার্য্যক্ষেত্রে নামিল। তাহার সে সকল অসাধারণ কার্য্য আমরা স্বচক্ষেই দেখিয়াছি। মনকে যে দিকে লইয়া যাইবে সেইদিকেই ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে, সেই কারণ সুরেন্দ্র গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথের প্রণয়-পরিণাম হইল—মোক্ষফললাভ। মেরী আর ম্যাকিণ্টসের প্রণয় পরিণামের কথা কিছু বলিব কি? না—সে পাপ চিত্র আর আপনাদিগকে দেখাইব না। তাহার পর হরদয়াল ও সরমার প্রণয় পরিণামের কথা। প্রথমে হরদয়াল সরমাকে অধিক ভাল বাসিত না, হরদয়াল মনে করিত সে সরমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, কিন্তু তাহার সে ভালবাসা ভালবাসা নহে, তাহা চক্ষু-বাসা, সেই কারণ তাহা স্থায়ী হইল না, একটু উত্তাপে তাহা শুকাইয়া গেল। এ প্রণয়ের পরিণামও শুভ হইত না, যদি সরমার এরূপ অসাধারণ পতিভক্তি না থাকিত। সরমার সেই পতিভক্তির স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ধীরে ধীরে হরদয়ালের পাপ হৃদয় আলোকিত করিল। হরদয়াল ও সরমার প্রণয় পরিণাম হইল—ঐহিক ও পরমাত্মিক সুখ। তাহার পর প্রবোধ ও বিরাজমোহিনীর প্রণয় পরিণামের কথা বলিব। প্রবোধ বিরাজকে প্রাণের সহিত ভাল বাসে, বিরাজও প্রবোধকে প্রাণের সহিত ভাল বাসে। একের বিরহ অন্যে সহ্য করিতে পারে না, পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসিয়াই সুখ মনে করে। এই প্রণয়ের পরিণাম কি হইল? —ঐহিক সুখ নিশ্চিৎ, কিন্তু পরমাত্মিক সুখের কথা আমরা এই স্থলে জোর করিয়া বলিতে পারিলাম না। তাহার পর সেই

সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা অসাধারণ ধৈর্য্যশীলা বালিকা কুসুমের প্রণয় পরিণামের কথা ভুলিয়া যাইব কি? সে কথা কি ভুলিয়া যাওয়া যায়? তাহার শেষ দৃশ্য এখনও দেখান হয় নাই। তাহা এত ভয়ানক যে সে দৃশ্য দেখাইতে হইবে মনে করিয়া আমাদের হস্ত কাঁপিতেছে। আমরা যে সে পরিণাম সম্পূর্ণরূপে দেখাইতে সক্ষম হইব, তাহা এখনও আমাদের ভরসা নাই। তবে যতদূর পারি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।

রাত্রি দুই প্রহর হইয়া গিয়াছে. কুসুমের আজ আর নিদ্রা হইতেছে না. কুসুম আজ শয্যায় শুইয়া ছট্ ফট্ করিতেছে। কুসুম হৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির, প্রবোধ কুসুমের বিবাহের একটি সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিল, ইহাই তাহার সে যন্ত্রণার কারণ। কিছুক্ষণ শয্যায় শুইয়া ছট্ ফট্ করিয়া কুসুম শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না চারিদিক আলোকিত করিয়াছিল। কুসুম কি ভাবিয়া ছাদে উঠিবার জন্য চলিল। বারাণ্ডা দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ কি মনে করিয়া কুসুম থমকিয়া দাঁড়াইল। বারাণ্ডার পার্শ্বস্থ গৃহে এক দৃশ্য দেখিবার জন্য কুসুমের মন হঠাৎ আকুলিত হইল। কুসুম চেষ্টা করিল, কিন্তু সে লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। তখন কুসুম সেই জ্যোৎস্নালোকে পার্শ্বস্থ গৃহের গবাক্ষদ্বার দিয়া এক অপূর্ব্ব শোভা দেখিল। কুসুম দেখিল যে প্রবোধ ও বিরাজমোহিনী পরস্পর পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া এক শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। সে দৃশ্য দেখিয়া গুর্ গুর্ করিয়া কুসুমের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তাহার পর হৃদয়ের মধ্যে এক অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিল। অনেক ক্ষণ এই ভাবে কুসুম দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে সেই দৃশ্য

দেখিতে লাগিল। তাহার চক্ষু আর অন্য দিকে ফিরিতে চাহি-তেছে না। ক্রমে ক্রমে তাহার দৃষ্টি ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। এই সময় দুই এক বিন্দু করিয়া অজস্র অশ্রু তাহার গণ্ডস্থল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কুসুম হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। এক দিন অম্লানবদনে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আজ কুসুমের তখন সেই অশ্রু বিসর্জ্জনের সহিত জীবন বিসর্জ্জনের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়িল। কুসুম দাঁড়াইয়াছিল, ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল।

তাহার পর অনেকক্ষণ কুসুম ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার হৃদয় কতকটা সুস্থির হইল। তখন ধীরে ধীরে বিষণ্ন মনে আপনার শয়ন গৃহে গেল, সেখানে আলো জ্বালিয়া একখানি পত্র লিখিতে বসিল। কিন্তু পত্র লিখিবে কি—নয়নজলে সকল লেখাই ভাসিয়া যাইতে লাগিল। অনেক কষ্টে কুসুম সে পত্র শেষ করিল। তাহার পর পত্রখানি শয্যার উপর রাখিয়া কুসুম পুনরায় ধীরে ধীরে গৃহের বাহিরে আসিল। পুন-রায় সেই গবাক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া সেই দৃশ্য দেখিল, এইবার কুসু-মের চক্ষে আর অশ্রুজল ছিল না। কুসুম অনেকক্ষণ স্থির হইয়া প্রবোধের সেই মুখখানি দেখিল। তাহার পর বিষণ্ন মনে চলিল। পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া সেই মুখ দেখিল, পুনরায় বিষণ্ন মনে চলিল, আবার ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, এইবার বিষণ্ন মনে যে চলিল, কুসুম আর ফিরিল না।

একবার দাঁড়াও, কুসুম দাঁড়াও; একবার তোমার বিষণ্নমুখ আমরা দেখি। তোমায় দেখিয়া আমাদের আশা এখনও মেটে নাই, একবার দাঁড়াও—একবার দাঁড়াও। কই? কুসুম

দাঁড়াইল না! হায় কুসুম! তোমাকে কি আমরা আর দেখিতে পাইব না?

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া প্রবোধ ও বিরাজমোহিনী কুসুমকে দেখিতে পাইল না। কুসুমের জন্য প্রবোধের মন বড়ই অস্থির হইল। এখানে সেখানে সকল স্থানেই প্রবোধ লোক পাঠাইয়া অনুসন্ধান করিল; কিন্তু কেহই কুসুমের কোন সন্ধান দিতে পারিল না। বেলা দুই প্রহরের সময় স্নানাহার কিছুই না করিয়া প্রবোধ কুসুমের অনুসন্ধানে বাহির হইল। সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় প্রবোধ বিষণ্ণ মনে গৃহে ফিরিল। এই সময় বিরাজমোহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া কুসুমের শয্যার উপর যে পত্র পাওয়া গিয়াছিল, তাহা প্রবোধের হস্তে দিল। প্রবোধ তাড়াতাড়ি খুলিয়া দেখিল যে, পত্রখানি কুসুমের স্বাক্ষরিত এবং সেখানি তাহাকেই লেখা হইয়াছিল। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল।—

প্রবোধ,

যে কথা এ জীবনে কখন প্রকাশ করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সে কথা আজ আমায় প্রকাশ করিতে হইল। প্রবোধ তুমিই আমার প্রাণেশ্বর—তোমারই দেবমূর্ত্তি এত কাল আমি আমার হৃদয়মন্দিরে পূজা করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু এতদিন পরে আমি আমার হৃদয়ের বল হারাইয়াছি। বালিকার এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে, এখন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আমি চলিলাম—

জন্মের মতন চলিলাম। সরলা বিরাজমোহিনীকে আমার সস্নেহ সম্ভাষণ-জানাইও। আমার কোন অনুসন্ধান করিও না, কারণ আজ হইতে হতভাগিনী কুসুমের নাম পৃথিবী হইতে লোপ হইল। ইহাই আমার **প্রণয় পরিণাম!**

সম্পূর্ণ।